অভিশাপ

Slight are the outward signs of evil thought,
Within—within it was there the spirit wrought!
Love shows all changes—Hate, Ambition, Guile,
Betray no further than the bitter smile.

Byron.

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ

এম, আর, এ, এস্

প্রকাশক

শ্রীরমণীমোহন সিংহ

হিন্টন এণ্ড কোং

১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা

মুখবন্ধ

আমার স্বর্গীয় বন্ধু গোবরডাঙ্গা নিবাসী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে এই রূপ ও ঐশ্বর্য্যের অভিশাপ লিখিতে আরম্ভ করি। কিছু দিন পূর্ব্বে এক অতি শোচনীয় আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার দেহান্তরিত হইয়াছে। প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ যাঁহাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিয়াছি, যিনি আমাকে চিরদিন এই সাহিত্য ব্রতে উৎসাহিত করিয়াছেন, আজ তাঁহার অভিলষিত পুস্তক প্রকাশিত হইল, যদি তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আজীবন আমার মর্ম্মে মর্ম্মে জাগরূক রহে তবে আমার ব্যাধি-পীড়িত দেহের সকল শ্রম সার্থক হইবে।

খুলনা জেলার দশানীর জমিদার আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকখানিরও ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। এ কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমার অন্যতম আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত পাল মহাশয়—আমাকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া এই পুস্তকখানির প্রকাশ সাধ্যায়াত্ব করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। যদি ভগবানের কৃপায় সুস্থ লাভ করিতে পারি তবে কোন পৌরাণিক কাহিনী হইতে রূপের আশীর্ব্বাদ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কচুবাড়িয়া, যশোহর
বৈশাখ, ১৩২০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

চরিত্র

পুরুষ

করণরায়	...	...	গুজরাটের রাজা
রামদেব	...	...	দেবগিরি রাজ
শঙ্করদেব	...	...	ঐ পুত্র
হরপাল দেব	...	...	ঐ জামাতা
আলাউদ্দিন	...	...	দিল্লীর বাদশা
খিজির খান মবারক	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়
মালিক কাফুর	...	...	ঐ সেনাপতি
খসরু	মবারকের সেনাপতি ও বন্ধু = রাঘব, গুজরাটি পুরোহিত		
আলিফ খাঁ	...	...	আলার ভগ্নীপতি
রফি উদ্দিন	...	...	গরীব গৃহস্থ
রিয়াসত মজিদ	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়
মাহাবু খিলজি	...	...	বাদশা জালালউদ্দিনের পুত্র
আবদুল	...	...	জনৈক সৈন্য
গাঁজি খাঁ	পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা		পরে দিল্লীর সম্রাট
জুনান খাঁ	ঐ পুত্র		

নগরবাসী, সৈন্য, বাঁদী ও দিল্লীর কতিপয় আমীর ওমরাহগণ।

নারী

কমলা দেবী	...	...	গুজরাটের রাণী
দেবলা দেবী	...	...	ঐ কন্যা
লায়লা	...	...	রফির কন্যা
আসমানি হাসিনা	...	...	কাফুরের কন্যা
ফাইজান বিবি	...	...	রফির স্ত্রী

অভিশাপ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গুজরাটের রাজধানী

নিভৃত স্থানে দেবমন্দির সম্মুখে পথ

(রাঘব ও দেবলার ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবেশ)

রাঘব। এস রাজকুমারী, আজ আমার মন্দিরে এস !

দেবলা। বাতুল ব্রাহ্মণ ! আজ আমার সাথীরা সঙ্গে নাই, তাই আবার কথা বলিতে সাহস হইয়াছে, কেমন ?

রাঘব। আমার এ বাতুলতা সকলকে দেখাইতে পারি না। তোমার লাঞ্ছনা আমি মাথায় বহিতে পারি, অন্যের নিকট সোহাগ পাইলে তাহা আমার ঘৃণারও যোগ্য নহে ! আমার মন্দির কি এতই তুচ্ছ ! তাহাতে কি ভুবনমোহিনী প্রতিমার স্থান নাই ?

দেবলা। তোমার এত আস্পর্দ্ধা কিসে ?

রাঘব। আমি জানি—

দেবলা। তুমি কি জান ঠাকুর ? সাবধান !

রাঘব। আমার সাবধানতা কি? রাজার অনুগ্রহে এই দেবমন্দির! সংসারে যার কোন বন্ধন নাই, তার আবার ভাবনা কি? মন্দিরে নির্ব্বাক পাষাণ প্রতিমা! এই প্রকাণ্ড বিশ্বে লক্ষ লক্ষ পাষাণ পড়িয়া আছে! কোন গৃহ না থাকুক, অনন্ত আকাশ তলে মাথা রাখিবার স্থান যথেষ্ট! তা যাক্! আমি যাহা জানি তাই বলিতেছি। দিনের পর দিন, বর্ষের পর বর্ষ এই পথে প্রাতঃস্নান করিয়া পুষ্পডালি হাতে লইয়া এক গরীব ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কি নৈরাশ্যের ছবি আঁকিয়া দিয়া যাও, তাহা তুমি জাননা! আমার মন্দিরে কি পূজা নাই, আমার মন্দিরে কি কোন আশালতার ফুল ফুটিতে চাহে না!

দেবলা। পথ ছাড়িয়া দেও, নতুবা বিপদ ঘটিবে! তোমার অত্যন্ত আস্পর্দ্ধার কথা!

রাঘব। এ কথা সত্য! বামনের চাঁদ ধরিবার সাধ কেন? যে কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির স্বপ্নচিন্তার অতীত, তাহা এমন করিয়া বলিবার ধৃষ্টতা আমার কেন? কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র গতি! আমি পিতামাতাহীন অনাথ বালক, কেহ ত আমাকে আমার উপযুক্ত ক্ষুদ্র পথে চলিতে বলে নাই; কেহ ত আমার কোন ভাল মন্দ দেখে নাই; সকলেই আমাকে অবহেলা করিয়াছে; তাই প্রকৃতির উদার পথে বাধা-বিঘ্ন-অক্ষমতা কিছুই আমি শিখি নাই, তাই তাহার অনন্ত ভাণ্ডারে আমি যে রত্ন দেখিয়াছি, তাই আমার নিজের বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি! আমার কোন দোষ নাই!

দেবলা। তুমি কৌশল করিয়া আমাকে বিপদে ফেলিয়াছ! হায়, আমার অদৃষ্ট, আমি এ পথে কেন আসিলাম? এ পথ জনমানব শূন্য!

রাঘব। রাজকুমারী, ভয় নাই! আমি দুরাচার পশু নই। যাও কেহ তোমার পথে বাধা দিবে না। যাহাকে ভালবাসি তাহার মনে কি

কষ্ট দিতে পারি, তাহাকে কি কাঁদাইতে পারি! জানি, তুমি কি চাও? কাহার জন্য তুমি অত ত্বরান্বিতা তাহাও জানি। তবু ভাবিয়াছিলাম, তুমি আমার দুটী কথা শুনিবে?

দেবলা। আমি তোমার কোন কথা শুনিব না। তুমি কি জান যে আমি কি চাই?

রাঘব। আমি কি জানি? গরবিনী, আমি কি না জানি? যে রামদেব দেশবৈরী, যে রামদেব তোমার পিতৃবৈরী, যাহার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহের কথায় তোমার পিতা তোমাকে অগাধ সিন্ধু জলে বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত, তুমি তাহার পুত্র শঙ্কর দেবের সাথে গোপনে দেখা করিবার জন্যই ত আজ সাথী ছাড়িয়া এ পথে একা আসিয়াছ?

দেবলা। ঠাকুর সাবধান! তোমার এত দুষ্টামি? তুমি কি চাও? অর্থ?

রাঘব। দেখ দেবলা, আমি অর্থের ভিখারী নই! আমি তোমাকে চাই! তোমাকে লাভ করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প। আমার আকাঙ্ক্ষা অতি ভীষণ। মনে ভাবিও না, তুমি তোমার পিতার অজ্ঞাতে গোপনে প্রণয় করিতেছ জানিয়া তোমাকে সেই ভয় দেখাইয়া তোমার নিকট অর্থ, অথবা তদোধিক ঘৃণিত লালসার ভিক্ষা মাগিতেছি! তাহা নয়! আমি যদি জানিতাম যে তুমি সেই দেবলা প্রত্যহ ফুল তুলিয়া এই পথে হাসিতে হাসিতে যাইবে, আমি দিন ভরিয়া শূন্য পথে কত সাধে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার কোমল চরণে ধূলা না লাগে বলিয়া রাজপথ অশ্রুসিক্ত করিয়া রাখিব, আবার দিনের পর দিন একই ভাবে চলিয়া যাইবে—তবে এজীবনে তোমায় কখনো কিছু বলিতাম না। কিন্তু তুমি আর সে দেবলা নও; আমার দেবীর রূপ ফিরিয়াছে!

দেবলা। আমায় আজ যেতে দাও, আর একদিন তোমার কথা শুনিব!

রাঘব। না, আজই বলিব! আর এ ভাবে দেখা হইবে না। কোথাও কেহ নাই, তোমাকে লইয়া যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পারি। তোমার ভয় নাই, আমি পিশাচ নই। জীবনের অন্য পথ নিরূপণ করিয়াছি, যদি তাহা সফল হয় তবে তোমাকে একদিন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিব, তুমি পুরোহিত পত্নী হইবার যোগ্য নও! যদি অর্থে কখনো প্রণয় ক্রয় করা যায় তবে তোমাকে অর্থে ক্রয় করিব। ভালবাসিয়া ভালবাসা পাওয়া যায় না, প্রাণ দিয়া প্রাণ পাওয়া যায় না—কিসে তোমায় পাওয়া যায়—কিসে, কত পণে, কোন হাটে এ রূপ বিক্রয় হয় তাহাই দেখিব। আমি চলিলাম, তুমি যাহাকে চাও তাহাকে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি আমার জীবনে আশীর্ব্বাদ কি অভিশাপ তাহাই একবার বুঝিয়া দেখিব। তোমার কোন ভয় নাই, আমাকে আর এ দেশে দেখিতে পাইবে না। যে সংসার আমাকে কোন আদর দেয় নাই, একবার তাহার গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজিয়া ইচ্ছামত সব ভোগ করিব। তাহার আবরণ মুক্ত করিয়া দেখিব —আমার প্রাণ লয়ে সে কেমন খেলা খেলে! এখন বিদায়!

(প্রস্থান)

দেবলা। এ আমার এত কথা কেমন করে জানে? আর ত কেহই জানে না! বড় ভয়ানক লোক? চলে গেল? কি জানি আবার কি কৌশল করবে? চলে যাই! না দেখেও ত যেতে পারি না! কি বিপদ! আজ এত আশা করে এসেছি, প্রথমেই বাধা! এ বলে গেল শঙ্করকে এখানে পাঠিয়ে দেব, সে আবার কেমন কথা? তুমি আবার এসেছ?

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। আমি এসেছি!

দেবলা। কেন? ও, তুমি!

শঙ্কর। দেবলা, তুমি শঙ্কিতা কেন? আর কে এসেছিল?

দেবলা। এই মন্দিরের পুরোহিতকে তুমি জান? তার সাথে দেখা হয়েছে?

শঙ্কর। হয়েছে বই কি? সে যে আমার প্রাণের বন্ধু, সে সত্যই বন্ধু, তোমায় কোন নূতন সংবাদ দিয়াছে কি?

দেবলা। কে তোমার বন্ধু? পুরোহিত? সে তোমার কেমন বন্ধু? সে যে ভয়ানক দস্যু!

শঙ্কর। না, না, পরিহাস করো না!

দেবলা। এ কি পরিহাস? সে তোমার শত্রু, সে আমার শত্রু, সে আমাকে চায়! তুমি হাস্‌ছো! আজ মহা বিপদ ঘটিত। কোথায় গেল? তোমার সাথে তার দেখা হয়েছে?

শঙ্কা। এইত, এখনি!

দেবলা। সে আমাদের কথা জানে কেমন করে?

শঙ্কর। সে যে সব জানে! সে না থাকলে কি আমার এখানে মাথা থাক তো? তুমি জান না? আমি এখানে এসে এই মন্দিরেই থাকি। তোমাকে কত ভালবাসি, তোমার জন্য কত বিপদ সহি—তাহা তোমার চেয়ে সে বেশী জানে। তুমি চম্‌কে উঠছো যে!

দেবলা। তোমার সাথে দেখা হলে সে কি বল্‌লে?

শঙ্কর। আমি তোমার প্রতিক্ষায় ছিলাম, কিছুই ভাল করে শুনি নাই। এখন সব মনে পড়েছে! সে দেশ ছাড়া হবে তোমারই জন্য? তার অত আয়োজন তোমারই জন্য? দেবলা, আমি তোমার চেয়ে বেশী আকুল হয়েছি! এ রহস্য ত বুঝিলাম না!

দেবলা। আর বুঝিয়া কাজ নাই। চল এখান হতে পালাই, আবার সে আসিতে পারে।

শঙ্কর। কোথায় পালাবো? আমি গণকবেশে তোমার পিতার রাজ্যে ফিরি, কত সাবধানে থাকিতে হয়! তোমার সাথে এ রাজ্যে কোথায় যাইব?

দেবলা। তাই ত? ভয়ে আমার কোন কথারই ঠিক নাই।

শঙ্কর। কোন ভয় নাই। তোমায় সত্যই যদি সে ভালবাসিয়া থাকে তবে সে তোমার কোন অপকার করিবে না, আর যদি তাহার অন্য প্রবৃত্তি থাকিত—তবে সে আজ তোমাকে রক্ষা করিত না।

দেবলা। এ ব্রাহ্মণের এমন কুমতি কেন? তার এত সাহস?

শঙ্কর। জানিনা এ তার কিসের প্রলাপ! তার ব্যবহারে রাগ করিব, কি দুঃখিত হইব ভাবিয়া পাই না। এ সাহস মানুষের কিছু নূতন নয়, তোমার সাথে যেদিন আমার প্রথম দেখা হয়—সেদিন আমি দরিদ্র বৈষ্ণব ভিখারী!

দেবলা। তোমার ভাব দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম তুমি সামান্য ব্যক্তি নও।

শঙ্কর। এখন কি করা যায়? পাঠানের গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। বৃথা চেষ্টা! রাজাও সন্ধি করিবে না। তুমি কি করিবে? আমার সাথে যাইবে? কোন বাধা নাই!

দেবলা। বাপ মা ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তোমাকে ছাড়িয়াও ত বাঁচিব না। তুমি কেন আত্ম প্রকাশ কর না? যুদ্ধে যাও, জয়ী হইয়া আমারই প্রাণের ধন আমার প্রাণে ফিরিয়া আসিবে, তখন আর এ রত্ন লুকাইয়া রাখিতে হইবে না।

শঙ্কর। যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিব না, তবে মরিতে পারিব।

দেবলা। মৃত্যু যদি অতই সহজ হয় তবে কি আমি মরিতে পারিব না। শুনিয়াছি আমাদের সৈন্যগণ যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে

তাহা দুর্ভেদ্য, পাঠান এতদিনেও তাহা বিচলিত করিতে পারে নাই, আর পারিবেও না।

শঙ্কর। যদি কেহ বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

দেবলা। এমন কোন্ হিন্দু—তুমি কি ভাবিতেছ?

শঙ্কর। এই রাঘব পুরোহিত!

দেবলা। কি সর্ব্বনাশ!

শঙ্কর। জানি না, আমার মনে এই ধারণা আসিয়াছে যে এই ব্রাহ্মণ হইতেই বুঝি সর্ব্বনাশ হইবে।

দেবলা। কেন? এই মূর্খ ব্রাহ্মণ যুদ্ধ বিগ্রহের কি জানে?

শঙ্কর। সে সব জানে। আমারই দোষ, আমারই নির্ব্বুদ্ধিতা! যাহাকে ভাবিয়াছি নির্ম্মল সুশীতল গভীর সরোবর, এখন দেখিতেছি তাহা নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরির আবরণমাত্র। আজ তাহাতে আগুন ছুটিয়াছে, আজ আর কাহারো নিস্তার নাই, নিশ্চিৎ অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। সে তোমাকে চায়! তাহার আকাঙ্ক্ষার বহ্নিতে প্রণয় সাধনার বিফল অশ্রুর অকস্মাৎ মিলনে যে বাষ্প সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কার্য্য বিফল হইবে না। তুমি গৃহে যাও, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম।

দেবলা। এ কি স্বপ্ন দেখা?

শঙ্কর। তুমি বুঝিবে না। যাও, ঘরে যাও। আমি খুঁজিয়া দেখি সে ক্ষুভিত ব্রাহ্মণ কই!

দেবলা। দয়াময় এই কি তোমার ইচ্ছা, এই জন্য কি নিত্য তোমার পূজা না করিয়া আমি জল গ্রহণ করি না! আমি কাল রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি! কত নগর, কত ঐশ্বর্য্য, কত রাজরাণী আমার জন্য নষ্ট হয়েছে! তার মধ্যে তোমার করুণ আর্ত্তনাদ

এখনো আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করে তুল্‌ছে! সে স্বর কি করুণ, কি মর্ম্মভেদী—তুমি যেন কত যন্ত্রনায় কাতর! আমার চারিদিকে কেবল অগ্নিশিখা—আর হাহাকার! স্বপ্ন দেখে ভয়ে জেগে উঠে, ঈশ্বর সাক্ষী করে শপথ করেছি, তোমাকে আজ বরমাল্য পরাবো। দেখ, নিজ হাতে সে মালা গেঁথেছি। আর মনের আশা গোপন রাখিব না, যেমন করে পারি বাপ মার মত করিব। আমি আর ধৈর্য্য ধরিতে পারি না।

শঙ্কর। ও স্বপ্ন কিছু নয়। আর একটী দিন অপেক্ষা কর, কিছু প্রকাশ করো না। এ পাগল ঠাকুরের কাজে আমারই সন্দে হয়েছে, আমি বিশেষ অনুসন্ধান না করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো না।

দেবলা। তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি আর ঘরে ফিরিব না।

শঙ্কর। এই মন্দিরে একটী কক্ষ আছে, তাহা এই পুরোহিতেরও অজ্ঞাত। যদি ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেখানে লুকাইয়া রাখিতে পারি। বাহির হইবারও অন্য পথ আছে।

দেবলা। তবে তুমি না আসা পর্য্যন্ত আমি এখানেই থাক্‌বো। যাহা বলিয়া আজ ঘর হইতে বাহির হইয়াছি, তাহার শেষ না দেখিয়া ঘরে ফিরিব না।

শঙ্কর। তবে এস। প্রচুর আহার্য্যাদি রক্ষিত আছে, একখানি অস্ত্রও সঙ্গে দিব, আবশ্যক হইলে ব্যবহার করিও।

দেবলা। দেখা যাক্ ভগবানের কেমন বিচার।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন-পথ

রাঘব

রাঘব। কোথায় যাই? মানব সমাজে আর মুখ দেখাইবার সাধ্য নাই। নিস্ফল ভিক্ষাপ্রার্থনায়, লজ্জায়, ভিখারী পথে যাইতে পারে না। দারিদ্রের উপহাসে, লাঞ্ছনার নিম্নমতায় যাহার কোন মান নাই তাহার মানের লাঘব হয়, যাহার দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই তাহার কেমন নূতন দুঃখ আসে, যাহার প্রাণের কোনই মূল্য নাই লাঞ্ছিত চক্ষে সে সবই যেন মহার্ঘ্য দেখে। পথের মানুষ কেহ তাহার খোঁজ না লইলেও সে ভাবে সমস্ত বিশ্ব বুঝি তাহার দিকেই লক্ষ্য করিয়া আছে। মানুষ সব সহিতে পারে, শুধু বিফলতার উপহাস সহ্য করিতে পারে না। কি করা যায়? আমা অপেক্ষা অসহায় আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। এই ত ভাল! জীবনের ক্ষুদ্র পথের মায়া একেবারে বিসর্জ্জন না দিলে, কুল ছাড়িয়া একেবারে অকূলে না গেলে, উন্নতি হোক, অবনতি হোক, একেবারে নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ না করিলে মানুষ কোন দিনই বড় হইতে পারে না। আমার এই দুর্দ্দশা আমার আশীর্ব্বাদের কারণ হইবে। কিন্তু কোন পথ? পাপ কি পুণ্য? দেবতা কি দৈত্য? কিসে সুখ? কিসে তৃপ্তি?

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। কিসের তৃপ্তি চাও যুবক?

রাঘব। কে আপনি?

কাফুর। হিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল এই কাননে তুমি কিসের তৃপ্তি চাও? এই বনে তোমার কোন ভয় নাই?

রাঘব। যে বনে এক মানুষের ভয় নাই, সেখানে অন্য একজনের ভয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? কিসের তৃপ্তি চাই, তাহা আপনাকে বলিয়া কি লাভ? আপনিও পথে আমিও পথে; একই পথের যাত্রী এ সংসারে কেহ কাহাকেও পথের পরিচয় দেয় না।

কাফুর। কি চাও? কোথায় যাইবে?

রাঘব। কি চাই, তাহাই স্থির করিতেছি। দেবতা হইয়া সুখ, না দৈত্য হইয়া সুখ?

কাফুর। সুখ বুঝি কিছুতেই নাই। অপরে সুখী বলিলে আমাকে সুখী ভাবি, অপরে দুঃখী বলিলে আমার সুখ থাকিলেও দুঃখী। মানুষ নিজের সুখদুঃখের বিষয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ।

রাঘব। আপনার কাছেই আমার উত্তর পাইব। আপনি কে মহাজন?

কাফুর। তোমার প্রলাপকাহিনী আমি সব শুনিয়াছি। এমন করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া মরিলে কি হইবে? যে মানুষকে তোমার কথা জানাইতে চাও না, সে ত তোমার সব কথা জানিতেছে?

রাঘব। জানুক, যদি তাহাতে তাহার শিক্ষা হয়! জানুক, যদি তাহাতে দাতার মন ফিরে!

কাফুর। তোমারই মনস্তাপ বৃদ্ধি হইবে। তুমি আমার সাথে চল। তুমি বড় হইতে চাও, আমি তোমাকে পথ দেখাইব।

রাঘব। আপনি কে তাহা ত জানি না।

কাফুর। তুমি যে পথে যাইতে চাও তাহাও ত জান না?

রাঘব। তবে কি চিরকালই অজানা রহিবে?

কাফুর। আমি তোমার মত একটী লোক চাই।

রাঘব। বুঝিয়াছি, আপনি কোন বড় লোক।

কাফুর। তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ, তোমার কথার উত্তর পাও নাই? দানব, দৈত্য, পিশাচ, দেবতা সকলেরই এক সুখ, এক দুঃখ। সুরম্য অট্টালিকা, কুসুমিত উপবন, সুন্দরী নারী,—কতক্ষণ তাহার তৃপ্তি? কতক্ষণই বা তাহাতে নিয়োজিত থাকা যায়? সব ত্যাগ করিয়া কৌপীন পর, তবু এক মুঠো ছাতুর ভাবনা যায় কই! দাতা হও, পরোপকারী হও, কত বাধা কত বিঘ্ন তাহাতে বিরক্তির কারণ হইয়া পড়ে!

রাঘব। তবে কি করিব?

কাফুর। প্রাণে যাহা চায় তাহাই কর। যদি দেখ ভুল হইয়াছে, তবে সে ভুলের পাছে পাছে ঘুরিয়া নিজেকে ভুল করিও না।

রাঘব। কে আপনি?

কাফুর। বাল্যে ছিলাম ক্রীতদাস। ক্রমশঃ ক্রয়বিক্রয়ের পথে একান্ত মনে চলিতে চলিতে আজ আমি মালেক কাফুর। আমার কথা কোন দিন শুনিয়াছ?

রাঘব। আপনার পদে আমাকে স্থান দিন! আর ছাড়িব না। বলিয়াছি, ভগবান আমার সহায়!

কাফুর। পথ চিনিতে পারিবে কি? তুমি আমাদের শিবিরে যাও।

রাঘব। আর আপনি?

কাফুর। আমার কাজ আছে।

রাঘব। আপনার যে কাজ তাহা আমি জানি। আপনার কোন সাধ্য নাই যে আপনি বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করেন। আমি আপনাকে সাহায্য করিব।

কাফুর। তাহাতে তোমার লাভ?

রাঘব। লাভ কি ক্ষতি তাহা এখন জানি না।

কাফুর। তবে ?

রাঘব। নিষ্কর্ম্মা বসিয়া না থাকিয়া যাহা হয় একটী ব্যবসা করিতেছি মাত্র।

কাফুর। যাহার সঙ্গতি আছে তাহার পক্ষে এ ব্যবসা উপযুক্ত হইতে পারে। তুমি ত দীনহীন কাঙ্গাল।

রাঘব। ভগবানের অনন্ত ভাণ্ডারে কিছু প্রাণ পাইয়াছি, মানুষের ঝুটা রত্নে আমার প্রবৃত্তি নাই।

কাফুর। তুমি ভয়ানক লোক ?

রাঘব। আপনার চেয়ে ? আপনি ছিলেন ক্রীতদাস, আজ লক্ষ লক্ষ লোক আপনার কেনা গোলাম।

কাফুর। তোমার অভিষ্ট পূর্ণ হইবে। জীবনে যদি কখনো প্রভুত্ব লাভ করিতে পার তবে পরের মঙ্গলের চেষ্টা করিও; তাহাতেই সুখ পাইবে। এতক্ষণ তোমার কথা শুনিলাম, এখন তোমার কার্য্য দেখিব। কিন্তু আমার সহায়তা করিতে হইলে তোমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে হইবে।

রাঘব। আমি মুসলমান হইব।

কাফুর। ধর্ম্ম ছাড়িলেও দেশ ছাড়া যায় না।

রাঘব। দেশ ত পূর্ব্বেই ত্যাগ করেছি।

কাফুর। যুদ্ধ করিয়া গুজরাট জয় করিতে পারিলে তৃপ্তি হইত, কিন্তু উপায় নাই, আমাকে সত্বর দিল্লী যাইতে হইবে। তুমি আমার কি সাহায্য করিতে পারিবে বুঝিলাম না।

রাঘব। গুপ্ত পথে আসিয়া রাজধানী অধিকার করুন।

কাফুর। সে পথ কই ?

রাঘব। আমি দেখাইয়া দিব।

কাফুর। তুমি কি জান? হোক, প্রথমত আমি একবার দেখিয়া যাই, পরে সৈন্য লইয়া আসিব। তোমাকে অবিশ্বাস করিতেছি না, তবে তোমার কার্য্যকুশলতার কোন পরিচয় পাই নাই—তাই সাবধান হইতেছি।

রাঘব। আমার কোন আপত্তি নাই। তবে, এক নিবেদন। যে পুরী ত্যাগ করিয়াছি তাহাতে আর প্রবেশ করিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা। আপনাকে রাজধানীর পথ দেখাইয়া দিব। তবে নগর অধিকার করিয়া আমার নির্দ্দেশ মত মন্দিরে এক গুপ্ত কক্ষে আমার কিছু প্রিয় সামগ্রী রক্ষিত আছে, তাহা লইয়া আসিবেন।

কাফুর। ইহার আর অধিক কি? তোমার সাহায্যে যদি দেশ জয় সম্ভব হয়, তবে তুমি অনেক পুরস্কার পাইবে।

রাঘব। তাহা চাহি না। আসুন আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাই।

কাফুর। চল। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের গুপ্ত কক্ষ

(কমলা দেবী ও দেবলা)

কমলা। আর কাঁদিস্ কেন, বাছা! সব গোল কেটে গেছে। শঙ্করদেব পিতার অবাধ্য হয়েও আমাদের পক্ষে এসেছেন, মহারাজ সব

শুনেছেন, তোর সব দোষ মার্জ্জনা করেছেন। চল্, রাত্রি আর অধিক নাই, বিলম্বে কাজ নাই; আমি অনেক সাহস করে এখানে এসেছি!

দেবলা। আমি যে এখানে আছি তা তুমি কেমন করে জানলে?

কমলা। মহারাজ জানেন না, শঙ্করদেব গোপনে আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, পাছে মহারাজ এসে তোকে না দেখে আবার রাগ করেন! শঙ্কর তাঁর সাথ ছাড়িতে পারেন নাই।

দেবলা। মা, তোমাকে দেখে আমি ভয়ে প্রায় হতচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম, তুমি এতক্ষণ কি বলেছ আমি ভাল করে শুনি নাই। মহারাজ কি শীঘ্রই আস্‌বেন?

কমলা। সংবাদ পেয়েছি যে মুসলমান সৈন্য অবরোধ ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাচ্ছে। যাহা কিছু সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাদের বিনাশ করে তিনি বোধহয় প্রাতেই রাজধানী আসবেন।

দেবলা। মা, তুমি আমায় কিছু বলিবে না?

কমলা। না বাছা। ভগবান যা করেছেন, ভালই হয়েছে। মহারাজের রাগ শান্ত হয়েছে, তিনি তোমায় খুব আদর করিবেন—তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি সন্ধ্যার সময়ই সংবাদ পেয়েছি, কিন্তু কাহাকে পাঠাই? তুই এখানে আছিস একথা প্রকাশ হলে যে মহাকলঙ্ক রটিবে। তাই, নিজেই সাহস করে এসেছি।

দেবলা। মা, তোমার বড় সাহস! কিন্তু আমার মন আজ বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ছে। কিছুতেই যেন মনে আনন্দ নাই। কি জানি, অদৃষ্টে কি আছে!

কমলা। ও! ও কি, ও কি বাছা?

(প্রথম দাসীর প্রবেশ)

১ম দাসী। মহারাণী, পাঠানের জয়ধ্বনি!

(দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ)

২য় দাসী। নগর আলোকময় হয়েছে, ধূধূ করে সব জ্বল্‌ছে ঘোড়সোয়ার যেন চারিদিক ছুট্‌ছে!

(তৃতীয় দাসীর প্রবেশ)

৩য় দাসী। মহারাণী, সর্ব্বনাশ হয়েছে। কোন ছলনায় পাঠান নগর অধিকার করেছে।

কমলা। কি? পাঠান? মহারাজ কোথায়?

দেবলা। মা, কোথায় যাস্! এইখানেই থাক্, কোন ভয় নাই, এ গুপ্ত স্থান কেহ জানে না।

কমলা। দূর পাগলী, আমি এখানে লুকিয়ে থাকবো, আর কোথায় কি হলো কিছু জান্‌বো না?

দেবলা। তুমি দেখে কি করবে?

কমলা। আমার রাজা আমি দেখ্‌বো না? পাঠান কি করবে?

১ম দাসী। মহারাণী কোথাও যাবেন না। আপনারা এখানেই থাকুন। আপনার যাহা কিছু জানিবার আবশ্যক আমি জেনে আসি। জানেন ত, পাঠান আপনাকে পেলে কি সর্ব্বনাশ হবে!

দেবলা। মা, মা, আমি তোর সামনে মরি, তারপরে তোর যেখানে ইচ্ছা যা। মুসলমান তোকে ধরে নিয়ে যাবে—প্রাণে মারবে না! মা, সে যে কি কষ্ট; সে যে কি লাঞ্ছনা! মা, মা, একথা মনে করতেও যে ঘোর আতঙ্ক আসে!

২য় দাসী। মা, কুসাহস করবেন না। আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি দেখে আসি!

দেবলা। শোন্ মা! ঘুমন্ত নগরীর কি আর্ত্তনাদ! উন্মত্ত শোক

কোলাহলের কি হৃদয়ভেদী ত্রাস! আর ত সহ্য হয় না! এত পূজা অর্চ্চনায় কি ভগবান এই করিলেন! মা, দেখ, এই ছিদ্রপথে দেখ, মহাকাল মন্দিরের পতাকাগুলি জ্বলে উঠেছে, ভাগ্যলক্ষ্মীর কপাল পুড়েছে। সব গেল, সব গেল, চল্ মা আমরাও পুড়ে মরি।

কমলা। তবে তুই আমায় বাঁধা দিস্ কেন? চল্, চল্—ওই আগুনে পুড়ে মরি! পাঠান কি কৌশল করেছে! মহারাজ কি আর ফিরে আস্‌বেন, তোর শঙ্কর কি আর ফিরবে? আর বেঁচে থাকা কেন? চল, পুড়ে মরি—

(শঙ্করের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেবলা, দেবলা—এ কি মহারাণী—ভালই হয়েছে, প্রাসাদে থাকলে আপনাদের রক্ষার পথ ছিল না—ভগবান মঙ্গল করেছেন।

কমলা। মহারাজ কোথায়? আপনি এখন এখানে কেন? সত্যই কি আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে?

শঙ্কর। সব গিয়াছে। কে সর্ব্বনাশ করেছে জানি না। আমরা কোন সংবাদ পাই নাই। আপনাকে সংবাদ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নাই—তাই গোপনে কেহ না জানে, এখানে এসেছি। স্থির করেছিলাম রাত থাকতেই ফিরে যাবো। আপনারা এখানেই থাকুন। এ গুপ্ত কক্ষ কেহ জানে না। আমি যাই—মহারাজকে সংবাদ দিতে হবে। কোন ভয় নাই, এখানেই থাকুন।

কমলা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমিও যাবো।

দেবলা। মা, আমার বুকে ছুরি দিয়া তবে যাও।

কমলা। শোন বাছা, আজ আমার অতি ভয়ানক দিন। আজ যদি স্বামীর সাথে দেখা না হয়, তবে আর ইহজন্মে হবে না। আমার অদৃষ্ট অতি ভয়ানক! (প্রস্থান)

দেবলা। মা—মা—

শঙ্কর। তুমি স্থির হইয়া থাক, আমি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতেছি।

(প্রস্থান)

১ম দাসী। কপালে কি আছে বলা যায় না। মহারাণী যখনই কোন বিষয়ে বেশী সাহস করেছেন তখনই বিপদ হয়েছে। ওই যে—ওই যে—

দেবলা। মা—মা

(নেপথ্যে পাঠানের জয়ধ্বনি ও দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক। ইয়া আল্লা বড়ি খপ্‌সুরত !

২য় দাসী। রাজকুমারী—

(দেবলার মূর্চ্ছা)

১ম সৈনিক। যাহা চাই তাই! মালেকজী বোধ হয়—এ কথাই বলেছিলেন—আমরা বুঝি নাই।

২য় সৈনিক। সব কয়টাকে লয়ে চল। যে কড়া শাসন, কোন ভাগ নিতে সাহস হয় না। যেমন রূপ দেখছি, কোন একটা বেগম হবে।

১ম সৈনিক। এরা যে সবগুলোই ভয়ে মূর্চ্ছা গেল, কি করা যায়, বাহিরে খপর দেও।

(কাফুরের ও রাঘবের প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান)

রাঘব। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে! এ কক্ষের সন্ধান তো কেহ জানিত না।

কাফুর। তুমি এই রত্ন চাও? ইহারই সন্ধান করিতে বলিয়াছিলে?

রাঘব। না, দৈবচক্রে এরূপ ঘটিয়াছে! আমার এ রত্ন রাখিবার স্থান নাই। যদি কখনো দিন পাই তবে দেখিব।

কাফুর। ততদিন কি ইহা অনাদরে পড়িয়া রহিবে? বাদশাকে উপহার দিব, তিনি উপযুক্ত যত্ন করিবেন।

রাঘব। তাহা হইবে না। আমার একটী প্রার্থনা আছে।

কাফুর। কি চাও?

রাঘব। রাজকুমারীর বিবাহ হইয়াছে, ইহাকে স্বামীর নিকটে নিরাপদে পাঠাইয়া দিন।

কাফুর। বাদশার আজ্ঞায় আমার শির থাকিবে না।

রাঘব। তবে আপনি কিসের সেনাপতি? তবে আপনার কিসের ক্ষমতা? আপনি বাদশার ভয় করেন?

কাফুর। বোধ হয় কাহারও ভয় করি না। তবু, তোমার এ প্রার্থনার কোন কারণ বুঝিতেছি না। ইহার জন্য তোমার এত মায়া কেন? তোমার ত এ পৃথিবীতে আর কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

রাঘব। কেন যে মায়া তাহা কাহাকে বুঝাইব? যার জন্য নিজেকে বড় করিতে চাই, যাকে সুখী করিতে সুখ চাই, যার গৌরব বৃদ্ধির জন্য গৌরব চাই, যাকে মানী করিতে মান চাই—যার একটুখানি অভিমান দেখিবার জন্য সব করিতে প্রস্তুত—তার জন্য মায়া হবে না, তবে কার জন্য হবে!

কাফুর। তবু তুমি আজ লইবে না?

রাঘব। যেদিন ইহার আস্পর্দ্ধার উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য পাইব সেই দিন চাই। কেহ আমার জন্য অপেক্ষা করিবে না, না করুক! ইহার উপযুক্ত আসন প্রস্তুত রাখিব, যদি দিন না পাই তবে ইহারই উদ্দেশ্যে জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া সেই নিরাশায় সকল আশা পূর্ণ করিব।

কাফুর। বেশ! তোমার প্রার্থনা পূরণ করিলাম। ইহাতে

আমারও কিছু স্বার্থ আছে! সে কথা পরে বলিব। ইহার স্বামীকে কোথায় পাইব? কে সঙ্গে যাইবে? কোন সৈন্যকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি সঙ্গে যাইবে?

রাঘব। না!

কাফুর। ভয় করে!

রাঘব। নিজেকে কতটা বিশ্বাস করিতে পারি, জানি না।

১ম দাসী। ঠাকুর! তুমি? তোমার এ বেশ কেন? আমি ত চিন্‌তে পারি নাই। রক্ষা কর ঠাকুর, রাজকুমারীকে রক্ষা কর।

রাঘব। তোমরা এখানে কেন জানি না। শঙ্করদেব কোথায়?

১ম দাসী। তিনি ত এখানেই ছিলেন। মহারাণীকে ফিরিয়ে আন্‌তে বাহিরে গেছেন। আর আসেন নাই।

কাফুর। সেই বন্দী?

রাঘব। মহারাণী? সেনাপতি, রমণী নিগ্রহে কি ফল? ইহা কোন ধর্ম্মেরই অঙ্গ নহে!

কাফুর। যদি সে রমণী নিজের অদৃষ্ট লাঞ্ছনায় এতক্ষণ প্রাণত্যাগ করে থাকে তবে তার সৌভাগ্য; নতুবা ইহাতেও যার প্রাণ যায় নাই, তার প্রাণ নাই, তার জন্য কিছু বোলোনা। কোন সৈনিককে বল, অপর বন্দীকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসুক। আমরা আর তাহাকে দেখা দিব না। নিরাপদে যাইবার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব, ইহাদের লইয়া যথা ইচ্ছা পলায়ন করুক। এস,—আর দেখিও না। যাহা প্রাণে আছে প্রাণেই থাকুক।

রাঘব। আপনার কথাই মানিব। প্রাণে যে নিখুঁৎ রূপের স্থান দিয়াছি, তাহাকে আর বিচলিত করিব না।

(কাফুর ও রাঘবের প্রস্থান)

১ম দাসী। রাজকুমারী উঠুন, আমাদের মুক্তির উপায় হয়েছে।

দেবলা। মা কই? শঙ্কর কোথায়? পাঠান কোথায় গেল?

১ম দাসী। মহারাণীর কি হইয়াছে জানিনা। তোমার শঙ্করদেব আসিয়াছেন।

(শঙ্করদেবের প্রবেশ)

শঙ্কর। দেবলা, দেবলা—

দেবলা। আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে। তুমি এখনো আমায় ত্যাগ কর। মা কোথায়? এক মৃত্যু ভিন্ন এ জগতে আর কোন স্থানে আমায় নিরাপদে রাখিতে পারিবে না।

শঙ্কর। তোমাকে আমার দেশে লইয়া যাইব, এত উতলা হইতেছ কেন?

দেবলা। কই, আমি তেমন উতলা হইতে পারিতেছি কই? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আশ্চর্য্য ঘটনায় ঘুরিতেছে, তার যোগ্য ব্যাকুলতা আমার প্রাণে কই? আমি যেন আমি নই, আমি যেন কেমন নির্লিপ্ত, আমার স্বার্থ যেন এ সৃষ্টি ছাড়া। মা কোথায়? তুমি জাননা?

শঙ্কর। তাঁর অদৃষ্টে কি আছে বলিতে পারি না।

দেবলা। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ—মা, মা—

(উন্মত্তভাবে প্রস্থান)

শঙ্কর। কোথা যাও—কোথা যাও—

(পশ্চাতে ধাবন ও সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পাঠান শিবির

(কাফুর ও রাঘব)

কাফুর। অনেক দিন পরে বিজয়ী হইয়া ঘরে ফিরিতেছি, কিন্তু প্রাণে কোন আনন্দ আসিতেছে না। তুমি ত বিজ্ঞ দার্শনিক, কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে পার?

রাঘব। ঘরে ফিরিবার বোধ হয় কোন বাধা উপস্থিত হইবে।

কাফুর। কোন বাধা মানিব না। সত্বর দিল্লী ফিরিয়া যাইবার বিশেষ কারণ আছে। আসমানির বিবাহ দিবার এমন সুযোগ পাইব না। গুজরাট জয় হইয়াছে, রাণী কমলা দেবীকে পাইয়াছি, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি। বাদশা নিশ্চয়ই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন!

রাঘব। আসমানি কে?

কাফুর। তুমি জান না?

রাঘব। আপনার বিষয় আপনি যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তাহার অধিক আমি জ্ঞাত নহি। আমার প্রভুর সম্বন্ধে কোন বিষয় অপরের সহিত আলাপ হয় না।

কাফুর। আসমানি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা। বাদশার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ হইবে।

রাঘব। রাজকুমারীকে বন্দী না করিবার আপনার নিজের যথেষ্ট কারণ আছে।

কাফুর। তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ। ঐশ্বর্য্যের জ্বলন্ত কুণ্ডতে

রূপের ধূপ জ্বালাইয়া দিল্লী উচ্ছন্ন যাইতেছে। সেখানে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধু যে সহজ তাহা নয়, বিশেষ গৌরবের বিষয় বলিয়া প্রায় সকলেই বিবেচনা করে। রাজকুমারীকে পাইলে আসমানির সহিত খিজির খাঁর বিবাহ অসম্ভব হইত। আসমানি কি বাঁদীগিরি করিবার জন্য জন্মিয়াছে ?

রাঘব। আপনার এত ক্ষমতা আপনি শুধু সেনাপত্যেই সন্তুষ্ট !

কাফুর। যেদিন আশ্রিতবৎসল জালালুদ্দিনের প্রাণসংহারের সহায়তা করিয়া আলাউদ্দিনকে বাদসাহ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই জীবনের অনেক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছি। যদি সম্ভব হইত, তবে আমার কন্যার বিবাহ দরিদ্র ভদ্রলোকের সহিত দিতাম। কিন্তু আমি অনেক দিন হইতে বিপত্নীক, কন্যা দুইটীকে নিজের মনোমত শিক্ষা দিতে পারি নাই ; স্নেহের শাসন সর্ব্বত্রই শিথিল, আমি যাহা চাই ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। কি করিব !

রাঘব। যদি বাদশা আপনার সহিত প্রতারণা করেন ?

কাফুর। না, না ! আমাকে পরীক্ষা করিও না। যাহার জন্য এত করিয়াছি, সে কি আমাকে একটী অনুগ্রহ করিবে না ! তুমি ভাবিতেছ, আমি কি দীন হীন ভিখারী ? সন্তানের মঙ্গলের জন্য সকলেই কাতর। আর কিছু আশা নাই, জীবনের শেষ কয়টী দিন সন্তানাদি লইয়া আনন্দ করিব। এত দিন পরের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত ! যখন ক্রীতদাস ছিলাম তখন যে বিক্রয় করিত সে ভাবিত উচিত মূল্য পাইলাম না, যে ক্রয় করিত সে ভাবিত অধিক মূল্য দিলাম ; উভয়ের অভিশাপ পাইয়াছি, কাহারও হাসিমুখ দেখি নাই। তাহার পর অনবচ্ছিন্ন জীবন সংগ্রাম। গৃহীর যে কি সুখ কি দুঃখ তাহা মুহূর্ত্তমাত্রও উপলব্ধি করিবার অবসর পাই নাই। তোমার অবস্থা যাহা জানিয়াছি,

তাহা কতক আমার মত, তাই তোমাকে পাইয়া যেন সত্যই একটী বন্ধু পাইয়াছি।

রাঘব। আপনার অনুগ্রহ। বাপ, মা, ভাই, বোন, কেহই ত নাই। যদি আপনার আশ্রয়ে তাহা পাই—তবে ধন্য হইব। দিল্লী যাইবার জন্য যেন আমিও অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছি।

কাফুর। যদি নিজে কুপথে না যাও, তবে আমার গৃহে তোমার অনেক আত্মীয় মিলিবে। বোধ হয় দিল্লী হইতে কি সংবাদ আসিয়াছে।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

দেখি, কি সংবাদ। (পাঠান্তে স্বগতঃ) ইহার উদ্দেশ্য—রাজকুমারীকেও চাই! দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি অধিকার করিয়া রাজা ও রাজপুত্রকে বন্দী করিতে হইবে, মালবের কি সামান্য বিদ্রোহ দমন করিতে হইবে, এ কার্য্য না শেষ করিয়া দিল্লী যাওয়া বাদশার অনভিপ্রেত! কি সর্ব্বনাশ! ইহা কি চতুরতা?

রাঘব। আপনি এত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন কেন? কোন দুঃসংবাদ? আপনার কন্যাদের কুশল ত?

কাফুর। (সৈনিকের প্রতি) তুমি যাও! দিল্লী যাইবার বাধা উপস্থিত। দাক্ষিণাত্য জয় করিতে হইবে।

রাঘব। আর কিছু?

কাফুর। (স্বগতঃ) যদি আমি দিল্লী ফিরিয়া যাই, আমার কে কি করিতে পারে? কিন্তু কোন প্রকারে রাজকুমারী ধরা পড়িলে আমার সব আশায় জলাঞ্জলি! এবার আমি তাহাকে পাইলে, যাহাতে আর কেহ কখনো তাহার সন্ধান না পায় তাহাই করিব। কাহাকেও কিছু বলা হইবে না। অন্য কাহারও হাতে ভার দেওয়া যায় না।

আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। অবোধ বালিকা, কি কুক্ষণেই বেগম হইবার সাধ করিয়াছিলি! এ সাধ তাহার অসঙ্গত হয় নাই। আর আমি যদি তাহা পূর্ণ করিতে না পারি তবে আমার কিসের ক্ষমতা! সমস্ত জগৎ বিপক্ষ হইলেও আমি ভীত নহি।

(কোষ হইতে অস্ত্র মোচন)

রাঘব। (বাধা দিয়া) কি করিতেছেন? আপনার এমন কি বিপদ? আমাকে আপনার পুত্রের ন্যায় দেখিবেন।

কাফুর। আমি হয় ত অনর্থক দুশ্চিন্তা করিতেছি। মানুষ সন্তানের জন্য এমনি আকুল হইয়া উঠে, ইহা পূর্ব্বে কখনো বোধ করি নাই। কিসের বিপদ! তুমি নিশ্চিন্ত থাক! বিশ্বাসী অনুচর তোমার সঙ্গে দিব, তুমি পত্রাদি লইয়া দিল্লী যাও।

রাঘব। আমি আপনার সহিত থাকিতে পারিব না?

কাফুর। না। তাহা আমাদের কাহারও মঙ্গলের কারণ হইবে না। বরং দিল্লী যাইয়া তুমি আমার অনেক কাজ করিতে পারিবে। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিব, সেই মত কাজ করিও, আমার কিছু উপকার হইতে পারে!

রাঘব। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দেবগিরি—নগরের সন্নিকটস্থ নিভৃত স্থান

(দেবলা ও শঙ্কর)

দেবলা। বহু আকাঙ্ক্ষিত তোমার পিতৃরাজ্যে আসিয়া কুহকের আবরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কঠোর সত্য আজ সব স্বপ্ন দূর করিয়া দিয়াছে। তুমি তোমার পিতার সম্মুখে যাইতে ভয় পাইতেছ, আমারও নিজের কোথাও যাইবার স্থান নাই, এখানে না আসিলেই ভাল হইত।

শঙ্কর। আমিও তাহাই ভাবিতেছি। আর গুপ্ত আবাসের সন্ধানে ফিরিয়া কাজ নাই। এ দেশে না হয় অন্য দেশে গিয়া বাস করিব। রাজপ্রাসাদ না পাই, কুঁড়ে ঘর আছে; ঐশ্বর্য্য না পাই, হৃদয়ের মহৎ সন্তোষ ক্ষেত্রে আমাদের দুঃখ জুড়াইবার স্থান পাইব। এই বিশাল পৃথিবী, অত্যুচ্চ এই পর্ব্বতমালা, দুর্ভেদ্য এই গহন কানন—মানবের অগম্য স্থানে মানুষের কোন শত্রুতার ভয় করিতে হইবে না। এতটুকু ক্ষুদ্র তোর দেহ, আমার এ অগাধ প্রেমে তোকে ডুবাইয়া রাখিব।

দেবলা। এখানে আনিলে কেন? জহরব্রতে মৃত্যু ভাল ছিল না কি? অনর্থক লাঞ্ছনা বহিবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। আমি তোমাকে কত বলিলাম, বাবার কাছে লইয়া চল! তুমি কিছুতেই শুনিলে না। এখনো চেষ্টা করা যায়!

শঙ্কর। তিনি যে কোথায় কি ভাবে আছেন তাহা কিছুই জানি

না। তুমিই ত দেখিতেছ, গোপনে লোকের ঘরের কোণে চুপ করিয়া থাকিয়া কত সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। এক এক জনের এক কথা—কোন সংবাদের মিল নাই। এ অবস্থায় কোথায় যাইব? চল, লোকালয় ত্যজিয়া কাননে যাই, শারীরিক যেমন দুঃখই হোক —মনে ত কোন দুঃখ হইবে না। তোমাকে বুকে ধরিয়া আমি সব সহিতে পারি।

দেবলা। রাজার ছেলে রাজার মেয়ে বনে বনে ভিখারী হয়ে বেড়াবে এই কি অদৃষ্টে লিখা। তুমি কেন রাজার সাথে দেখা কর না?

শঙ্কর। দেবলা, যদি ঐশ্বর্য্য পাই, যদি আবার রাজার অনুগ্রহ পাই, তবে তোমাকে হারাইতে হইবে! বাদশা দেবগিরি জয় করিতে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করেছেন, এবার আর নিস্তার নাই। একমাত্র উপায় আছে—হয় বাদশার পায় তোকে সমর্পণ, না হয় আমার মৃত্যু—ভাল, যদি সুখ চাহিস্—তবে তাই হোক্।

(রামদেবের প্রবেশ)

রামদেব। এ কি? কে? শঙ্কর? আর সঙ্গে কে? সেই কুলটার মেয়ে? এখানে কেন? রাজার ছেলে পথে পথে কেন? কি অবাধ্যতা! গুজরাট গেল আর থাক্‌লো তাতে তোর কি? কোন অপমানের কথা মনে নাই? এ বালিকার পাণিগ্রহণ অভিলাষী হয়ে আমাকে যথেষ্ট অপদস্থ করেছিস্। তবু তার কুহকে পড়ে, পাঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এখন সবংশে নির্ব্বংশ করাইলি! আমার নিদ্রা নাই, আহার নাই, আমি আর রাজা নাই, দিবারাত্রি ভাবিতে ভাবিতে তোর জন্য পাগল হইলাম। কোথায় যাই, কি করি, পথে

পথে ঘুরে বেড়াই! ফিরে এসেছিস্, বেশ হয়েছে, এ পাপ বিদায় করে দে, ও অলক্ষ্মী নিয়ে আর নিজের আপদ বৃদ্ধি করিস না। এখনো বুঝ, এখনো শোন! আমার কি? আমি আর কত দিন! হয় দুদিন পরে মরিতাম, না হয় আজ মরিব। এখনো বাদশার শরণাগত হলে রক্ষার উপায় আছে।

শঙ্কর। ক্ষমা করুন। আমি আপনার রাজ্য চাহি না; মনে করুন, আমার মৃত্যু হয়েছে, বাদশাকে বলুন আমার সহিত আর আপনার কোন সম্বন্ধ নাই। আরো সুপথ আছে। আপনি রাজা, আমাদের অবাধ্যতার জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত করুন, আমাদের হত্যা করুন; তারপর সেই ছিন্ন মুণ্ড বাদশার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আপনি সুখে রাজত্ব করুন।

রামদেব। তোর কি মতিভ্রম হয়েছে? বিচিত্র কি! এই সর্ব্বনাশীর মায়ায় পড়ে তোর এমন দশা হয়েছে!

দেবলা। মহারাজ, সর্ব্বনাশ আমার না আপনার! আমি কুলটার মেয়ে কাহার দোষে! হিন্দুর স্ত্রীকে হিন্দু রক্ষা করে নাই, বরং বিপক্ষতা করিয়াছে! ঘরের স্ত্রী পরে লইয়া গিয়াছে, আপনার যেন তাহাতে কোন স্বার্থ নাই, আপনি হিংসার সুখ ভোগ করিতেছেন! আলাউদ্দীন আজ আপনার দেশ অধিকার করিতে আসিতেছে, আমার যে কলঙ্ক হইয়াছে কে জানে যে আজ আপনার সে কলঙ্ক হইবে না, কে জানে যে কাল ঘরে ঘরে সে কলঙ্কের কাল ছায়া পড়িবে না। আমার সর্ব্বনাশ কি আপনার সর্ব্বনাশ নহে? ধিক মহারাজ! নিজের বক্ষে নিজেই অস্ত্রাঘাত করিতেছেন। পাঠান দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিল, আপনি ত দাসত্বই স্বীকার করিবেন! দাসত্ব কি এতই গৌরবের বিষয় যে তাহা না হইলে জীবনধারণ বৃথা! আপনার পুত্র

আমাকে বিবাহ করিয়া যদি দোষ করিয়া থাকেন, তবে কি পুত্রবধূকে শত্রুর বাঁদী করিয়া সে দোষ মোচন হইবে ?

শঙ্কর। আপনি যদি ক্ষমা না করেন, তবে আর কে করিবে ? আপনি আমারই সুখের জন্য সব করিতে চান, আমি স্বেচ্ছায় সে সুখ ত্যাগ করিতেছি। আমাদের সৈন্যবল অল্প নহে, গুজরাটের সৈন্যও পাওয়া যাইবে, ধর্ম্ম ও দেশ রক্ষার জন্য অন্যান্য অনেক রাজা সাহায্য করিতে পারেন। আমরা বিনাযুদ্ধে দাসত্ব স্বীকার করিব কেন ?

রামদেব। পাঠানের সহিত এই ত প্রথম যুদ্ধ নয়! পূর্ব্বে সৈন্যবল আরো অধিক ছিল, কে তোকে সাহায্য করেছিল! পাঠান একে চতুর, তারপর তাদের এখন সৌভাগ্যের দিন!

শঙ্কর। আলাউদ্দিন প্রথম যখন আসে, তখন আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই—অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে চতুরতার সুবিধা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধে পারে নাই। আপনি গিয়াছিলেন ইলোরায় পূজা দিতে, সৈন্য ও প্রজাবৃন্দ উৎসবে মত্ত ছিল; কিন্তু অহঙ্কারের বিষয় নহে, আমি সামান্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠানকে পশ্চাৎ ফিরিতে বাধ্য করিয়াছিলাম। আপনি অনর্থক তাহাকে ইলিচপুর সমর্পণ করিয়া তাহার প্রলোভনের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। এবার পাঠান অতর্কিত দেশ আক্রমণ করিতে পারিবে না। আমরা এখনো প্রস্তুত হইতে পারি!

রামদেব। অনর্থক এত করিবার কোন আবশ্যকতা নাই; সুবিধা পাও, অন্য সময় শত্রুকে শিক্ষা দিও। এখন—

দেবলা। এখন আমাকে তাহাদের হাতে সঁপিয়া দিন, কেমন ?

রামদেব। আমার সাধ্য নাই যে বাদশার সহিত বিবাদ করি।

দেবলা। আপনি রাজা, অপার ঐশ্বর্য্য ও সহস্র সহস্র যুদ্ধনিপুণ সৈন্য

আপনার করগত, আপনি পারিবেন কেন? আমার কেহ নাই, পিতার কোন সংবাদ নাই, অত মধুর মারনাম আজ বিষময়, যিনি স্বামী তিনি তাহার পিতার ত্যাজ্যপুত্র, রাজার মেয়ের মাথা রাখিবার স্থান যেন বিধাতা সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু আমি এ আলাউদ্দীনকে নষ্ট করিব। যিনি পিতার পিতা; যিনি স্বামীর স্বামী, যিনি বাদশার বাদশা, তিনি আমাকে যাহা দিয়াছেন—সেই রূপের অভিশাপে আমি সর্ব্বস্ব দগ্ধ করিয়া তবে শান্তিলাভ করিব। আপনাকে কিছু ভাবিতে হইবে না, চলুন, আমাকে পাঠানের হাতে দিন। ইহা আমার পক্ষে অনুগ্রহ ভিন্ন নিগ্রহের কারণ হইবে না। আমি জীবন সার্থক করিতে এমন সুযোগ আর পাইব না।

শঙ্কর। দেবলা, তুমি সব পার। চল, আমরা এ স্থান ত্যাগ করি!

দেবলা। আমি আর কোথাও যাইব না। চলুন, মহারাজ! কেন, আপনি কি চিন্তা করিতেছেন? আপনি কি ভাবিতেছেন যে আমি ছলনা করিয়া আপনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মহারাণীর নিকট অন্যরূপ অভিনয় করিব; না এই সর্ব্বনাশীর স্পর্শে আপনার অন্তঃপুর অশুচি হইবে! অন্য কোথাও স্থান দিন, ভয় নাই পালাইব না, জীবনে একদিন স্বামীর পদসেবা করিব, মাত্র ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা!

শঙ্কর। দেবলা!

দেবলা। তুমি স্বামী, তুমি দেবতা, এই তিন বৎসর তোমারই পূজা করিয়াছি। যেদিন বাল্যকালের খেলা শেষ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই আমি তোমার দাসী। আর ভালবাসার কথার আবশ্যকতা নাই; আর আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ, একই কথার পুনঃ পুনঃ আলাপের অদম্য স্পৃহা, চেয়ে দেখা, ভুলে থাকা, রাগ করা, কত কি, আর কেন? তোমায় ভালবাসিয়া আমার এ জন্ম সার্থক হইয়াছে,

প্রাণখানি কুলে কুলে ভরিয়া গিয়াছে, প্রার্থনার অধিক বরলাভ হইয়াছে, আমার আশা মিটিয়াছে আর কেন ?

শঙ্কর। তুমি কি পাগল হলে ?

দেবলা। পাগল কাহাকে বলে জানি না। যাহার অদৃষ্টে দয়ামায়া মনুষ্যত্বের কোন গুণের সৌভাগ্য নাই, সে কি পাগল হয় ? মানুষ যাহাকে মানুষ বলিয়া কাছে লয় না, সে কি পাগল ?

শঙ্কর। পিতঃ পিতঃ, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।

দেবলা। মৃত্যু কেন ? এখন কে তোমার মৃত্যু চায় ? মৃত্যুর জ্বালা সব সহ্য করিয়া কে চায় তোমার মৃত্যুর আদর ! মরিব কেন ? এই সুন্দর পৃথিবী, পিতামাতা ভাই বন্ধু স্বজাতি স্বজনের এত স্নেহ, অতুল বৈভব, বাদশার মুকুটমণি, কত গ্রহনক্ষত্রের পুণ্য সম্মিলনে যাহার জন্ম, যাহার জন্য বিরাট ব্যাপার, যাহার জন্য রক্তে রক্তে বিবাদ,—দেশে দেশে হাহাকার—সে মরিবে কেন ? জীবনের কাজ কি এই সামান্য দুদিনেই ফুরাইবে ! না, না—শঙ্কর—সহজে আমার মৃত্যু নাই। আমি মৃত্যু চাহি না।

রামদেব। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। চল, গৃহে যাই।

শঙ্কর। দেবলা, আর ভয় নাই।

দেবলা। মহারাজ এক নিবেদন আছে, আমি আপনার অন্তঃপুরে যাইব না। অপরাধিনীর মত পুরস্ত্রীগণের সম্মুখে যাইতে পারিব না। ভবিষ্যতে যদি আমাকে গ্রহণ করেন, তবে আপনারই মানের লাঘব হইবে।

রামদেব। তোমার কোন চিন্তা নাই, তোমাকে গোপনেই রাখিব। এস।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিল্লী—মালেক কাফুরের বাটী

(আসমানি ও হাসিনা)

হাসিনা। এই দেখ্ দিদি, কেমন মালা গেঁথেছি। আহা, পড়ে গেল, কুড়িয়ে দেনা দিদি!

আসমানি। ইস্, ভারী আমার দায় পড়েছে! আমি ছবি আঁকছি।

হাসিনা। তবে আমি কুড়িয়ে নিই। কার ছবি আঁকছিস্?

আসমানি। একটা শেয়াল। দেনা ভাই, ওঘর থেকে একটা ভাল তুলি এনে।

হাসিনা। দিই, এই যে আমার কাছেই আছে।

আসমানি। বেশ এঁকেছি! ফল ভরা গাছ, তুমি একটীও পাবে না।

হাসিনা। আর গাছের ফল যদি অমনি এসে শেয়ালের গালে পড়ে?

আসমানি। খোদার খোদা এলেও নয়।

হাসিনা। যতক্ষণ কাঁচা থাকে না পড়তে পারে, তুমি যা এঁকেছ, এ যে পাকা, টুল্ টুল্ রসেভরা!

আসমানি। তবে ছিঁড়ে ফেলি। আর একটী আঁকি।

হাসিনা। ছুরিখানা দিবি, দিদি?

আসমানি। তোর কি হাত নাই?

হাসিনা। তোর হাতে দেওয়া জিনিষ বড় ভাল লাগে যে!

আসমানি। বাঃ, এবার বেশ ছবি হচ্ছে!

হাসিনা। ছুরিখানা কই, দিদি?

আসমানি। আঃ, নিজে নিতে পার না? বেগম নাকি?

হাসিনা। বেগমের বোন ত!

আসমানি। এবার এলে তাড়িয়ে দেব।

হাসিনা। তুই না নিস্, আমায় দিস্।

আসমানি। নিবি?

হাসিনা। তুই কি দিবি? দুনিয়ার যেখানে যত সব তো তুই থাবা দিয়ে আছিস, খাবিও না, ছাড়বিও না।

আসমানি। ছাড়বো কেন? দেখ্ দেখ্—আহা রং ফুরিয়ে গেছে। একটু রং তৈয়ারী করে দেনা ভাই!

হাসিনা। দিই!

আসমানি। মাহাবু নামটী বেশ? না?

হাসিনা। তুমি ভেবে ভেবে কি হয়েছ তা কি একবার দেখছো? যাকে পাবে না, তার জন্য এত ভাবনা কেন? বাদশা যাকে শত্রু বলে বন্দী করে রেখেছে তার প্রাণ কয় দিন? তার কত বিপদ! তার মধ্যে আবার তুমি তাকে ভালবেসে তার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছ মাত্র! ও খেয়াল ছাড়। এক দিন বই দেখিস্ নাই, দুটি বই কথা হয় নাই!

আসমানি। এই দেখ কেমন নদী এঁকেছি, তোর রং তৈয়ারী হলো না?

হাসিনা। তুমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ, আমি তা শুনবো না। যদি বাবা কিছু জানতে পারেন, তবে কি আর রক্ষা আছে? তাঁর মনে কত কষ্ট হবে, তিনি কত অপদস্থ হবেন, হয় ত তাঁর মাথা থাকবে না।

আসমানি। এই নদীতে ডুবিতে পারিস? আমি পারি! না, ডুবিব কেন?

হাসিনা। ডুবিবে কেন ? শুধু ডুবাইতে চাও বুঝি !

আসমানি। ভাই সাহেবকে ডাকি, একটু গল্প করা যাক্ আর কিছু ভাল লাগে না। একটা পাখী আঁকবো ?

হাসিনা। উড়িবার সখ হইয়াছে কি ? আঁকো। সবই ত হলো, বাকী থাকিল কি ?

আসমানি। শুধু শেষ করে রং মাখানো।

হাসিনা। তা কি কোন দিন হবে ? ভাই সাহেবকে ডাকবো নাকি ?

আসমানি। না। আচ্ছা ডাক ?

হাসিনা। বাঁদী ?

(খসরুর প্রবেশ)

বাঃ ডাকলাম বাঁদী, আর এল হজরত !

খসরু। বোধ হয় আমার কথা মনে করেছ।

আসমানি। ঠিক কথা। যাহা চাই তাহা কি সব সময় পাই ?

খসরু। এ সংসারে মিলে কই ?

হাসিনা। কেন ?

খসরু। এই ত এ সৃষ্টির নিয়ম। যে যাহাকে চায় সে তাহাকে পায় না, একবার তার কথা মনেও করে না।

আসমানি। আর সত্যই যদি সে মনে করে ?

খসরু। তাহলে বুঝিব সেথায় মিলন অসম্ভব। যাহার ভাগ্যে এমন ঘটে তাহার নিতান্তই দুরদৃষ্ট।

আসমানি। আপনি এত কোথায় শিখলেন ?

খসরু। যাহার কেহ নাই, সে নিজের মনে সকলের অস্তিত্ব ধারণা করিয়া লয়। আমাকে কেহ কিছু শিখায় নাই, তাই মনের মধ্যে

নানারূপ অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত কল্পনা করিয়া নিজের মনেই ফলাফল বিচার করিয়া লই।

আসমানি। তাহলে কিছু ঠেকে শিখেন নাই। আপনার কল্পনা ভুল হতে পারে।

খসরু। আমার গণনার ফল যে সত্য তাহার পরিচয় মানুষের কার্য্যকলাপে দিবারাত্রি পরিচয় দিতেছে। ও কি আঁকছো।

আসমানি। দেখাবো কেন? ছবি ভাল হয় নাই, আপনি মন্দ বলবেন।

হাসিনা। আপনি আমার মালা গাঁথা দেখুন।

খসরু। বেশ হয়েছে।

আসমানি। আর আমার ছবি?

খসরু। বেশ হয়েছে।

আসমানি। না, ঠিক করে বলুন।

খসরু। তোমাকে কোন বিষয়ে মন্দ বলিলে, অভিমানে তোমার মুখখানি অধিক মধুর হইয়া উঠে, তবে আমার বড় হয়।

হাসিনা। আপনি ঠিক বলেছেন।

আসমানি। বলুন না কেমন ছবি হয়েছে?

খসরু। তোমার নদীতে জল নাই, শুধু তপ্ত বালুকা; এ পাখীটির পাখা যেন কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; গাছে ফল ধরিয়াছে বটে কিন্তু ফলভরে অবনত হয় নাই; ফলগুলির একদিক পাকা আর এক দিক কাঁচা অনেক দোষ ধরে দিলাম, এবার খুব রাগ করিবে ত!

আসমানি। আপনার সঙ্গে তবে আড়ি। কেমন বোন?

হাসিনা। তুই যদি জিদ্ করিস তবে আড়ি দিতে হয়। কিন্তু ইনি এসেছেন আমাদের বাড়ী, বাবা লিখেছেন বড় ভাইয়ের মত দেখতে,

ওঁর সাথে কি আড়ি দেওয়া চলে! উনি ভাববেন যে এদেশের লোকের দয়া মায়া নাই!

খসরু। তোমাদের যত্নে আমি বড় সুখে আছি। বাদশাহ আমাকে যে উচ্চপদ দিয়াছেন, তাতেও বুঝি অত সুখ পাই নাই!

হাসিনা। এ সহরটী আপনার কেমন লাগে?

আসমানি। আমার খুব ভাল লাগে!

খসরু। আমার ভাল লাগে নাই। শুধুই আনন্দের মত্ততা। কিসে অত আনন্দ, কিসে অত ব্যগ্রতা আসে বুঝি না, আমি ত কিছু পাই নাই। একমাত্র সুখ যে তোমাদের কাছে আছি।

হাসিনা। আমারও ভাল লাগে না। বাবা এলে একবার যমুনা তীরে গিয়ে দিনকতক থাকবো। দেখবেন, সে স্থান কি চমৎকার! কেমন দিদি?

আসমানি। আমি যাবো না।

হাসিনা। দিদির রাগ হয়েছে!

আসমানি। বেশ হয়েছে!

খসরু। তুমি রাগ করিলে? কেন? কি হয়েছে?

আসমানি। যান্, আপনার কি?

খসরু। আমার কি কিছুই নয়? তোমাদের আশ্রয়ে আছি, আর আমি তোমাদের দুঃখের কারণ হ'লে কি আমার কিছু হয় না?

আসমানি। আপনাকে দুঃখ দিবার আমি কে?

খসরু। উঠ, রাগ করো না।

আসমানি। চলুন ফুল তুলে নিয়ে আসি!

খসরু। চল।

হাসিনা। আপনার বুঝি তেমন ইচ্ছা নাই। আপনি কেমন? দুদণ্ড ঘরের বাহির হইবেন না, অত কি ভাবেন?

খসরু। আমি ভাবিয়া বড় সুখ পাই—

হাসিনা। কার জন্য?

খসরু। তোমাদের জন্য।

হাসিনা। মিছা কথা! আমাদের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে কেন?

খসরু। চল, ফুল তুলিয়া আনি।

হাসিনা। চলুন।

আসমানি। আমি যখন বলিলাম—তখন যেতে পারলেন না। আমি শুয়ে থাকি ঘুমাই, আর কখনো আপনার সাথে যাবো না। মরিলেও না!

হাসিনা। দিদি, তোর মরা বাঁচা এত সহজ যে তোর জন্য খোদার বুঝি আর কিছু নূতন সৃষ্টি করতে হবে।

আসমানি। জীয়ন্ত মরে আছি, আর কিছু চাই না।

(বাঁদির প্রবেশ)

বাঁদি। নবাব সাহেব আসিয়াছেন।

আসমানি। নিয়ে এস, আজ আবার খবর দেওয়া কেন?

হাসিনা। বড় মজার লোক! ওঁর কথায় হাসতে হাসতে মরে যেতে হয়। আমাদের বড় আদর করেন। কত যে তামাসা করেন।

খসরু। তোমাদের সাথে তামাসা করেন কেমন করে?

হাসিনা। তা বুঝি জানেন না! এক সম্বন্ধে ইনি আমাদের ভগ্নীপতি, ছেলেবেলা হতে সেই রকমই আলাপ করি!

(আলিফ খাঁর প্রবেশ)

আলিফ। কি খবর খসরুজী! কোথাও বের হও না কেন ভাই?

এরা বুঝি ছাড়ে না ? তা বেশ, তা বেশ !. বাহিরে বেজায় গরম, আর এদের মুখখানি বেশ নরম, কেমন, আমি দু একটা চুমো খেতে পারি !

আসমানি। না না—আমাদের মুখ হয়েছে কি বেওয়ারিশ চুমো খেতে ?

আলিফ। না হয়, অনর্থক গালাগালি দিতে ! এ ছাড়া ত তোমাদের মুখের আর কোন কাজ দেখি না।

হাসিনা। আজ ঘরে বুঝি একটা হয়েছে, তাই পরের বাড়ী এসেছেন শোধ নিতে ?

আলিফ। কোন রকমে সুখ দুঃখের সামঞ্জস্য করতে হবে ত ! আসমানি, একটা গান গাও।

আসমানি। কেন, ঘরে ত গান গাহিবার বাঁদি আছে !

আলিফ। সে যে তামা, আর এ যে চাঁদি। আমার যদি সাদি না হতো তবে বাদশাকে বলে কয়ে তোমাদেরই একজনকে নিতাম।

হাসিনা। বড় সস্তা !

আলিফ। সস্তার জন্য নয় ! দিন কতক ঘুরে ফিরে রাগরঙ্গ দেখে একটু আরাম করা যেত !

হাসিনা। বটে ?

আলিফ। একটা গান শুনিয়ে দাও, মুখখানি লাল করে চলে যাই। পথের লোকের সাথে গুমোর করে কথাই বলবো না। তোমাদের কাছে এসে মান অপমান যা পাই না কেন, অন্য লোকে আমার বিষয় দুদণ্ড আলোচনা করে ত ! কোন রকমে নামটী জাহির হলেই হলো।

আসমানি। দে ভাই একটা গান শুনিয়ে, নহিলে এ বালাই যাবে না।

আলিফ। খসরুজী, তোমার বরাত ভাল! তুমি এসে আমি হয়েছি বালাই।

খসরু। না না—আপনি এখনি আসবার আগে আপনার কত সুখ্যাতি হলো।

আলিফ। তবে ত একটা গান না শুনে আর যাচ্ছি না।

(হাসিনার গীত)

দিনু সঁপে আপন প্রাণ পরের পায়ে পায় ধরি,
কি জানি কি কেমন ধরা, কিসের দায়ে ঘুরে মরি!
কাঁদবো আমি, হাসি তোমার,
সাধলে হবে মুখের ভার;
গরব তোমার, আমার ভাগে,—
সরম ভয়ে লুকোচুরি!
নিশিদিন যে কি যাতনা,
ভুলেও তোমার হয় না জানা,
তোমার প্রাণে ভার সহে না—
তাও বহিতে পায়ে ধরি।

আলিফ। মেরি জান! এখন বিদায় নিতে হবে নাকি?

হাসিনা। আমরাও সাথে যাবো, চলুন, মহলে বেড়িয়ে আসি। ভাই সাহেব! আপনি ততক্ষণ ভাবুন, আমরা আসি!

আলিফ। হা-হা-হা ভাবনা নাই, আমি ধার লইতেছি! সুদ শুদ্ধ ফিরাইয়া দিব।

খসরু। আমাকে লজ্জা দেন কেন? যিনি আর দুদিন পরে বেগম হবেন, তাঁর বিষয় আমি কোন পরিহাস করিতে সাহস পাই না।

আলিফ। হা-হা-হা কি বল আসমানি? হা-হা-হা।

আসমানি। আপনি আসুন।

(তিনজনের প্রস্থান)

খসরু। ইহাদের কেমন চরিত্র? ইহারা কি ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারে না, অথবা বুঝিতে চাহে না। নূতন বরষায় গাঙ্গে নূতন বান আসিয়াছে, কোন আবিলতা লক্ষ্য নাই, কেবলই ছুটিতেছে। ইহারাও কেবল আনন্দে ছুটিতে চাহে, প্রাণে কিছুই ধরিয়া রাখিতে চাহে না, কোন বাধাই মানে না। দয়া মায়া, লজ্জা সরম, ভদ্রতা— ইহার কোন চিন্তাই নাই। যেদিন প্রথম বাধা পাইবে, প্রাণে যেদিন প্রথম ভার পড়িবে, সে প্রতিঘাতে যে ইহাদের কি পরিণাম হইবে তাহা চিন্তার অতীত! মন, সাবধান, এ ক্ষীপ্রস্রোতে নিজে পড়িয়া কুল হারাইও না!

(হাসিনার পুনঃ প্রবেশ)

হাসিনা। ভাই সাহেব, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন! আপনি এখনই ত কাজে যাবেন? আমাদের একটা কাজ আছে।

খসরু। কি কাজ?

হাসিনা। তা এখন না শুনিলেন? আসুন না? বাদশার মহলে ভিতর অন্দর সর্ব্বত্রই ত আপনার অনেকটা কর্ত্তৃত্ব আছে? আমাদের একটা কাজ করতে হবে?

খসরু। হাসিনা, তোমরা তোমাদের বয়সের তুলনায় ও বড় চপলমতি!

হাসিনা। আপনার মত বুড়ো হতে ত সকলের ইচ্ছা হয় না! তবে আপনি যাবেন না?

খসরু। চল! (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

কারাগার

(কারাগারে মাহাবু ও বাহিরে আসমানি)

মাহাবু। হতভাগিনী, তোর এত সাহস ভাল হয় নাই। কে কোথায় দেখবে! কেন আমাকে ভালবাসিবে? আমার কি আছে? বাপ, মা, ভাই ভগ্নী সকলেই কপটের নিষ্ঠুর কৃপাণে ইহলোক ত্যাগ করেছে! আজ হোক, কাল হোক, আমায় মরিতে হবে! এ দুনিয়ায় আমার আপন বলিতে কেহ নাই। আমিও বেশ সুখে মরিতে পারিতাম। কিন্তু তোমাকে দেখা অবধি আমার মরণে ভীতি হইয়াছে। তোমার কথা আমায় কি যন্ত্রণা দিতেছে, তাহা তুমি কি বুঝিবে! আমার নিজের জন্য আমি বিশেষ কাতর নই, বরং আমার ন্যায় হতভাগ্যকে যে একজনও ভালবাসে, ইহাতে যে আমার কি আনন্দ তাহা কি বুঝাইব! কিন্তু তোমার দশা কি হইবে! ফিরিয়া যাও, তুমিও পাইবে না—আমিও পাইব না—তোমার সর্ব্বনাশ হবে!

আসমানি। হয় হোক, আমি যেমন করে পারি তোমাকে মুক্ত করবো! সাহাজাদার বেগম হইতে চাই তোমাকেই পাইবার জন্য। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, একদিন তোমার শৃঙ্খল মোচন হইবে!

মাহাবু। সর্ব্বনাশী, এত সাহস ভাল নয়! আমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। যে রাজতক্তের কণ্টক, তাহার পরিণাম অতি ভীষণ! যাও, যাও, আর এ পথে এসোনা!

আসমানি। প্রহরীগণ আমোদ আহ্লাদে মত্ত, কেহ এ পথে

আসিবে না। আমি সাবধানের অন্য উপায়ও করেছি। আর আমি যে এখানে এসেছি তাহাও কেহ জানেনা। তোমায় আর একটু দেখি, তুমি বারণ করিও না। কে জানে, আর কত দিন দেখা হইবে না!

মাহাবু। দেখিতে কি আমার ইচ্ছা হয় না? আজীবন দেখিলেও তোমাকে দেখিবার সাধ মিটে না! তোমায় দেখিলে প্রাণে এত শক্তি আসে যে, আমার ইচ্ছা হয় এ কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমার বক্ষে গিয়া মর্ম্মপীড়িত এ দেহখানি একবার প্রশমিত করি। সব সহ্য করিয়া আছি। তুমি যাও—তোমার সর্ব্বনাশ—তোমার পিতার সর্ব্বনাশ—এই কারাগারে হয় ত তোমরাও আমারি দশায় পতিত হইবে!

আসমানি। তা যদি হয়, আমার আর কিছু আশা করিবার থাকিবে না। তোমার কাছে আসিব, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু সুখের নাই। আমার সেই শাস্তি হোক, আমি হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিব।

মাহাবু। আমার কাছে কে তোমায় থাকিতে দিবে? এখন তবু একবার দেখা পাই, তখন জন্মের মত বিচ্ছেদ হবে!

আসমানি। তুমি কিছু ভয় করোনা, আমি তোমাকে এক দিন মুক্ত করবো, সেদিনের আর বেশী বিলম্ব নাই!

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলা। কি, তুমি এখানে কেন?

আসমানি। আমরা এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, ইহার সহিত দুটো কথা বলে যাচ্ছিলাম।

আলা। অবোধ বালিকা, যাও! এ পথে আর এসো না। এ সব দুর্দ্দান্ত বন্দী, কখন কি বিপদ হবে!

(আসমানির প্রস্থান)

মাহাবু, আমার ইচ্ছা ছিল না তোমার সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করি। তোমাকে যথেষ্ট সুখে রাখিয়াছি, কিন্তু তোমার স্থান পরিবর্তন করিতে হইবে।

মাহাবু। এ বালিকার কোন দোষ নাই, যত দোষ আমার!

আলা। আমার আবশ্যকতা হইলে এ মিথ্যার বিচার করিতাম। আমি যাহা চাই তাহাই পাইয়াছি। কাফুরের কন্যা আমার পুত্রবধূর বাঁদী হইবে, আজ সে সুযোগ হইয়াছে! কেন তোমাকে জীবিত রাখিয়াছি তাহা আমার বুদ্ধির অতীত! তোমাকে পাগল ভাবিতাম, আর কাফুর নিতান্ত অনুনয় করায় তোমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে! আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে কাফুর তোমাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী করিবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা কিনা জানি না। হয় হোক, কাফুরের কন্যা আমার বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল—সে তোমাকে আরো সোহাগ করুক—আমি একবার কাফুরের মনস্তাপে নিজেকে ঋণমুক্ত করি!

মাহাবু। জাঁহাপনা, আমাকে স্থানান্তরিত করিবেন না। আমি বুঝিতেছি, ভূগর্ভের কারাগারে আমার বিনাশ হইবে! আমার পিতার সাম্রাজ্য, আমার কি একটু মুক্ত আলোক ও বায়ু পাইবারও অদৃষ্ট নাই! আপনি আমার ভাই, এতটুকু দয়া আপনার কাছে পাইব না! রাজ্য চাহি না, জীবন যে কতক্ষণ তাহার নিশ্চয়তা নাই, তবু তাহাতে তিল মাত্রও ক্ষোভ নাই! বিষ দিতে হয়—এইখানেই দিন, হত্যা করিতে হয় এখানেই করুন! কেহ কাঁদিবে না, কেহ শোক করিবে না, কেহ বাধা দিবে না! একটু আলো, একটু বাতাস—সামান্য ভিক্ষা। আপনি বাদশা, আপনার কত দান,—আমার পিতার রাজত্ব, আমাকে এই সামান্য ভিক্ষা দিন!

আলা। তোমাকে ভূগর্ভে রাখিব না, তোমাতে হত্যা করিব না! যে

আলোকে আসমানির চোখ ফুটে, যে বাতাসে আসমানির কথা বহিয়া লয়—যেখানে আসমানি বাঁদীগিরি করিবে, তুমি সেইখানেই থাকিতে পাইবে! খুব আলো, খুব বাতাস—আর কাফুরের দর্প নাশ!—তোমরা এদিকে এস—

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

ইহাকে আমার সহিত লইয়া এস! সাবধান, অবাধ্যতা করিও না।

মাহাবু। যতক্ষণ জীবিত আছি, প্রাণপণ করিয়া অবাধ্য হইব। কিসের ভয়, কিসের সাবধানতা! এক হত্যা করা ভিন্ন তোমার আর কোন ক্ষমতা নাই!

আল্লা। তোমায় হত্যা করিব না, আসমানিকে দেখাইব!

মাহাবু। (বাহিরে আসিয়া) চল, আমার আর আপত্তি নাই। আমার দোষে সে অবোধ বালিকার ক্ষতি হইবে কেন? জাঁহাপনা—একটি নিবেদন, এ সংসারে আমার ন্যায্য প্রাপ্তি হইতে আমাকে যথেষ্ট বঞ্চিত করিয়াছেন। কিছু চাহি না, কিছুতেই কোন প্রয়োজন নাই! আমার একটি কথা গ্রাহ্য করুন, এ বালিকার কোন দোষ নাই! কিছুতেই আপনার রোষ যাইবার নহে! আপনি বাদশা, সামান্য একটি বালিকার অপমানের জন্য এত! ধিক এ পৃথিবী! কোথায় যাইতে হইবে? আর স্থান পরিবর্ত্তন কেন? প্রহরী, তোমাদের কি অস্ত্রে ধার নাই, তোমাদের ত দয়া মায়া নাই, দেও, এই শাণিত কৃপাণ আমার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দেও—আমি আনন্দে মৃত্যু লাভ করি। (প্রহরীর অস্ত্র অকস্মাৎ বলপূর্ব্বক গ্রহণ) না, না—দুষমন—

(সম্রাটের দিকে অস্ত্রচালন ও প্রহরীর বাধা প্রদান)

আলা। দুষমন! আর তোমাকে ক্ষমা নাই। যাও এখনি ইহাকে হত্যা কর!

(আলিফ খাঁর প্রবেশ)

আলিফ। জাঁহাপনা—এ কি ?—গুজরাটের রাণী দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত—পূর্ব্বে কোনই সংবাদ পাই নাই—কিন্তু এ কি ?

আলা। ইহাকে আপাততঃ এই স্থানেই আবদ্ধ রাখ! চল, দেখি তোমার কেমন রাণী—তাহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আইস! মাহাবু, তোমাকে হত্যা করিব না, তুমি আপনিই মরিবে, তাহার উপায় করিব। শত্রু দ্বারা শত্রু নিপাত করিব।

আলিফ। এ বন্দীর স্থান পরিবর্ত্তন করা ভাল।

আলা। তবে ইহাকে আমার সাথেই আন।

মাহাবু। খোদা, তোমার এমন বিচার!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইলোরার গুহা

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম। বড় কড়া হুকুম, ভাই। কিছুই হলো না। দেশ জয় করে লুটপাট করবো, দু চারটে বাঁদী জুটবে, সবই মিছে!

২য়। ঠিক বলেছিস্ ভাই, এ যেন কেমন। মালেকজীর আর তেমন স্ফূর্ত্তি নাই। এই রাজার মেয়েটাকে পাওয়া গেলেও যাহোক একটু মজা হতো!

৩য়। বুড়ো একটা রাজা ধরে নিয়ে গিয়ে কি হবে! এখানেই শেষ করে দিলে হতো!

১ম। ওরে ভাই, আবদুলের দল গেল কোথায়?

৩য়। এই পাহাড় জঙ্গলে পদ্মফুল তুলতে গেছে? যেমন বুদ্ধি, তেমন! আমাদের ভয়ে ত বনের বাঘ পর্য্যন্ত দেশ ছাড়া! পাথরে মুখ ঘসে আস্তে হবে!

২য়। ঠিক বলেছিস, ভাই! মালেকজী যদি জান্তে পারেন, তবেই সর্ব্বনাশ! একে ত আজকাল উপরি পাওনা নাই, তারপর তলব কাটা, বেত খাওয়া—কত কি হয়রান!

৩য়। যে যায় সে যাক্‌, একটা কিছু করুক। আর, আমরা কি এমনি চুপ করে বসে থাক্‌বো! এই ত একটা মন্দির, চল কিছু ভেঙ্গে চুড়ে আসি! নছিবে কি আছে বলা যায় না, কিছু ভালই মিলতে পারে। সুলতান মামুদ মন্দির ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাদশা হয়ে গেল!

২য়। কথাটা মন্দ নয়, চলনা, একবার দেখেই আসি।

১ম। ভাই, বড় কড়া হুকুম!

(কাফুরের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন)

কাফুর। তোম্‌রা এখানে বসে আনন্দ করছো! বেশ! দেবগিরি হতে কোন সংবাদ এসেছে কি ?

১ম। না জনাব, এখনো ত রাজার কোন লোক ফিরে নাই।

কাফুর। ততক্ষণ কি করা যায়! প্রকৃতির অপরূপ শোভা দেখে শান্তিলাভের অদৃষ্ট আমাদের নাই। তোমরা বসো, আমিও বস্‌ছি! মাহাম্মদ তুমি একটা গান শুনাও!

২য়। আপনার যেমন হুকুম।

দ্বিতীয় সৈনিকের গীত

অসীম তোমার বিশ্বরূপ
অপরূপ তুমি বিশ্বপ্রাণ!
দীনবন্ধু তুমি করুণা-সাগর—
কবে হবে মোর দিন অবসান!
যা দিয়াছ প্রভু আছি তাই লয়ে,
যা দে'ছ বহিতে চলি তাই সয়ে,
যদি আসে প্রাণে প্রলোভন ধেয়ে—
ভয়ে ভয়ে করি তব নাম গান।

আলোকে আঁধারে করি তব কাজ,
হোক্ সুখ দুঃখ, বিনা মেঘে বাজ!
চলিয়াছি পথে পরি তব সাজ—
নাহি পরিতাপ, নাহি অপমান!
তুমি যদি দাও এ দীনে সুদিন,
মুক্ত করিয়া তোমারি প্রাণ!

কাফুর। বেশ গেয়েছ! এই নেও কিছু! তুমি আমার অনেক দুঃখ মোচন করেছ! তোমার নাম কি? মঙ্গু! তোমার ছেলেটীর আর কোন সংবাদ পেয়েছ!

৩য়। হুজুর, আল্লার মরজীতে সে ভালই আছে, কিন্তু খোদা মেয়েটী নিয়েছেন!

কাফুর। আহা! ছেলের মায়া জানি না, তবে মেয়ের বড় মায়া! কি করবে? খোদা দেনেওয়ালা, তিনি নিলে কি করবে!

৩য়। ঠিক করেছিলাম, দেশে ফিরে গিয়ে মেয়েটীর বিয়ে দেবো! টাকাও কিছু খরচ হয়েছে!

২য়। আরে ভাই, জান্‌টাই যদি গেল তবে আর পয়সার জন্য দুঃখ কেন?

কাফুর। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, তাকে কত রকমই দুঃখ সইতে হয়—তা কি ঠিক আছে!

১ম। খোদার সুখ যদি নিতে হয়, তবে দুঃখও নিতে হয়।

২য়। খোদার চেয়ে আপনি আমাদের বড় বন্ধু, তাই আপনাকে একবার দেখলে আমাদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়!

৩য়। খোদা আপনার ভাল করবেন।

কাফুর। খোদা আমার অনেক করেছেন! তাঁর কাছে

আমার আর কিছু বলিবার নাই। কেবল দুঃখ যে সে সব কথা মনে থাকে না।

(প্রহরীসহ রামদেবের প্রবেশ)

রামদেব। সেনাপতি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! রাজকুমারী কোথায় পালাইয়াছে।

কাফুর। এ আপনার কি ছলনা! আপনি বলেছেন রাজকুমারী প্রাসাদেই আছেন। আপনারই কোন ব্যক্তি তাঁকে লুকায়ে রেখেছে। এ ছলনায় আমি ভুলিব না। দেবগিরি উৎসন্ন করিব; কি নগর কি পল্লী, কি প্রাসাদ কি কুটীর, কি পুরুষ কি স্ত্রী,—সব এই পাঠানের অস্ত্রে ধ্বংশ হবে। আপনাকে এখনো দয়া করিতে পারি, এখনো বুঝুন, এখনো নির্ব্বুদ্ধিতার চাতুরী ত্যাগ করুন।

রাম। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অসহায় আর্ত্ত বালিকায় আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়াও ভঙ্গ করিয়াছি! যথেষ্ট অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার কায করেছি, হীন অপেক্ষাও হীন হয়েছি। কিন্তু সব বিফল! সেনাপতি, আমি মিথ্যা বলি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমাকে যে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন দিতে পারেন। এ প্রাণ লইয়া আর দেবগিরি ফিরিতে পারিব না, এ মুখ আর লোকসমাজে দেখাইবার সাধ্য নাই। শুনিলাম, প্রজাবৃন্দ আমার মুখে ছাই দিতেছে, ঘাটে ঘাটে আমার কুশপুত্তলি জ্বলিতেছে; সম্মুখযুদ্ধে মরিবার জন্য সকলে উন্মত্ত, জহর ব্রতের অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত—এক আমি আজ একঘরে! সেনাপতি, আজ কোন শাস্তিতেই আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

কাফুর। কি করিব, আমি পরের ভৃত্য! আপনার সত্য মিথ্যা বিচার করিবার ভার আমার নাই!

রামদেব। আর মিথ্যা বলিবার কিছু নাই। যে দীনহীন কাঙ্গাল, যার দেহে বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্বের শোণিত আছে, পর্ণকুটীরের সৌভাগ্যও যে ভিখারীর নাই, সেও কি তার ঘরের নারী এমন করিয়া পরকে দিতে চায়! কিন্তু বিপক্ষের দাসত্ব ভিক্ষা করিতে—তাহাও করিয়াছি! কত মিথ্যা, কত নীচতা, কত নিষ্ঠুরতা, কত কাপুরুষতা—কিন্তু তার শেষ ফল কি? কি পরিতাপ! আত্মহত্যায় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এই বিপুল সেনাবাহিনী আজ আমাকে পদদলিত করিয়া যাক্!

কাফুর। মহারাজ, আপনি শান্ত হউন! বাধ্য হইয়া আপনাকে দিল্লী লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু আপনার কোন সম্মানের হানি হইবে না।

রামদেব। আর সম্মান? সম্মান কি শুধু নিজের জন্য! আমার হাতে স্বর্গ পাইলেও আজ বোধ হয় আমার আত্মীয় স্বজন তাহা ত্যাগ করিবে! আর মান চাহি না। আমাতে আর মান রাখিবার কিছু নাই! ক্ষমা করুণ! আমি রাজা, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় উপযুক্ত অপমান পাইবার জন্য আমি আজ ভিখারী!

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। ইয়া আল্লা! হুজুর, মন্দিরের মধ্যে বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা! একদল সৈন্য চুরি করে মন্দিরে প্রতিমা ভেঙ্গে লুট করতে যায়, এক কোণে আঁধারে একটা স্তম্ভ ভাঙ্গতেই তার মধ্যে রাজকুমারী!

কাফুর। জীবিত!

সৈনিক। হাঁ, হুজুর! আরো কথা আছে।

কাফুর। মানুষের সহস্র চেষ্টা কিছু না! রাজকুমারীকে এইখানে আন!

রামদেব। সেনাপতি, দয়া করুন, ক্ষমা করুন, আমাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি দিন। আমি থাকিতে পারিব না, আমি মুখ দেখাইতে পারিব না। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, তবু সে নাম শুনিলেও আমার আতঙ্ক আসে। ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন। আমি মানুষ, সহ্য করিতে পারিব না।

কাফুর। মহারাজকে স্থানান্তরে লইয়া যাও।

(প্রহরীসহ রামদেবের প্রস্থান)

সৈনিক। খোদাবন, রাজকুমারী কাহারো সামনে আসিবেন না বলিয়াছেন।

কাফুর। বেশ, তোমরা স্থান ত্যাগ কর। তাঁহাকে আসিতে বল।

(অন্যান্য লোকের প্রস্থান)

(স্বগতঃ) আমি চাই যাহাতে রাজকুমারীকে না পাওয়া যায়। খোদার ইচ্ছা অন্যরূপ! আসমানির সহিত খিজিরখাঁর বিবাহের আর কোন সম্ভাবনা নাই। আমার সব আশা নির্ম্মূল। বাদশা হইতে পারিতাম, কিন্তু তাহা কখনো মনে স্থান দি নাই। জীবনে যে উন্নতির সুযোগ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অদৃষ্টে পদে পদে বিফলতার মনস্তাপ ভিন্ন আর কি আসিবে! কিন্তু বাদশা কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে সাহসী হইবে? আমিই ত তাহাকে সিংহাসনে বসাইয়াছি, দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমি তাহার রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করিয়াছি, ছলে বলে আমিই ত হিন্দু মুসলমানের মিলন করিয়াছি! এ সব কি সে ভুলিতে পারিবে? একটু কৃতজ্ঞ হইবে না! ধিক আমাকে! আমি কি ভ্রম প্রমাদে পড়িয়াছি! রজ্জু দেখিয়া সর্পের ভ্রম হইয়াছে! আমার এ সব অনর্থক চিন্তা কেন? নিজেই নিজের বিপদ সৃষ্টি

করিয়া লইতেছি! কার এত সাহস যে আমাকে শক্র করিবে? এ সব মিথ্যা চিন্তা! মানুষ এত কু কথাও ভাবিতে পারে! কিন্তু এমন কথা ত আর কখনো আমার মনে উঠে নাই। ঘটনাচক্র দুরদৃষ্টের পরিচয় দিতেছে—কিন্তু, দেখিব—প্রাণপণ করিয়া দেখিব—এই অসি অনর্থক কোষবদ্ধ রহিবে না!

(অসি মুক্তকরণ ও অকস্মাৎ দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। আহা, জন্ম জন্মের সুহৃদ, কে তুমি? দেও—ওই অসি এই ক্ষুদ্র প্রাণে আমূল বিদ্ধ করিয়া দেও!

কাফুর। কে তুমি? ওঃ! রাজকুমারী! আমি অন্য বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। আপনাকে মাথায় স্থান দিয়া দিল্লী লইতে হইবে, আপনাকে হত্যা করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই! ক্ষমা করিবেন, আমি অন্য মনে ছিলাম। খোদার মরজি যে, আমার অসাবধানতায় আপনার কোন অনিষ্ট হয় নাই।

দেবলা। আমার অনিষ্ট কে করিবে? এ পাষাণ জলে ডুবে না, আগুনে পুড়ে না, লোকের অগম্য স্থানে লুকান থাকিলেও তার কলঙ্ক ঢাকা থাকে না। মনে পড়ে, আপনি বলিয়াছিলেন আমার মুক্তিতে আপনার স্বার্থ আছে! কেন? বলিবেন কি?

কাফুর। সে কথা কেন? আমি কোথায় কখন কোন ঘটনায়, কি বলিয়াছি, তাহা মনে নাই। এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই কি আপনার গোপনে দেখা করিবার অভিলাষ!

দেবলা। দয়া করিয়া অকপটে সে কথা বলিলে সত্যই সুখী হইব।

কাফুর। কেন? কি আবশ্যকতা?

দেবলা। এত জটিলতা ও প্রহেলিকা লইয়া আমার সৃষ্টি যে,

নিজ কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারি না। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে, যেখানে মানুষ কেন, বাতাসও বোধ হয় ভুল করিয়া কখনো যায় নাই।

কাফুর। আপনাকে কে লুকাইয়া রাখিয়াছিল? রাজা? আপনি সত্য কথা বলিতে পারেন, আপনাকে পাইয়াছি, রাজার আর কোন অনিষ্ট হইবে না।

দেবলা। মহারাজ কিছুই জানেন না!

কাফুর। তবে?

দেবলা। তাহা এখন না শুনিলেন! বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া অন্য পথে যাওয়া মানুষের সাধ্য নাই। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে! তবে আপনার সহিত আমার কোন স্বার্থের সম্বন্ধ থাকিলে, প্রথমেই জানিয়া রাখা ভাল!

কাফুর। যাহা হইবার তাহা হইবেই, জানিয়া কোন লাভ নাই। আপনার আর কোন কথা আছে?

দেবলা। এ নির্ব্বোধ বালিকায় মনে রাখিবেন।

কাফুর। আপনার অদৃষ্টে সৌভাগ্য আছে। আপনার সহিত যে সদা সর্ব্বদা দেখা শুনা হইবে, তাহা বোধ করি না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন! আপনাকে পাওয়া গিয়াছে, সত্বর দিল্লী যাত্রা করিতে হইবে।

দেবলা। পথে আপনার সাথেই থাকিতে পারিব ত!

কাফুর। থাকিবেন!

দেবলা। ভাবে বুঝিতেছি, কি অনির্দ্দিষ্ট অবস্থার আঘাতে আমি যেন আপনার অপ্রিয় শত্রু হইয়া পড়িয়াছি।

কাফুর। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য, সকলেই আমার মনোভাব

সহজে বুঝিতে পারে, আর আমি এমনি অসাড় হইয়া পড়িয়াছি যে, নিজেকেও বুঝিতে পারি না। এ বালিকা হয় ত সত্যই আমার সমস্ত আশা ভরসার শত্রু, তবু ইহার প্রতি এত মায়া কেন? ইহার বিষয় যে কঠিন সংকল্প করিয়াছিলাম তাহা গেল কোথায়? যতই ভাবিতেছি, এই বালিকাটী লইয়া আমাকে কি জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইবে, ততই যেন ইহার প্রতি অধিক স্নেহ আসিতেছে। যদিই বা এ রাজকুমারী আসমানির পথে বাধা না পড়ে, তবে ইহার কি শোচনীয় দশা হইবে! দিল্লীর পাপ পঙ্কিলে এই অসীম-রূপ-লাবণ্যময়ী সরলা বালিকা কি যন্ত্রনাই ভোগ করিবে!

দেবলা। সেনাপতি, সংসারে আমার আর কেহই নাই, আমি আপনার কন্যার তুল্য।

কাফুর। এস বৎসে! তুমি যে আমার হৃদয়ের কতখানি স্নেহ অধিকার করিয়া বসিয়াছ, তাহা বলিবার সাধ্য নাই। শত্রু হই—মিত্র হই,—যতক্ষণ পথে আছি, তোমাকে সত্যই আমার কন্যার মত আদর করিয়া আমার ব্যাকুলতা শান্ত করিতে চাই!

দেবলা। আপনি এত বড় লোক, আপনার কি অশান্তি? যাক, আমার সে কথায় কাজ কি? ভগবান কি করিবেন জানি না, অন্ততঃ একজন মানুষের আদর পাইব ইহাই আমার যথেষ্ট আনন্দের বিষয়! কিন্তু আপনি অমন বিমর্ষ থাকিলে আমার বড় কষ্ট হইবে।

কাফুর। মানুষ জোর করিয়া হাসিতে পারে কিনা জানি না। বাল্যকালে যখন পরের আনন্দে হাসি মুখ করিতে হইত, সে কষ্টকর অনুভূতির কথা এখন আর মনে নাই। কিন্তু সত্যই বলিতেছি তোমার প্রতি বড় মায়া হইয়াছে! এস! তুমি নারী, জীবনে সুখ দুঃখের অধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্ববিধ মঙ্গলকারিণী।

দেবলা। আমার কাছে যে যাহা চায়, তাহাই দিব।

কাফুর। এ ভয়ানক কথা! তুমি বালিকা, তোমার মুখে এমন কথা কেন, মা!

দেবলা। তবে আমাকে ছাড়িয়া দিন।

কাফুর। এস, একথা লইয়া আর তর্ক করিব না। আমার প্রাণ তোমাকে আদর করিতে চায়, তাই করিব।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাফুরের গৃহ

(খসরু ও আসমানি)

আসমানি। আপনি যে কয়দিন আমাদের বাড়ী ছিলেন, আমরা বেশ ছিলাম। কেন গেলেন?

খসরু। নিজে ইচ্ছা করিয়া ত যাই নাই। যার কাজ করি সে যখন যেমন কাজ দেয় তেমন করতে হয়। পরের দাসত্বের সুখ দুঃখ তুমি কি বুঝিবে, আসমানি!

আসমানি। এখান থেকে ভাল আছেন?

খসরু। না। তোমাদের দেখতে পাই না, তাই ছুটে আসি!

আসমানি। কেন, আমরা আপনার কি?

খসরু। তোমরা যে কি তাহা ত নিজেও জানি না। তবে তোমাদের না দেখে থাকতে পারি না। দিনান্তে যদি একবারও

দেখা না হয়, তবে যে প্রাণে কি কষ্ট হয় তা' বল্‌তে পারি না; সমস্ত দিনটাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আসমানি। আমাদের চেয়ে কত ভাল আছে?

খসরু। অসীম বিশ্বোদ্যান পড়িয়া আছে, কিন্তু আমার মনটা একটু ক্ষুদ্র উদ্যানের আয়তনে বদ্ধ রহিতে চাহে; কত সুন্দরী আছে, কিন্তু তোমার মুখে যে কি কমণীয়তা তাহা আর কোথাও পাই না; কত নদী আছে, কিন্তু আমার প্রাণটা চায় একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পাষাণ বক্ষে আঘাত পাইতে! এ কেমন, জানি না। নিজের যত কাজ সব পড়িয়া থাকে, নিজের ভবিষ্যৎ দুর্ব্বোধ্য বিস্মৃতিতে লুপ্ত হইয়া যায়! একবার দেখা, একবার কথা শুনা, একবার তোমার বিদ্রূপ ও' অভিমানের কঠোরতার কশাঘাত—

আসমানি। যদি দুঃখ পান তবে আসেন কেন?

খসরু। তুমি বড় কাঁদাও, কিন্তু কাঁদিতে পারি কই? কালো মেঘে ভয় পাই, কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু ক্ষণিক বিজলীর ছটায় সব ভাব লয় করিয়া দেয়। হাসিতে চাই, কিন্তু আনন্দ করিবার কিছু পাই না। প্রাণের কথা না বলিতে পারিয়া, কেহ শুনিতে চাহে না বলিয়া, বাতাস ঝড় আনে; কিন্তু বর্ষা আসিলে, না থাকে ঝড়—না থাকে জল—শুধু ভাঙ্গা চূড়া।

আসমানি। সের আমীর সাহেবের সাথে আপনার আলাপ হয়েছে?

খসরু। হয়েছে বই কি?

আসমানি। ঝড় বাদলের কথা তাঁকে বলবেন, তিনি কবিতা লিখবেন। আমরা কি বুঝি? গুজরাটি রাণীজী কেমন আছেন? এক দিন গিয়ে ভাব করবো।

খসরু। শুনেছি তিনি বেশ আছেন। লালসার কি তীব্র উৎসাহ, সে কিছুই মানে না।

আসমানি। আপনার দেখিতেছি ভাব আসিয়াছে। এ কথা অন্য কেহ শুনিলে আপনার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

খসরু। আমাকে কোন ভয় দেখাইও না।

আসমানি। আপনার এ কথা আর কাহাকেও বলিতে পারিয়াছেন কি?

খসরু। না। হাসিনাকেও না।

আসমানি। তাহা আমি বুঝি।

খসরু। তবে তুমি আমার সব বুঝ!

আসমানি। ওই গাছগুলি আলিফ খাঁ দিয়াছিলেন। বেশ ফুল, দেখতে খুব সুন্দর।

খসরু। আমি যাহা দিয়াছি তাহাতে গন্ধে ভরা।

আসমানি। তা হোক। বাগান সাজাইব, পরে দেখিয়া ভাল বলিবে; গন্ধ আছে কি না আছে তাহা ত কেহ সন্ধান লইবে না।

খসরু। পলাশ দেখিতে ভাল, কিন্তু গন্ধ নাই বলিয়া ভ্রমর আসে না।

আসমানি। কে চাহে ভ্রমর?

খসরু। দু একটী সুন্দর প্রজাপতি আসিতে পারে। তাহাদের কাজের মধ্যে, নিজেও কিছু মধু সঞ্চয় করিবে না, পরের সঞ্চিত বিত্ত নষ্ট করিবে মাত্র।

আসমানি। একটু জাঁকজমক থাকা ভাল নয় কি?

খসরু। গানের সুরের চেয়ে বাজনার শব্দ বেশী হ'লে গানের কিছু থাকে না।

আসমানি। গান শুনিবেন?

খসরু। আসমানি! যে নদী গিরিশিখর হইতে সাগরে যাইবে বলিয়া ছুটিয়াছে, সে কি পথ মাঝে শ্যামল শস্য প্রান্তরের আপাতমধুর স্নিগ্ধ হাসি দেখিয়া সেখানেই লয় হইয়া যাইবে! যে পথিক কুতব-মিনারের ঐ অভ্রভেদী চূড়ায় আরোহণ করিবে বলিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কত ক্লান্ত পথ চলিয়া আসিতেছে, সে কি পথ মাঝে উচ্চ বৃক্ষের শীতল ছায়া পাইয়া সেখানেই ভুলিয়া থাকিবে! সুগন্ধি কর্পূরবাসিত তুষারস্নিগ্ধ পানীয় অন্বেষণে, সামান্য তৃষ্ণার জ্বালায়, আবিল সলিলেই কি সমস্ত তৃষ্ণা দূর হইবে? সামান্য আনন্দের প্রলোভনে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাই। আসমানি, সাবধান!

আসমানি। এ কি আমায় বলিতেছেন?

খসরু। তোমাকেও বলিলাম, আবার নিজেকেও বলিলাম।

আসমানি। আপনি আমার কথা কিছুই জানেন না!

খসরু। আমি খুব জানি!

আসমানি। সাহাজাদাকে ভালবাসি, তাই ভাবিতেছেন!

খসরু। না। তুমি কাহাকেও ভালবাস না। তুমি কাহাকেও ভালবাসিতে পার না। তোমার ভালবাসা প্রমোদের তন্ময়তা মাত্র, নিতান্ত খেলা, শুধুই স্বভাবসুলভতা! এ উদ্দাম কত দিন? যেদিন সত্য সত্য ভালবাসিবে, সেদিন আর এত কথা থাকিবে না, সেদিন কাঁদিবে!

আসমানি। তাই কি আপনি কাঁদিতে চান? আমি কান্না ভালবাসি না!

খসরু। দেখ, কেমন সন্ধ্যার রবি ডুবিয়া যায়।

আসমানি। আবার ভাব উঠিয়াছে। চলুন ঘরে যাই!

খসরু। একটু দয়া কর, আমায় একটু দেখিতে দেও! পাহাড়ের

কালো গায়—কোন অপ্সরী যেন ঢলিয়া পড়িয়াছে, আকাশে দুই একখানি মেঘ আসিয়া তাহার চুল ছড়াইতে বসিয়াছে, গিরি উপত্যকায় ধূসর আবরণ পড়িয়াছে, এমন সময় এই মুক্ত আকাশতলে প্রকৃতির অযাচিত সোহাগ পাইতে কি তোমার কোন স্পৃহা নাই!

আসমানি। আমি ইচ্ছা করিয়াই সে স্পৃহা ত্যাগ করিয়াছি। চলুন, ঘরে যাই। গান শুনাইব।

খসরু। ইহা এক প্রলোভন বটে, আসমানি, যদি কষ্ট বোধ কর তবে বিদায় হই।

আসমানি। আঁপনি বড় রুক্ষ লোক।

খসরু। তোমার চেয়ে? তবে যাই।

আসমানি। না—না—আপনার বড় রাগ?

খসরু। রাগ নয়, অনুরাগ। যে আমার সঙ্গ ভালবাসে না তাহাকে অযথা কষ্ট দিয়া লাভ কি? তোমার প্রাণ কিসে গঠিত বলিতে পারি না। পাষাণ ভাঙ্গে, লোহাও গলে, কিন্তু এ প্রাণ কিসের জানি না—ইহা গলাইবার সাধ্য কাহারও নাই।

আসমানি। কেহ জোর করিরা গলাইতে পারিবে না। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় অতি সহজেই গলিবে।

(হাসিনার প্রবেশ)

হাসিনা। দিদি, তুমি এখানে? আলিফ খাঁ এসেছেন। আপনিও আসুন, সন্ধ্যা হলো, ঘরে যাই।

খসরু। আমি এখন যাই, কখন কি কাজের দরকার হবে!

হাসিনা। এখন আপনি বড় কাজের লোক। আমাদের একটু কাজ করলে দোষ হয় কি?

খসরু। সে শুভদিন আসিতেছে যখন দিবারাত্রি তোমায় দিদির কাজ করিতে হইবে।

আসমানি। আপনার যেন তাতে কষ্ট হবে বোধ হচ্ছে।

খসরু। তখন আমার সুখের পরিসীমা থাকিবে না।

হাসিনা। তখন আপনার বড় দুঃখ হবে। এখন আপনাকে কত আদর করতে পারি, আপনার সাথে কত কথা বলি, এখন আমরা এক সমান। আর, তখন দিদি হবে আপনার কর্ত্রী, তাতে একটু দুঃখ হবে না?

খসরু। আমার স্বভাব এই যে আমি দুঃখেই ভাল থাকি। সুতরাং তোমাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন আসি।

(প্রস্থান)

হাসিনা। চল্ না, তোর রঙ্গ দেখে বাঁচি না। যত কিছু বল, বেগম না হতে পারলে সবই মিথ্যা। এখনই তোমার অনেক বন্ধু জুটাতে হবে। জান ত রঙ্গমহলের ভাব! বাদশার বেগমের পায় পায় বিপদ। নবাব সাহেব ফিরে গেলে কি তাঁর মনে কষ্ট হবে না?

(আলিফ খাঁর প্রবেশ)

আলিফ। আমিই এলাম। তোমাদের ত দয়া হবে না।

হাসিনা। আমরা নারী, অত কথা জানি না।

আলিফ। আমাদের কথা মুখে, বাতাসে ভেসে যায়; আর তোমাদের কথা চোখে, প্রাণে বিঁধে যায়।

আসমানি। তবে কি চোখ অন্ধ করে রাখবো?

আলিফ। তাহলে সর্ব্বনাশ হবে। প্রাণে যদি কিছু বিঁধিবার না থাকে তবে যে প্রাণের সৃষ্টি বৃথা!

হাসিনা। লোহার কাঁটা তৈয়ারী করে নিলেই ত সব আপদ মিটে যায়, পরের কাছে চাহিতে হয় না, ঘরে বসে প্রাণে যত ইচ্ছা সখ করিতে পারেন।

আলিফ। আজ কথা ফুটিয়াছে। খসরুজী বড় মজাদার লোক। সাদি করবি?

হাসিনা। বোবার শত্রু নাই, আর কথা বলবো না।

আলিফ। আসমানি, ও কর কি?

আসমানি। ফুলের কাঁটা ফেলে দিই।

আলিফ। কাঁটা দু একটা থাকা ভাল। গরু ভেড়া কাছে আসে না।

আসমানি। তবু ত আপনি আসেন।

আলিফ। বটে? আমি খিজিরের কাছে নালিশ করবো। তুমি বেগম হলে আমাদের দশা হবে কি?

আসমানি। আর একটা করে সুবাদেব, চরে খেতে!

আলিফ। বেশ, বেশ! মনে থাকবে ত! আহা তোমাদের বলতে ভুলেই গেছি, আজ যে বড় মজা! গুজরাটের রাজকুমারী আস্‌ছে!

হাসান। বাবা কোথায়?

আলিফ। কেন, তোমরা কোন সংবাদ পাও নাই? তিনি আবার ওয়ারাঙ্গেল অধিকার করতে গেছেন।

হাসিনা। একবার এখানে এসে যদি যেতেন, তবে ভাল হতো!

আলিফ। বীর পুরুষ কি বসে থাকতে পারেন? লড়াইয়ের কথা শুনলেই আনন্দ হয়। আর এই জন্যই ত তাঁর অত সম্মান।

আসমানি। রাজকুমারী কখন আসিবেন?

আলিফ। সন্ধ্যার পর সমারোহ করে তাঁকে আন্‌তে যাবে।

রাজার মেয়ে ত! একটু আদর করে আন্‌তে হয়। আর শুনেছি দেখ্‌তে বড় সুন্দরী; তোমার ভাল বাঁদী জুটিয়াছে।

হাসিনা। দিদি, চল্ দেখে আসি।

আলিফ। যাবে?

আসমানি। বাঁদী—দেখে কি লাভ? তবে চল্, দেখে আসি কেমন সুন্দরী!

আলিফ। তবে এস, আর দেরী করো না।

হাসিনা। চলুন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

কারাগারে মাহাবু

মাহাবু। প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবননাশের ভয় করিতাম, আবার দুঃখের অবসান হইবে বলিয়া বড় আনন্দ হইত। কিন্তু এখন জীবনে মায়া হইয়াছে। আরো অধিক দুঃখ বোধ হয় অদৃষ্টে আছে, তাই এমন হয়েছে। কোথাও একটু শব্দ হইলে ভাবি আসমানি আসিয়াছে, কেহ কোন কথা বলিলে ভাবি এ বুঝি তারই কথা, সর্ব্বত্রই যেন তাহার ছায়া, দিবারাত্রি তাহারই চিন্তা। একবারও কি মনে হয় না, আমি কে? আমার কি অবস্থা? হায়, হায়! কি দুর্ভাগ্য, কি বিপদ, কি ভয়ানক বিপদ! তবু বুঝি না, সেই মুখখানি মনে পড়িলে সব ভুলিয়া যাই। এই চিন্তায় অন্য সব চিন্তা দূরে গিয়াছে, মৃত্যু-ভয় গিয়াছে,

শোকতাপ সব ভুলাইয়া দিয়াছে, জীবনে মায়া হইয়াছে, যেন আর কোন বিপদে গ্রাহ্য নাই। নিদ্রা নাই, কিন্তু তাহাতে কোন কষ্ট নাই ত! সন্ধ্যায় ভাবি এই বুঝি তাহার সহিত দেখা করিয়া ফিরিতেছি, রাত্রে ভাবি সে যদি সাহস করিয়া এখনি আসে, রাত্রি শেষ না হইতেই হাত মুখ ধুইয়া বসি—তাহার সাথে দেখা করিতে হইবে বুঝি! কল্পনায় যাহা কিছু সম্ভব আমি কিছুই ক্ষুণ্ণ রাখি না। বেশ আছি! আজ যদি একবার আসমানির দেখা পাইতাম!

(আবদুলের প্রবেশ)

আবদুল। জাঁহাপনা, ও নাম আর মুখে আনিবেন না। আপনি ক্রমশই বিপন্ন হইতেছেন।

মাহাবু। তুমি আবার কে? আমি জাঁহাপনা কেন, অতি ক্ষুদ্র কণাও নই!

আবদুল। কেহ কোথাও নাই, তাই একবার আপনার উপযুক্ত নাম করিয়া প্রাণ জুড়াইলাম। আপনাকে এখনি এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, আর কখনো ও নাম মুখে আনিবেন না। আপনার বড় বিপদ!

মাহাবু। কে তুমি আমার সুহৃদ। আমার সম্পদের কথা দূরে থাকুক—আমার বিপদের কথাও ত কেহ বলে না।

আবদুল। 'আমরা সৌভাগ্যের গোলাম, যখন যার তখন তার! আমরা মানুষ নই, কলের পুতুল—কলে চলি। যারা চোর ডাকাত তারাও আমাদের চেয়ে ভাল, তাদেরও সুখ দুঃখ আছে, তাহাদেরও একটা প্রাণ আছে। তামার পয়সায় বিক্রী হয়ে তামা হয়েছি; সব কিনি, সব বেঁচি, কিন্তু সব পরের জন্য।

মাহাবু। তোমার মৎলব কিছু বুঝি না। এই এত দিন এই ভাবে আছি, কেহ ত কিছু বলে না।

আবদুল। পয়সার কি প্রাণ আছে? তার মুখ বন্ধ, নহিলে কেনা বেঁচা হয় না, আর কোন মজা থাকে না। তা যাক্ আপনাকে আজ এখনি এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। যেথায় যান এই বুড়ো গোলামের কথা মনে রাখবেন। যদি ও নাম আর মুখে আনেন, তবে আর বেশী দিন বাঁচবেন না। আমার আর বেশী কিছু বলিবার সময় নাই—কাহাকেও কোন কথা বলিবেন না—আমিও শুনিতে চাহি না—

মাহাবু। তুমি কাছে এস।

আবদুল। একটু অপেক্ষা করুন, এখান থেকে সব দেখা যায়। যদি কখনো খোদা ভাল করেন—আর না—বাহিরে আসুন—আমার সাথে চলুন।

মাহাবু। আমি কোথাও যাইব না। এত বড় দৌলৎ-খানায় কি আমাকে রাখিবার একটু উপযুক্ত স্থান নাই? আজ এখানে, কাল ওখানে, কেন? আমি যাইব না! তোমরা আমার কি করিবে? হয় বিষপানে অকস্মাৎ মৃত্যু হইত, না হয় কষ্ট পাইয়া মরিব। এই ত!

আবদুল। খোদা কেন আপনাকে এত ভাল করেছিলেন? মানুষ আপনাকে ফকির করেছে, খোদার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ! হোক, এক দিন—দিন ফিরিবে। আপনি আমার কথা শুনুন।

মাহাবু। কেন?

আবদুল। বেশী কথা বলিবার সময় নাই। যিনি পাপ পুণ্যের কর্ত্তা তাঁকে ডাকুন।

মাহাবু। চল, তোমাকে আর কষ্ট দিব না। এই নির্জ্জন স্থানে বেশ ছিলাম, যেন বাদশার মতই আছি। আবার কোথায় লইবে?

আবদুল। তাহা আমি জানি না। আমি আপনাকে এই ফটক পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিব।

মাহাবু। চল, তোমাদের সাধ্য আছে, আমার শরীরের উপর যথাসাধ্য প্রভুত্ব করিয়া লও, আমার মন আমারই থাকিবে।

আবদুল। তার চেয়ে মানুষের আর কিছু বড় কথা নাই।

(প্রস্থান)

(ক্ষণপরেই অন্য পথে আসমানির প্রবেশ)

আসমানি। কই? এই মাত্র লোকের কথা শুনিলাম! সে কথা, সে স্বর ভুল হইবার নয়। এখানে ত কেহ নাই, কারাগারের দ্বার মুক্ত, অদৃষ্টে যা থাকে—একবার দেখিব হয় ত মাহাবুর সব শেষ হয়েছে—আর ভয় করিয়া কি হইবে—দেখি—

(কারাগারের ভিতরে প্রবেশ ও ইত্যবসারে আবদুল কর্ত্তৃক দ্বার বন্ধকরণ)

আবদুল। বাদশার যেমন আজ্ঞা পালন করি। এর জন্যই যদি আমার মুনিবের সর্ব্বনাশের কারণ হয়, তবে এর যা হয় হোক!

(প্রস্থান)

আসমানি। একি? এ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিল কে? হায় হায়! এ কার চাতুরী? আফিফ খাঁর পরিহাস! না, সে ত হাসিনার গান শুনছে! খিজির খাঁ ত রাজকুমারীকে আন্‌তে গেছে। তবে কে? মবারক? মবারক—মবারক—সাহাজাদা! এ কি পরিহাস! আমায় ক্ষমা করুন। আমায় দয়া করুন, আমায় রক্ষা করুন। কি হবে! কেউ দেখলে কি বল্‌বে! মাহাবুও বলেছিল, আমার এত সাহস ভাল নয়! কেন এ নির্ব্বুদ্ধিতা করিলাম, বাবা দেশে নাই, হাসিনাকেও কিছু বলে আসি নাই, কেউ কিছু জানে না।—কলঙ্ক—ঘোর কলঙ্ক!

আজ যারা কাছে আস্‌তে সাহস পায় না, তারা আমায় দেখে হাস্‌বে। সামান্য সিপাহি আমায় ধরে নিয়ে যাবে, হাসিনাকে কি বল্‌বো! বাবাকে কি বল্‌বো!

(মবারকের প্রবেশ)

মবারক। তুমি আমায় ডাকলে কেন? আমার সাধ্য নাই যে তোমায় রক্ষা করি।

আসমানি। কেন? আমি কি করেছি!

মবারক। বাদশার দুষমনকে মুক্ত করে যে নিজে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হয়েছে, তাকে রক্ষা করা কারো সাধ্য নাই। যে গর্ব্বে সে ইহা করিতে সাহস পাইয়াছে, সেই গর্ব্বের সে অপেক্ষা করুক। কেন, নিজে ইচ্ছা করেই ত বন্দী হয়েছে—এখন আমায় ডাকা কেন?

আসমানি। সাহাজাদা, তোমার কোন কথাই বুঝতে পারি নাই।

মবারক। সয়তানি, আর বুঝিয়া কাজ নাই। বাল্যকালে খেলা ঘরের খেলায় তোমাকে যে ভালবাসিয়াছি, তাহা কৈশোরে ও যৌবনে আরো বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু যেদিন শুনিয়াছি, তুমি অন্যের—তখন হইতেই তোমার চিন্তা দূর করিয়াছি। কখনো তোমাকে বলি নাই, আর বলিতাম না। দিল্লীর সাম্রাজ্যময় পাপের যে খরস্রোত বহিতেছে, তাহা হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কত দৃষ্টি রাখিয়াছি। কিন্তু তাহার কি এই পরিণাম! এত তোমার সাহস! এত অসীম তোমার গর্ব্ব? তোমার বাবা দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছেন বলিয়া কি তোমার এত স্পর্দ্ধা! কোন মান সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য নাই!

আসমানি। মবারক, আমি সত্যই বলিতেছি—তোমার কোন কথা বুঝিলাম না। কি হইয়াছে সব প্রকাশ কর।

মবারক। তুমি এখানে কেন?

আসমানি। মাহাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।

মবারক। তার পর তাকে মুক্ত করিয়া নিজে আবদ্ধ হইয়াছ! ভাবিয়াছিলে কেহ তোমাকে সাহস করিয়া কিছু বলিবে না। এখন ভয় হইয়াছে?

আসমানি। না, সে সব কিছু নয়। মাহাবুকে আসিয়া দেখিতে পাই নাই, দুয়ার খোলা ছিল, নিতান্তই নির্ব্বোধের মত প্রবেশ করেছি, কে বন্ধ করেছে জানি না—ভিতরে দেখিতে আসিয়া এই বিপদ!

মবারক। মাহাবুর সাথে দেখা কেন?

আসমানি। এ কথার কি উত্তর দিতে হইবে?

মবারক। তুমি সব স্বীকার করিতেছ?

আসমানি। যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক কিছুই জানি না। সাহাজাদা, অদৃষ্টে যাহা আছে হোক, একবার তোমার বুকে হাত দিয়ে খোদার দিক লক্ষ্য রেখে মানুষের মত বিবেচনা করে বল দেখি—তুমি যা বল্লে—তা কি সম্ভব? তাহা কি আমার সাধ্য! দ্বারে দ্বারে প্রহরী, গোপনে কাহারও পলায়ন করিবার পথ আছে কি?

মবারক। তোমাতে সবই সম্ভব! যে দুই দিন পরে বেগম হইবে, সে যদি মাহাবুকে দেখিতে আসিতে পারে তবে তাহার পক্ষে কি অসম্ভব জানি না। তুমি আসিলে কিরূপে?

আসমানি। কেন জানি না, পথে কাহারও সহিত দেখা হয় নাই!

মবারক। মাহাবু যে এখানে আছে তাহাও জানিতে?

আসমানি। কথায় কথায় সংবাদ জানিয়া লইয়াছি। বিশ্বাস করুন, কিছুই মিথ্যা বলিতেছি না। আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই কে এমন ছলনা করিয়াছে। আমার নিজের সব দোষ অকপটে বলিয়াছি। যে পিতা আমাদের ভিন্ন জানেন না—তাঁকেও ফাঁকি দিয়েছি, যে

বাদশাহকে আমারই পিতা তক্তে বসাইয়াছেন তাঁরই শক্রকে ভালবেসেছি —আর কিছু বলিবার নাই।

মবারক। এখন কি করিবে? তোমাকে মুক্ত করিতে পারি, কিন্তু—

আসমানি। কোন ভয় করিবেন না। যে বিপন্নাকে উদ্ধার করে, খোদা তার বিপদ নষ্ট করেন।

মবারক। সে ভরসা আমার নাই। তবে তোমার কলঙ্ক হইলে আমি বড় কষ্ট পাইব। কিন্তু কোথায় যাইবে? তোমার নিরাপদ স্থান এ দিল্লীতে নাই।

আসমানি। আপনিই উপদেশ দিন, আমি কি করিব?

মবারক। তুমি অপেক্ষা কর। আমি খসরুকে খুঁজিয়া দেখি।

(প্রস্থান)

আসমানি। সব ফুরাইল। মবারক কি ছলনা করিবে? বিশ্বাস কি? আমি কাহাকেও বিশ্বাস করিয়াছি যে অপরে আমার কথা বিশ্বাস করিবে? সমস্ত দিল্লী এ কথা প্রচার হইয়াছে, হাসিনা কি শুনে নাই? কোথায় সে? তারই বা কি বিপদ হয়েছে, কে জানে? কে রক্ষা করবে? খসরু কি পারবে? তার কি সাহস হবে? সে আমায় কোথায় নিয়ে যাবে? যদি সে আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারে! বাবা কি তাকে একটা কাজ দিতে পারবেন না? কিন্তু বাবাকে কি বলবো? কেমন করে তাঁকে মুখ দেখাবো? তাঁর যে সর্ব্বনাশ করলাম, আর কি তিনি এ দেশে আসতে পারবেন? হায়, হায়, কি করলাম? যার জন্য করলাম, সে কোথায়? সে কি ভাবে আছে? খসরু সত্যই বলেছে এ শুধু আমার উন্মত্ততা! যাই হোক, এ বিপদে পড়ে যে সত্যই তাকে ভালবাসি বোধ করি। সমস্ত জগৎ আমার

বিরুদ্ধ হোক, সকলে আমায় লাঞ্ছনা দিক্‌, আমি যদি তাকে এত দিন ভাল না বেসে থাকি—তবু এখন আমার প্রাণে মাহাবু ভিন্ন আর কেউ নাই। যদি সে মরে থাকে—তবে আমি সেই মরা মানুষ ভালবাস্‌বো! যদি এত দিন মিথ্যা বলে থাকি, তবে আজ সে মিথ্যার অভিশাপ শির পেতে নেব।

(খসরুর প্রবেশ)

খসরু। কোন ভয় নাই, একটা উপায় করেছি।

আসমানি। মবারক?

খসরু। তিনি একটু সতর্ক আছেন, কেহ এদিক না আসে।

আসমানি। আমার জন্য তোমরা এত কষ্ট করবে?

খসরু। সে কথা এখন থাকুক। বাদশার আজ্ঞায় আমি আরো সিপাহি নিয়ে রাজকুমারীকে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি; সঙ্গে বাঁদীও অনেক আছে, তোমাকে একখানি পৃথক যানের ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। এখন ত বাড়ী যাওয়া হয় না। আমার সঙ্গে থাকো, ফিরবার সময় গোলমালের মধ্যে তোমাকে বাড়ী রেখে আসবো।

আসমানি। বাড়ী যাবো না। যদি সাহস করেন তবে বাবা যেখানে আছেন সেইখানে যাইবার কোন সুবিধা করিতে পারিলে ভাল হয়। না, থাক্‌—আপনাকে বিপন্ন করি কেন!

খসরু। তোমার অভিমান এখন ত্যাগ কর। মালেকজীর নিকট যাইবার সাথী এক আমি ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি না। আসমানি, তুমি কি সত্যই সেথায় যাইতে চাও?

আসমানি। আমার ইচ্ছা তাই—

খসরু। ভবিষ্যৎ কিছু বিবেচনা করিয়াছ?

আসমানি। ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই। আপনি কি এত অনুগ্রহ

করিবেন ? আপনার যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা, তবে বাবা যে আপনাকে একটি কাজ দিতে পারিবেন না, তাহা নয়। আমি যত দোষই করি, সন্তানের দোষ পিতা ভিন্ন আর কে ক্ষমা করিবে ? আর তিনি আমার প্রতি যেরূপই ব্যবস্থা করুন, আপনার প্রতি যে সন্তুষ্ট হইবেন, এ ভরসা আমার আছে।

খসরু। আমি দাসত্বের মায়া করি না।

আসমানি। তবে—

খসরু। তবে যে কি তাহা তোমাকে বলিতে পারিব না।

আসমানি। আমি কি ইহার কিছুই বুঝি না ? আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আপনার সাথে অনেক অভদ্র ব্যবহার করেছি, কিন্তু—

খসরু। আমার নিজের কাজ যতই প্রিয় হোক না কেন, আমি স্থির করিলাম তোমার সাথেই যাব।

আসমানি। আপনি এত স্বার্থত্যাগ করিবেন ইহা আমার ধারণায় অতীত।

খসরু। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। সাহাজাদার কৃপায় চাবী পাইয়াছি—এস—এখন হাসিনার কি করি ?

(আসমানির বাহিরে আগমন)

আসমানি। আপনি তার উপায় করুন, আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকে বলি ?

খসরু। দেখি, কিছু করিতেই হবে। এস—আর দেরী কেন ? কি ?

(আলাউদ্দিনের প্রবেশ)

আলা। খসরু ! তোমাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারী দিয়াছি, রঙ্গমহলে বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, এই জন্য ? আসমানি, তোমাকে

সাহাজাদার বেগম করিতে চাই, এই জন্য ? বড় স্পর্দ্ধা ! বড় সাহস ! মালিক কাফুরের কন্যা বলিয়া কি তোমার এত গর্ব্ব ! তোমার পিতার ভয়ে আমি কিছু বলিতে পারিব না, ইহাই তোমার বিশ্বাস ! ওরে সয়তানি, ক্রীত দাসের কন্যা, আর কত হইবে ? শৃগালের বংশ সিংহের প্রবৃত্তি কোথায় পাইবে ?

আসমানি। জাঁহাপনা, আমার পিতার নামে কিছুই বলিবেন না, যাহা বলিতে হয় আমাকেই বলুন। যত দোষ সব আমার, আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন।

আলা। শাস্তি ! শাস্তি কি অত সহজ ! আগে হাজতখানায় যাও, তার পর কাজির বিচার, তারপর শাস্তি ! আমার কি সাধ্য যে মালেক কাফুরের কন্যাকে শাস্তি দিই। খসরু ! তুমি এখানে কেন ?

খসরু। আমার কোন কথা নাই, বাদশার যেরূপ আজ্ঞা তাহাই শিরোধার্য্য।

আলা। আমার আদেশে খসরু এখানে আসে নাই !

খসরু। আমার প্রতি যে আদেশ ছিল—আমি সেই কার্য্য করিতেই যাইতেছিলাম !

আলা। বাদশা আলাউদ্দীনের আদেশ যে এ ভাবে মান্য করা যায় না তাহা তুমি সত্বরই বুঝিবে।

আসমানি। জাঁহাপনা, ইনি সম্পর্কে আমার ভাই ! আমার সামান্য উপকার করিতে আসিয়াছিলেন, আপনার কোন কার্য্য নষ্ট করা ইঁহার অভিপ্রেত নয়। যত অনর্থের মুল আমি, যাহা করিতে হয় আমার প্রতি করুন।

আলা। এই সব শৃগাল কুকুরের নিকট কি আমার নীতি শিক্ষা করিতে হইবে ? কেমন।

(আলিফ খাঁ ও দুইজন সিপাহীর প্রবেশ)

আসমানি। কোথায় যাইতে হইবে বলুন, ইহারা কেহ যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ না করে।

আলা। ভয় নাই, তোমার মর্য্যাদার কোন লাঘব হইবে না; ক্রীতদাস আনিয়া দিব!

আসমানি। শুনিয়াছি ক্রীতদাসের দাসত্ব করিত যে ফিরোজসাহ, তাহার বংশধর এখন দিল্লীর সম্রাট!

আলা। এত বড় আস্পর্দ্ধা! যে জিহ্বায় এ কথা বলিয়াছিস্ তাহা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কুত্তায় খাওয়াইব। আমার নিগ্রো দাসের মধ্যে যদি কেহ জঘন্য কুষ্ঠরোগী থাকে তবে তাহাকে লইয়া আইস! তুমি আফ্রিকার রাণী হইবে! বেশ সাজিবে! যাও এখনি লইয়া আইস!

আলিফ। জাঁহাপনা, আপনি হিন্দুস্থানের সম্রাট, এই সামান্য লোকের সহিত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাজে না।

আলা। এ যে কাফুরের কন্যা! তুমি এখনো ভয়ে মূর্চ্ছা পাও নাই!

আসমানি। আপনি দিল্লীশ্বর, আমি অতি ক্ষুদ্র; আমাকে অপমান করিতে আপনি এত অধৈর্য্য হইয়াছেন কেন? আমাকে বাড়ী যাইতে দিন, আপনার রাজ্যে আমাকে আর কখনো দেখিতে পাইবেন না।

আলা। খসরু, সাথে যাইবে?

আসমানি। না, আমার্ সাথে কাহাকেও যাইতে হইবে না।

(কাফুরের ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা, একি শুনি?

আলা। এ কি? তুমি কোথা হতে এলে? এর মধ্যে ওয়ারাঙ্গল দমন হয়েছে?

কাফুর। এমন স্থানে আপনাদের অপূর্ব্ব সম্মিলন কেন? কি হয়েছে?

আলা। বিশেষ কিছুই নয়, তবে কথাটী গুরুতর বটে। তোমার কন্যা যদি কোন দোষ করে, তবে তোমার অনুপস্থিতে কি আমি তাহা শাসন করিতে পারি না?

কাফুর। সহস্রবার। আপনি আমাকেও শাসন করিতে পারেন, আপনি আমার প্রভু, আমার সন্তানদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু এখানে কেন? এস্থান আপনার শত্রুদের শাসনের জন্য, কিন্তু যাহারা আদরের পাত্র তাহাদের জন্য নয়!

আলা। উপায় নাই, এখনো আমরা স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই। ঘটনা বোধ হয় তুমি কিছু শুন নাই?

কাফুর। শুনিয়াছি। মিথ্যা কথা, সম্পূর্ণ চতুরতা! আসমানি আপনার শত্রুতা করিবে? মাহাবু তাহার কে? সরলভাবে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া আলাপ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহার জন্য এত!

আলা। আমিও প্রথম তাহাই ভাবিয়াছিলাম, বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। মাহাবু যে কে, তাহা তোমার কন্যার নিকট জিজ্ঞাসা কর। খসরু এখানে কেন? এ স্থানে তোমার কন্যার কি আবশ্যকতা?

কাফুর। আসমানি?

আসমানি। আমার নামে যে রটনা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে—

কাফুর। তবে তুমি এখানে কেন?

আসমানি। মাহাবুকে দেখিতে!

কাফুর। খসরু এখানে কেন?

আসমানি। আমাকে আপনার কাছে দাক্ষিণাত্যে লইয়া যাইতে! আপনি যে আসিয়াছেন, তাহা জানিতাম না।

কাফুর। মাহাবু তোমার কে?,

আসমানি। সে কেহ ছিল না, এখন হইয়াছে!

আলা। আর কি শুনিবে?

কাফুর। আরো শুনিবার আবশ্যকতা আছে, তবে এত লোকের মধ্যে নয়। ভাল, যদি অপরাধ স্থির করিতে পারি তবে আমার কন্যাকে আমি শাসন করিব। আপনি যদি পিতার মত শাসন করিতেন তবে কিছু বলিতাম না, এ যেন ঘোর প্রতিহিংসা!

আলা। অপরাধের বিবেচনায় কিছুই নয়। এ একরূপ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অথচ আমার কিছুই বলিবার অধিকার নাই! আমি কি কেহই নই, আমার কি কোন ক্ষমতা নাই? এমন কি হইয়াছে যে আমার যথাসর্ব্বস্ব পরের নিকট বিক্রয় করিয়া আমি পরের মুখাপেক্ষী হইয়াছি! আমি যতদিন জীবিত আছি, ইহা আমার অসহ্য। আমি তোমার মন্ত্রীত্ব চাহি না, তোমার সৈন্যবলে আমার প্রয়োজন নাই, আমি তোমার দেশ জয় চাহি না—আমি তোমার প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারিব না। কে জানে যে তুমি ইহার মধ্যে নাই!

কাফুর। খোদা জানেন। যখন আপনি বাদশা জালালুদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তখনই আমাকে এ বিষয় যথেষ্ট পরীক্ষা করেছিলেন। আমি তখন আপনার কোন প্রলোভনে ভুলি নাই। আমি কোন প্রভুত্ব চাহি না। ইহা অপেক্ষা দীন দরিদ্রের দুঃখ ভাল; ইহা অপেক্ষা পশুর অবস্থাও ভাল, সেও তার সন্তানের প্রতি মায়া করিতে পারে। ইহা অপেক্ষা বনবাস ভাল, অকৃতজ্ঞতা সেথায় নাই!

যখন ক্ষিপ্ত সৈন্যদল ও নগরবাসী প্রত্যেকেই আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিপাত করিতে চাহিয়াছিল, তখন আমি না থাকিলে আজ সে উপকারের প্রতিশোধ লইতে পারিতেন না। সেদিন ভুল করিয়াছি।

আলা। দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়া বুঝি সেই ভুল সংশোধন করিতে চাও! তুমি কে? মনে নাই! পৃষ্ঠে বস্ত্রভার বহন করিয়া দিবারাত্রি পরের পাদুকার ধুলা মাথায় লইতে! কে তোমাকে আজ একথা বলিবার শক্তি দিয়াছে! জান না, তুমি কোথায়? কাল প্রাতে এ পৃথিবীতে আর কেহ তোমার নাম শুনিতে না পায় তাহা করিব! তোমার নাম যে মুখে আনিতেও সাহস পাইবে, তাহাকে নির্ব্বংশ করিব! তোমার বড় বৃদ্ধি হইয়াছে! আমারই দোষ! আর নয়, আর নয়, কাফুর তোমার দিন ফুরাইয়াছে।

কাফুর। একমাত্র খোদা সে দিনের কর্ত্তা! কার সাধ্য আমার গতিরোধ করে? কার ধৃষ্টতা আছে, সে আসুক! এত দিন এ অস্ত্রের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারি নাই, আজ করিব। কই—কে আসিবে? আসমানি এস! বাদশা, তবে সেলাম!

(কাফুর, আসমানি ও খসরুর প্রস্থান)

আলা। যাও, কোন বাধা দিব না। এইবার তোমার পতন সুনিশ্চিৎ! হাসিনা কোথায়?

আলিফ। সে আটক আছে!

আলা। তবে আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে। চল, দেখি রাজকুমারী আসিয়াছেন কি না?

(আলাউদ্দিনের প্রস্থান)

আলিফ। কেহ একটা কথা বলতে প্যারলে না ?

১ম সিপাই। নবাব সাহেব, রকম দেখে “থ” হয়ে গেলাম।

২য় সিপাই। আমার ত বোধ হলো স্বপ্ন দেখছি !

আলিফ। তা নয়, তোমরা মালেকজীকে বাদশার চেয়ে ভালবাসো !

১ম সিপাই। নবাব সাহেব, সবই খোদার মরজি ! আর আমরা হুকুমে চলি, তা নইলে আমরা গাধা !

আলিফ। চল, চল, বাদশা ডাকছেন। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মহলের অংশ

(সম্রাট ও পশ্চাতে দেবলার প্রবেশ)

দেবলা। জাঁহাপনা, আমার একটী নিবেদন আছে।

আলা। তুমি এখানে কেন, মা ? তোমাকে অত্যন্ত সম্ভ্রমে থাকতে হবে। বেগমের মুখ আকাশের চন্দ্রসূর্য্যও দেখতে পায় না। এ হিন্দুর ঘর নয় !

দেবলা। আপনারা আসিয়া সে হিন্দুকেও ঘোমটা দিতে শিখাইয়াছেন, আপনি যাহা বলেন তাহাই করিব। তবে এ মহোৎসবের দিন আমার একটু নিবেদন আছে, আমায় কিছু দিন।

আলা। সবই ত তোমার। আমি আর কয়দিন বাঁচিব, আমার মৃত্যুর পর তুমিই ত সব। তবু যত দিন আমি আছি, তোমার ইচ্ছামত আমার রত্নভাণ্ডার ব্যবহার করিতে পার !

দেবলা। আমি অর্থ চাহি না, আপনি আমার একটী সামান্য প্রার্থনা পূরণ করুন।

আলা। বল! তুমি এত দৈন্যতা দেখাও কেন? আমার এমন কি আছে, যাহা তোমাকে না দিতে পারি।

দেবলা। একজনের মান ভিক্ষা।

আলা। বল, কাহাকে সম্মানিত করতে হবে? এই কথা? তুমি বালিকা, এই তোমার আব্দার! কার মান চাই, কেমন মান চাই?

দেবলা। আমাকে এই ভিক্ষা দিন, মালিক কাফুরের কন্যাকে অপমান করিবেন না।

আলা। কি আশ্চর্য্য! তোমার সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? তাহার মান অপমানে তোমার কি?

দেবলা। তবে জানিলাম, বাদশার মহলে আসিয়া আমাকে পদে পদে বিফলতায় অপমানের সুখ ভোগ করিতে হইবে। যে দিল্লীশ্বরী হইবে তাহার এমন অদৃষ্ট নহিলে হইবে কেন?

আলা। অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রার্থনা কর!

দেবলা। কেন, সমস্ত রাজত্বই ত আমার! আর একটা মেয়ের মান কি অর্দ্ধেক রাজত্বের চেয়ে বেশী! শুনিয়াছি মান রক্ষা করিতেই লোকে রাজত্ব ত্যাগ করে, আর মান নষ্ট করিতে যে রাজত্ব দেয়, সে হতভাগ্য!

আলা। তোমাকে উপযুক্ত পুত্রবধূ পাইয়াছি, বড়ই সুখের কথা। আর কিছু চাও!

দেবলা। যে মুষ্টিমাত্র অন্নের ভিখারী, মাথার তাজ বখশিষ্ পাইলে তাহার পেট ভরিবে না।

আলা। তোমার এত দরদ কিসে ?

দেবলা। আমি নারী হইয়া যদি তাহার দরদ না বুঝি, তবে আর কে বুঝিবে ?

আলা। তাহা নয়, কাফুর একবার তোমায় মুক্তি দিয়াছিল, সেই জন্য ?

দেবলা। সে হিসাবে তিনি আমার শত্রু। সেদিন মরিতে পারিতাম, আজ মরিতে পারি না।

আলা। ছি মা, তুমি মরিবে কেন ? তোমার মত সৌভাগ্য কার ?

দেবলা। তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি।

আলা। তুমি আমাকে বিষম বিপদে ফেলিয়াছ।

দেবলা। আপনার বিবাদ মালেকজীর সহিত, কিম্বা না হয় আসমানির সহিত ! হাসিনার কোন দোষ নাই !

আলা। হাসিনা এখানে আটক আছে বলিয়া কাফুর আমার নিকট অবনত হইবে। তুমি জাননা যে তাহার কি ক্ষমতা, সে যত অসুবিধায় থাকে ততই আমার মঙ্গল।

দেবলা। এ কথা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বালিকার খেলাঘরের যোগ্য কথা !

আলা। তোমার সহিত পারিলাম না। বেশ, তাহার কোনই অপমান করিব না। যদি অসুবিধা না হয়, তুমি তাহার যত্ন লইও। তোমার মনস্তুষ্টি হয়েছে ! কিন্তু সে আমার বিনানুমতিতে কোথাও যাইতে পারিবে না।

দেবলা। জাঁহাপনা, আপনার যথেষ্ট দয়া ! আমার আর কিছু বলিবার নাই। তাহার যত্নের ভার আমার উপরেই থাকুক। এ ত আহ্লাদের কথা ! সে আমার সতীন হলেও আমার কষ্ট হবে না !

আলা। তুমি কি নির্ব্বোধ! ঠিক বলিতেছ?

দেবলা। কেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন?

আলা। যদি তোমার স্বামীর মত হয়, তবে আমার অমত নাই।

দেবলা। জাঁহাপনা, আপনার অসীম দয়া।

(প্রস্থান)

আলা। এ বালিকা অতি বুদ্ধিমতী, সাহসও যথেষ্ট! গর্ব্ব কিছু খর্ব্ব হওয়া ভাল। কিছু দমন হয়, ক্ষতি কি? কাফুরও হাতে থাকবে। যাহা মনস্থ করিয়াছিলাম, তাহা সব পরিবর্ত্তন করিতে হইল। দেখাই যাক্, কি হয়! মাহাবুকে আর জীবিত রাখা যায় না। সত্বরই তাহাকে শেষ করিতে হইবে। সত্বর কি আজই, এখনই—আর বিলম্ব করা উচিৎ নয়। এত দিন কেন করি নাই। কত রক্তপাত করিয়াছি, আর ইহাকে দয়া করিয়াছি কোন প্রয়োজনে। কাফুরের চতুরতা। আমি যদি কখনো তাহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করি, তবে সে এই অস্ত্রে আমার বিপক্ষতা করিবে। কাফুর, সাবধান, আগে তোমায় নিরস্ত্র করি, তার পর তোমার মুণ্ডপাত।

(আলিফ খাঁর ত্রস্তভাবে প্রবেশ)

আলিফ। জাঁহাপনা, ক্ষমা করুন, সহ্য করিতে পারি নাই, যাহা কখনো করি নাই তাহাই করেছি। আপনারই ভাল করেছি!

আলা। কি করেছ? তোমার পরিচ্ছদে রক্ত কেন? অত ভয় কিসের? এ ধূলা কোথায় মাখিলে? কি করেছ?

আলিফ। মাহাবুকে হত্যা করেছি।

আলা। বেশ করেছ! কোথায়? আমি একবার দেখবো।

আলিফ। সব শেষ করেছি।

আলা। কেমন?

আলিফ। বলি শুনুন! ভয়ানক তৃষ্ণা! বড় ভয়!

(মবারকের প্রবেশ)

মবারক। সর্ব্বনাশ! আবার মোগল এসেছে!

আলা। কোথায়? কত দূর? কে সংবাদ দিল?

মবারক। প্রায় দুই লক্ষ অশ্বারোহী লয়ে কতলু খাঁ সিন্ধুনদী পার হয়েছে। বোধ হয় এতক্ষণ যমুনা পার হলো। সহস্র সহস্র লোক পলাইয়া দিল্লী আসিয়াছে, সর্ব্বত্রই হাহাকার, এমন ভয় আর কেহ দেখে নাই। মোগল যাহা পাইতেছে তাহাই নষ্ট করিতেছে। কেহ মোগলের গতি রোধ করিতে পারে নাই।

আলা। এতক্ষণ কেহ সংবাদ দেয় নাই? মিথ্যা কথা। গাঁজিখাঁর কোন সংবাদ নাই?

মবারক। তিনি এক পত্র দিয়াছেন, মোগলের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। তিনি যে এখন কোথায় কি ভাবে আছেন কেহ বলিতে পারে না। ওই শুনুন, দলে দলে লোক আসিয়া নগর কোলাহলময় করিয়া তুলিয়াছে। মোগল এতদূর আসিয়াছে শুনিয়া নগরে সকলেই অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়াছে। কে কোথায় পালাইবে তাহাই ভাবিতেছে।

আলা। কাফুরকে চাই।

আলিফ। কাফুর?

আলা। হাঁ। সে এখানে থাকিলে আমার অনুপস্থিতে মহাবিপ্লব আনিবে। বাধ্য হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা করিতে হইবে। এখনি লোক পাঠাও, মোগলের গতি নিরূপণ কর, দাক্ষিণাত্যের সৈন্য পথে বিলম্ব না করে, মালবের বিদ্রোহদমন এখন থাকুক। আলিফ খাঁ,

তুমি এখনি যাও, মোগলের সন্ধান কর! এখনই যাও! কাফুরকে চাই, সে মোগলের যুদ্ধপ্রকরণ বিশেষরূপে জানে। মোগলকে তাড়িত করিতে হইলে তাহাকে চাই!

মবারক। যদি তিনি অস্বীকার করেন!

আলা। না—সে অস্বীকার করিবে না। আমি তাহাকে জানি। বীরত্ব দেখাইবার সুযোগ পাইলে আর তাহার কিছু মনে থাকে না। এস। নবাব সাহেব, আপনি অনর্থক বিলম্ব করিতেছেন।

আলিফ। আমি চলিলাম।

(প্রস্থান)

আলা। কাফুরের কাছে কে যাইবে? এখনি হাসিনার সহিত খিজিরের বিবাহ দাও। এস, এস।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

মহল

দেবলা ও হাসিনা

হাসিনা। তোমার বড় দয়া! তোর পূর্ব্বের কথা কিছু মনে পড়ে না?

দেবলা। মনে পড়িলেই বা কি করিব? যাহা অদৃষ্টে আছে, ভোগ করি। যাহা যায় তাহার জন্য দুঃখ করিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহা পাই তাহাও আমার দোষে নষ্ট না হয়।

হাসিনা। আমি তোমার কে, যে আমার প্রতি এত দয়া? তুমি যদি আমার পরিচিত কেহ হইতে, তবে ভাবিতাম তুমি আমার দীনতায় উপহাস করিয়া মানের ছলে অপমান দিতেছ। কিন্তু তোমার এমন স্বভাব যে তোমাকে দেখিয়াই ভুলিতে হয়। দিদির জন্য বড় কষ্ট হইতেছে, সে কি মনে ভাবিবে!

দেবলা। ভগবান সকলের মন বুঝেন, তুমি যাহা চাও তাহাই পাইয়াছ, সে ত ইহা চায় না। তুমি বোধ হয় সাহাজাদাকে খুবই ভালবাসিতে!

হাসিনা। তোমার কাছে কিছু লুকাইব না। দিদির স্বভাব তুমি জাননা, সে মানুষকে বড় কষ্ট দেয়। সে যাকে কষ্ট দেয়, আমি তাকে সোহাগ করি; কে জানিত পরের জন্য অপরকে সোহাগ করিতে গিয়া নিজে ধরা পড়িব। কাহাকেও কিছু বলিতাম না। সকলেই বলিত আমার শরীর অত অসুস্থ হয় কেন? বাবা কতরাত্রি আমার মাথার কাছে বসে বসে রাত্রি যাপন করেছেন। কেউ আমার কথা জান্‌তে পারে নাই। আর একি জানাবার কথা? তুমি আমার জন্য যাহা করেছ, তোমাকে কিছু লুকান অন্যায়; তাই তোমাকে বলিলাম।

দেবলা। তোমার দিদির জন্যও কিছু করিতে পারিব। মালেকজী আমার পিতৃস্থানীয়, সে অনেক কথা! আগে আমায় মহলটী দখল করিতে দেও, সব আমার হাতে আনিব। মালেকজীর সাথে বাদশার বিবাদটী মিটাইতে হইবে।

হাসিনা। আমাদের কথায় ত কিছু হবে না।

দেবলা। আমরা চেষ্টা করিতে পারি।

হাসিনা। বড়ই কঠিন।

দেবলা। ভগবানের চক্রে সবই সহজ! ওকি, আবার কোথায়

লড়াই হবে নাকি? আমি আসতেই সব গানবাজনা, আমোদপ্রমোদ বন্ধ হয়েছে, অস্ত্রের ঝনঝনি বেজে উঠেছে, প্রথমেই ত বিবাদ!

হাসিনা। আমার একবার সেকথা মনে হয়েছিল।

দেবলা। ভয় করে নাকি? তুমি একটা গান গাও!

হাসিনা। আমার ত কোন গান মনে আসছে না, প্রাণ কেমন গোলমাল হয়ে আছে। তুমি গান গাহিতে জান?

দেবলা। শুনিবে?

হাসিনা। গান কে না শুনিতে চায়?

(দেবলার গীত)

আজি আকাশে উঠেছে মেঘ,
আজি পবনে বহিছে ঝড়,
আজি চাঁদের আলোকে পড়েছে কালিমা,
রক্ত শিখর ভূধর-পর!
আজি মেঘেতে দামিনী, ভুবন ভুলানী,
খেলিছে নিঠুর ভঙ্গে,—
আজি বহিছে উজান জলধীর প্রাণ
ডুবাতে ধরণী রঙ্গে!
আজি উঠে হাহাকার ফাগুন বাতাসে,
উথলে গরল সুরভির শ্বাসে,
বিরাট শাসন কাহার প্রকাশে
ক্ষুব্ধ ধরণী 'পর—
আজি হাসিতে উঠেছে কাঁদিবার গোল
নাহিরে কিছুরই ডর!

হাসিনা। রাজকুমারী, এ কেমন গান! আমি বড় ভয় পাই!

দেবলা। ইহাই আমার গান, ইহাই আমার প্রাণ!

হাসিনা। না, না, আমায় ভয় দিও না! তুমি আমায় এত ভালবাস, আমি বড় সহজে ভয় পাই!

দেবলা। আমি ঝড়ের গান ভালবাসি; ফুলের কাছে মধুপগুঞ্জন,সে ত আর্ত্তনাদ, সে কি গান!

(খিজির খাঁর প্রবেশ)

খিজির। রাজকুমারী, তুমি কি যাদু জান? কা'কে দেখি, কা'কে রাখি!

দেবলা। আমাকে দেখবেন, আর একে রাখবেন!

খিজির। তোমাকে দেখিয়া ত আশা মিটে না, কিন্তু বড় ভয় পাই। তুমি সুন্দরী, কিন্তু কেমন ভীষণ তোমার রূপ; যুক্ত ফণা ফণিনীর ন্যায় তোমার আঁখি যেন কেমন ত্রাসান্বিত; মধুর তোমার ভাষা, কিন্তু লুকান কোন তপ্ত দেশের ক্ষুব্ধশ্বাস যেন তাহাকে বিষময় করে তুলেছে! আমি দূর হইতে তোমার গান শুনিয়া, জানিনা কেন, শিহরিয়া উঠিলাম।

দেবলা। তবে আমাকে আরো দূর হইতে দেখিবেন, আর হৃদয়ে রাখিবেন হাসিনাকে!

খিজির। হাসিনা বড় শঙ্কিতা। পাছে ভালবাসিয়া ভালবাসা ফুরাইয়া যায়, একটু আনন্দ করিলে পাছে আনন্দ ফুরাইয়া বিষাদ আসে, সেই ভয়ে সদাই বিষণ্ণা। কেন হাসিনা, রাজকুমারী কিছু মন্দ কাজ করিয়াছে কি?

হাসিনা। সে বিষয়ে আমি রাজকুমারীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এমন দয়া কেহ করে না। আমি আপনাকে পাইয়া সব ভুলিয়াছি, নিজের আত্মীয় স্বজনের কথাও মনে নাই।

খিজির। অপেক্ষা কর। বিবাদ সহজেই হয়, মিটিতে অনেক দিন যায়। দেবলা, তুমি আর একটা গান গাও।

দেবলা। আপনি ত ভয় পাইবেন।

খিজির। একটু ভয়ে থাকা ভাল, নহিলে তোমাদের হারাইব। দুদিন ভয়ে ভয়ে তোমাদের দেখিতে দেও, দুদিন তোমাদের ভালবাসিতে দেও, কে জানে কবে এ সুখের দিন চলিয়া যাইবে! রাজ্যলাভের অর্থ—এই দিল্লীর আমীর ওমরাহ প্রভৃতির পাপ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দান, না হয় আত্মীয় স্বজনের রক্তে রাজতক্তের অভিষেক! তখন কেবা জানে স্ত্রী, কেবা জানে প্রেম!

দেবলা। শুনিলাম বাদশা সত্বর চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। রাণী পদ্মিনী খুব সুন্দরী।

হাসিনা। আপনার মুখখানি কালো হইয়া উঠিয়াছে! কোন অসুখ-বোধ করিতেছেন কি?

খিজির। না অন্য কথা ভাবিতেছিলাম। হাসিনা, তুমিই একটী গান গাও।

দেবলা। অপ্রণয়ী স্বামী স্ত্রীর আলাপের যেন কিছুই নাই, শুধু মাঝে মাঝে দীপসূত্র প্রসারণ করিয়া রাত্রি জাগরণ, আর ভাব রক্ষা।

খিজির। কি কঠোর তোমার বিদ্রূপ! হাসিনা, তুমি কাছে এস, দেবলাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিই।

দেবলা। আর যদি সে না যায়?

খিজির। তবে এই প্রাণের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া রাখিয়া কিছু কোমল করিয়া লইব!

দেবলা। যদি সে না ডুবিতে চায়?

খিজির। তবে আমি তাহাকে ধরিয়া ভাসিব, আমার নিজের আর ডুবিবার ভয় থাকিবে না।

হাসিনা। দেবলা, এইবার হয় ডুব দেও, নহিলে ডুবাও।

দেবলা। আর পরকে ডুবাইতে চাহি না, নিজেরই যাহা হয় হোক। আয় ভাই, আমরা আড়ি দিয়া কথা বন্ধ করি! নিজেই ত বলেন দুদিন পরে আমাদের পথে ফেলবেন।

হাসিনা। আমরা দুটিতেই জানি, তার বেশী আমাদের ক্ষমতা নাই; যদি কেউ পথে ফেলিয়া দেয়, আমরা বাধা দিতে পারি কি?

খিজির। তোমরা দুই জন, আমি একা, তোমাদের সাথে কথায় পারিব না। কথা বলিতে আসি নাই, শুনিতে আসিয়াছি; প্রাণ দিতে চাই, লইতে চাহি না; ভালবাসিতে চাই,—যে পরকে প্রাণ দিয়াছে সে পরের ভালবাসা লইয়া রাখিবে কোথায়?

দেবলা। ক্ষমা করুন, আপনি কষ্ট পাইয়াছেন।

খিজির। তুমি বালিকা। আমায় কোন কষ্ট দেও নাই, আমি বেশ আনন্দে আছি। খোদা বাদশার দীর্ঘ জীবন দিন, যে আধিপত্যে মানুষ নিজেকে দাসত্বে আবদ্ধ করে আমি তাহা চাহি না। আমি তোমাদের পেয়ে পরম সুখে আছি।

দেবলা। আপনার যাহা কিছু বলিবার সব শেষ হলো নাকি?

খিজির। বলিবার অনেক কথাই ছিল, আবার অনেক কাজও আছে। আমি এখানে বসিয়া সেই কাজের অবহেলা করিতেছি। হাসিনা, এ তোমারি কাজ! এতক্ষণ তোমাকে বলি নাই। তোমার বাবার কাছে যাবে?

হাসিনা। এখনো কি বাদশার রাগ যায় নাই? সাহাজাদা, আমাকে সেখানে পাঠাবেন কেন? আমাকে এখানেই মরিতে দিন।

খিজির। তুমি এত সহজেই কাতর! ভাল করে শোন। শুধু কি তুমি যাবে! আমিও যাবো। মালেকজীর সাথে আবার সম্প্রীতি হবে।

দেবলা। আপনাদের সত্য মিথ্যা কিছুই বুঝি না।

হাসিনা। সাহাজাদা, আমাকে আর কষ্ট দিবেন না। আপনার পায়ে ধরি, একটু দয়া করুন, আমাকে একটু বিষ দিন, আমি—

খিজির। কখনো কখনো ইচ্ছা হয় যে একটু বিষ খেয়ে দেখি, যা তোমাদের এত প্রিয়, না জানি তা কতই মধুর!

দেবলা। হাসিনা, তোর ভয় নাই! আপনি এত চতুর! আমি সহজে ভয় পাই না, আমারও প্রাণ কেঁপে উঠেছিল।

খিজির। তুমি একা থাকিবে কেন? যাইবে?

দেবলা। আমাকে আর নিমন্ত্রণের দরকার নাই, আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি।

খিজির। তবে একবার বাদশার অনুমতি চাই।

দেবলা। তা আমি দেখবো।

হাসিনা। অদৃষ্টে কি যেন আছে।

দেবলা। ভয় কি, আমি সাথে আছি!

খিজির। আর আমি কেউ নই!

দেবলা। আপনাকে বিশ্বাস নাই। আপনার কাছে আমারও গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে।

খিজির। তুমি বাদশাকে বলে এস, আমার সাহস হয় না।

দেবলা। আয়, তবে হাসিনাও আয়—

খিজির। তবে আমিও না হয় একটু দূরে থাকবো!

দেবলা। চলুন! যদি বাদশাকে কিছু মিথ্যা কথা বলি, তাতে মনে করবেন না।

(প্রস্থান ভাব)

হাসিনা। দিদির সাথে দেখা করাই বিপদ!

দেবলা। আমি সব বলে দেব।

হাসিনা। তোমার পায়ে ধরি! তাহলে আমি যাবো না! আমার বড় লজ্জা হবে।

খিজির। তবে তুমি থাকো, আমরা যাই—এস দেবলা—

হাসিনা। না, না—আমিও যাবো। দেবলা, দিদি, তোর পায়ে ধরি—

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাফুরের গৃহ

আসমানি ও খসরু

আসমানি। বাবা কি করিতেছেন?

খসরু। একা একা গৃহমধ্যে নিঃশব্দে বিচরণ করিতেছেন।

আসমানি। আপনি যে আমাদের কাছে আছেন, আপনার অনেক ক্ষতি হবে।

খসরু। লাভও হতে পারে।

আসমানি। কিরূপে?

খসরু। যিনি লাভ লোকসানের কর্ত্তা তিনিই দেখবেন। যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা মালেক সাহেবের কৃপায়, যদি কিছু যায় তবে তাঁহার কাজেই যাক।

আসমানি। হাসিনার বিয়ের কথা শুনে বাবা কি কিছু বলেছেন?

খসরু। কিছুই বলেন নাই। বাদশার কাছ থেকে আসা অবধি তাঁকে ত প্রায় কথা বলতে শুনি নাই।

আসমানি। আমি ভেবেছিলাম কেমন করে তাঁর সামনে যাবো। হঠাৎ দেখা—সেই একই ভাব—আমিও যেন কিছুতেই এক পা' যাইতে পারিলাম না। সম্মুখে কয়টী ফুল গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—গাছগুলি বুঝি অনেক দিন জল পায় নাই। আর কিছু না। আমার একটু সাহস হলো, ভাবিলাম কিছু বলি—তাঁহার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যেন আবার ভয় হইল, আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না।

খসরু। তাঁহাকে আর বিরক্ত করিও না। আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ অপরাধী, আমাদেরই দোষে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তিনি এখনো শান্ত হইতে পারেন নাই।

আসমানি। আমি কি কুসন্তান!

খসরু। আসমানি, মাহাবুর কথা মনে পড়ে?

আসমানি। মনে আছে, কিন্তু সব কথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আর ভাবছি আপনার কথা! আপনি আমার জন্য কত বিপদ মাথায় নিয়েছিলেন। আমি আপনাকে কত অযত্ন করেছি। কেমন করে আপনার কাছে আমার সহস্র অপরাধের ক্ষমা চাহিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

খসরু। সে কথা যাক্। আর ত চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না। একটা কিছু ঝড় বহিলে—না হয়—তার সাথেই উড়িতাম। আসমানি, অনেক দিন তোমার সাথে আনন্দ করে বেড়ান হয় নাই।

আসমানি। কোথায় যাবো? বাড়ীর সীমার বাহিরে ত কোথাও যাইবার উপায় নাই। এখন কত দুঃখ বোধ হচ্ছে যে আপনার সাথে কেন এতদিন ভাল করে বেড়াই নাই। আর তেমন দিন হবে না; আর নীলাকাশের মুক্ত ছবিখানি দেখা হইবে না; কোথায় নদী,

কোথায় বন উপবন, কোথায় বা পাহাড়—আর তেমন করিয়া ইহাদের কিছুই দেখিতে পাইব না। আজ আমি জীবনের সব সাথী হারাইয়াছি; সমস্ত অযত্নের ঋণ আজ সকলেই পরিশোধ করিয়াছে। চলুন, একটু বেড়াই, আমাদের বাগানে যথেষ্ট স্থান আছে।

খসরু। মালেকজী আস্‌ছেন।

আসমানি। আমি পালাই, আমি তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারিব না। যদি তিনি রাগ করিতেন, তবে পারিতাম।

খসরু। খুব ব্যস্ত হয়ে যেন এদিক ছুটছেন!

আসমানি। তাইত! আমার জন্যই বাবা পাগল হয়ে যাবেন। তাঁকে কত দুঃখ দিলাম।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। খসরু, তুমি আমাকে সংবাদ দেও নাই! এ কি শুনি? মোগল এসেছে! নগরবাসী ভয়ে হাহাকার করছে! অন্য স্থানের লোক পলাইয়া নগরের সব স্থান অধিকার করেছে, আর নাকি স্থান নাই! মোগল যমুনা পার হয়েছে!

খসরু। আমিও শুনিয়াছি, কিন্তু আপনাকে জানাইবার আবশ্যকতা বুঝি নাই।

কাফুর। তুমি কি ভ্রান্ত! বাদশার সহিত বিবাদের সময় পাওয়া যাইবে। প্রথমে দেশ রক্ষা কর। দেশ যদি যায় তবে কাহার সহিত বিবাদ করিবে? মোগল কি শুধু বাদশার শত্রু! এ দেশ কি শুধু বাদশার! মোগল যে সর্ব্বনাশ করিবে, আমাদের কি কোন চিহ্ন থাকিবে। চল, আমি বাদশার কাছে যাবো।

খসরু। বাদশা কি আপনার সাহায্য চাহিয়াছেন? কেহ কি কোন সংবাদ দিয়াছে?

কাফুর। কে আমাকে সংবাদ দিবে? বাদশা আমার সাহায্য না লইলেও আমি মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। এ কি তাঁহার একার দেশ! বিশেষতঃ আমি আমার গঠিত রাজ্য নষ্ট হইতে দিব না। আমার নিজের কোন ভোগ বাসনা নাই, আমি ত বাদশা হইতে চাহি না, আমি চাই আমার দেশের মঙ্গল হোক, তাহাতে সৌভাগ্যের হাসি ঘরে ঘরে ফুটিয়া উঠুক। সেই দেশ আজ মোগল নষ্ট করিবে! আমি ত সেই দেশেরই একজন। ইহার ভাল মন্দে কি আমার কোন স্বার্থ নাই? আমার অর্থভাণ্ডার বাদশাহকে দিব, আমার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিব, মোগলকে ধ্বংশ করিব, তার পর বাদশার সহিত বিবাদ—

(খিজির, দেবলা ও হাসিনার প্রবেশ)

খিজির। আর বাদশার সাথে কোন বিবাদ নাই।

হাসিনা। বাবা—বাবা! দিদি, ক্ষমা কর।

কাফুর। এস—এস। খসরু, একি আনন্দ!

দেবলা। আমায় চিনিতে পারেন? শ্বশুরবাড়ী হতে মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে, আর তার কোন দোষ নাই—সে হাসি মুখ দেখবে বলেই এসেছে!

কাফুর। কি আনন্দ! কি উৎসব! আমি কাহাকে কি বলিয়া সন্তুষ্ট করি বুঝিতেছি না। খসরু, আমার শুভ ইচ্ছার প্রথমেই শুভ ফল হইয়াছে, মোগল নিশ্চয় ধ্বংস হইবে।

খিজির। আমরা কিছুক্ষণ অন্তরালে ছিলাম, আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার সাহস ছিল না। আপনার কথা শুনিয়া আমাদের ভয় দূর হইয়াছে। আপনার প্রাণ অতি মহৎ। এ জগতে তাহার তুলনা নাই। আমি যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহার কিছুই বলিবার আবশ্যকতা

নাই দেখিতেছি। আমরা বিপদে আপনার সাহায্য লইতে আসিয়াছি আর আপনি আমাদিগকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত বিদ্বেষভাব ভুলিয়া অযাচিত সাহায্য দান করিতে পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া আছেন। আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

কাফুর। দেখিলে খসরু, তুমি ভয় করিতেছিলে যদি বাদশা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন! দেশের জন্য কে না পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ দূর করিতে চায়! হাসিনা কিছুক্ষণ এ বাড়ীতেই থাকুক। খসরু তুমিও থাকো, এখন আমার সাথে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

দেবলা। আর আমি? নিজের মেয়েকে সকলেই আদর করে, তবে পরের জন্য একটু চক্ষুলজ্জা হয় ত!

কাফুর। মা, আমার সে লজ্জা নাই। তুমি এখন এখানে থাকিতে পাইবে না। তুমি কেমন আছ, তাহা পথেই আলাপ হইবে। এখন তোমার উপযুক্ত অভ্যর্থনার সময় নয়।

দেবলা। যদি সাহাজাদার অনুমতি হয় তবে কিছুক্ষণ থাকিতে চাই।

খিজির। আমার আপত্তি নাই।

কাফুর। আমার কথা শুনিলে ভাল হইত। হোক্, তোমার যেমন ইচ্ছা। আসমানি, এ তোমাদের ভগ্নী, কিন্তু মনে রাখিও বেগম। তবে আর অনর্থক সময় নষ্ট করি কেন? সাহাজাদা আসুন।

(সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

কাফুরের গৃহ—নিভৃত স্থান

(খসরু ও দেবলার বিভিন্ন পথে প্রবেশ)

দেবলা। কি ঠাকুর? চিনতে পার? তুমি এখানে কেন? কেমন আছ? এখন তোমার দৈন্যতা গিয়াছে, আর বোধ হয় সে উদ্দাম নাই।

খসরু। সে উদ্দাম কখনো আসে, কখনো যায়। এইমাত্র ছিল না, আবার এই মুহূর্ত্তেই আসিয়াছে।

দেবলা। কেমন?

খসরু। প্রাণের এ কেমন ভাব কিছু বুঝি না। আজ তোমার গর্ব্বিত মুখখানি দেখিয়া মনে কতই ভাবিতেছি। আমি যেন কত তুচ্ছ! সত্যই ত তাই। তুমি কেন আমার কথা মনে রাখিবে? আমিও কি তোমাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম? আমার মন কোন আকাশে উড়িয়া যায় তাহা কি একবারও ভাবি! আমি যেন সম্পূর্ণ উদাস, তোমার সহিত যেন আমার কোন সম্বন্ধ নাই! কিন্তু তোমাকে আবার তেমনি নির্জ্জনে পাইয়া আমার পুরাতন সকল ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছে; আমি আবার পাগল হইয়াছি।

দেবলা। কেমন আছ?

খসরু। অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি মাত্র।

দেবলা। কোনই লক্ষ্য নাই, দুদিনে সব ফুরাইয়াছে!

খসরু। কিছুই ফুরায় নাই, শুধু নূতন রং মাখিয়াছে। আবার

তোমার সাথে দেখা হইয়াছে, কখনো যে দেখা হইবে এ আশা করি নাই, আজ কত দিন পরে দেখা—কিন্তু তবু যেন তোমার কাছে কথা বলিতে কত সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

দেবলা। ভালই হইয়াছে। আমার কথা মনে করিয়া কষ্ট পাইবে কেন? তবু এ বিদেশে তুমি আমার দেশী লোক, উভয়েই সময় অসময়ে উপকার করিতে পারিব। কিন্তু আর বাতুলতা করিও না, আমার চেয়ে তোমার বেশী বিপদ।

খসরু। আজ তোমার সহিত দেখা না হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

দেবলা। তোমার সাথে যে দেখা হইবে তাহা ভাবি নাই, নির্জ্জনে একটু বেড়াইতেছিলাম। মনে ক'রো দেখা হয় নাই।

খসরু। দেখা হওয়ায় কি দুঃখ হইয়াছে?

দেবলা। না, বরং ভালই হইয়াছে।

খসরু। কার?

দেবলা। তোমার। তোমাকে কয়টী কথা বলিব। যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে মবারকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিও।

খসরু। তার মন বড় কুটিল।

দেবলা। তোমার কি! তুমি কি চাও? ঠাকুরপূজা ছাড়িয়া মাথায় তাজ পরিয়াছ কেন?

খসরু। যদি আমার পণ রক্ষার সুবিধা হয়, তবে কিছুই করিতে আপত্তি নাই।

দেবলা। মূর্খ ব্রাহ্মণ! সামান্য আত্মাভিমানের বশে তুমি যে অনিষ্ট করিয়াছ তাহার তুলনা নাই। আবার!

খসরু। সে অভিমান ক্ষুণ্ণ হইতে কতক্ষণ! আবার অনিষ্ট করিতে পারি। আবার সব পারি যদি তুমি অভয় দেও! তুমি তাহা পারিবে

কেন ? তুমি যেন আমার বয়সে কত বড়, আমি যেন তোমার দ্বারে এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য প্রলাপ বকিতেছি, তুমিও বিজ্ঞের ন্যায় আমায় উপদেশ দিতেছ। কিন্তু মনের গতি কখন কাহার কিরূপ হয় বলা যায় না। কি ইষ্ট, কি অনিষ্ট, সংসারের কি ক্ষতি বা কি লাভ তাহাতে আমার কি ? আমার এমনই অবস্থা হইয়াছিল যে, আলস্য ও জড়তা সত্বরই আমাকে প্রাণহীন অচেতন করিয়া তুলিত। সে বিকারে তুমি আজ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছ। বিষে বিষ ক্ষয় হইয়াছে! আমাকে আরো তুচ্ছ করিতে পার ? আদর করিও না।

দেবলা। যাও তোমার কাযে যাও, আমিও যাই !

খসরু। রাজকুমারী, একটী কথা! তুমি কি কখনো আমাকে ভালবাস নাই ?

দেবলা। কত পথিক রাজপথে যাতায়াত করে, কে কাহাকে ভালবাসে বলিয়া যায় আসে, তাহার সন্ধান করিবার জন্য কখনো কেহ প্রস্তুত থাকে না। ঠাকুর, এ তোমার কেমন ধারণা! তোমার মনে কি তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব। তোমার কথা যে নিতান্তই হাস্যাস্পদ !

খসরু। জানি না, এ সৃষ্টিতে আমার মত অসৃষ্টির প্রণয় আর কাহারও আছে কি না। তবে আমি ত বলিয়াছি, তোমার কাছে উপহাস আমার কাছে স্বর্গতুল্য। পথের যে ধূলা তুমি দলিয়া যাও, তুমি জাননা যে সে ধূলিকণা তোমারি পায় দলিত হইবার জন্য কত জন্ম তপস্যা করিয়াছে !

দেবলা। তোমার এ তপস্যা নূতন বটে।

খসরু। এর চেয়ে আর পুরাতন কোন তপস্যা নাই। যে যাহারে চায়, সে তাহারে চায় না।

দেবলা। চাহিবার ফল মিথ্যা হয় না, এক দিন পাওয়া যাইতে পারে।

খসরু। তুমি এখনো আমার কথা সন্দেহ কর?

দেবলা। তুমি আমার জন্য মরিবে কেন?

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। রাজকুমারী, তোমাকে লইবার জন্য লোক আসিয়াছে, তুমি হাসিনার কাছে যাও।

দেবলা। আপনি কি এখনি যুদ্ধযাত্রা করিবেন?

কাফুর। হাঁ! যাও, পাগলামি করিও না! (দেবলার প্রস্থান) খসরু, সাবধান!

খসরু। মালেকজী—

কাফুর। কথায় অনর্থক মিথ্যা কথা আসে। তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।

খসরু। দুই দিন পরে।—

কাফুর। অসম্ভব—

খসরু। এক দিন—

কাফুর। সাবধান—

খসরু। আমাকে একটু শান্ত হইতে দিন। অন্ততঃ একটা কথাও বুঝিতে দিন।

কাফুর। যদি ভাল চাও, আমার সাথে এস!

খসরু। একটী কথা! আপনাকে কি কেহ এখানে সংবাদ দিয়া আনিয়াছে।

কাফুর। না। এখানে আমার অর্থের ভাণ্ডার গুপ্ত আছে, তাহাই আজ দেশের জন্য ব্যয় করিব। এস, তোমাকে আমার সাথ ছাড়া করিতে পারি না! (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনভূমি

(খসরু ও আসমানির প্রবেশ)

খসরু। এই স্থানটী অতি মনোরম, এইখানেই বসি।

আসমানি। বসুন! বেশ গাছের ছায়া আছে, রৌদ্রে বেড়িয়ে বড় কষ্ট হয়েছে।

খসরু। এই তরুতলে শিলার উপরে বসো! কেমন শীতল বাতাস, গাছের কেমন শীতল ছায়া! রৌদ্রতপ্ত প্রকৃতি যেন কি এক স্ফটিকাভ ধূমের আবরণে ক্লান্তদেহখানিকে রক্ষা করিতে চেষ্টিত। ক্ষুদ্র ঝরণার জলোচ্ছাসে কি সুধা বর্ষণ হইতেছে! এই ঘন বন, আসমানি শুন, কে যেন বাঁশী বাজায়—কোথায়?

আসমানি। এই দুপুর রোদে কার প্রাণে উচ্ছাস উঠেছে!

খসরু। কার প্রাণে নয়? তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর! দেখ, এ বিজন বনে কত যুগ যুগান্তর ধরে এই পাষাণ পড়ে আছে, আর এই জলধারা তার বক্ষ'পরে কেঁদে কেঁদে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু পাষাণ গলে না। যেথা যাই ওই এক কথা! এ কি অভিমান! পাষাণের এ কি রঙ্গ। আসমানি আমি জনতা ভালবাসি না, সেথায় কেহ আমাকে এ রঙ্গ দেখতে দেয় না।

আসমানি। উহা দেখিয়া কি লাভ, আমার বোধ হয় উহা দেখিয়া কেবল কষ্ট।

খসরু। তা হোক, সে কষ্টের চেয়ে কোন সুখ অধিক তৃপ্তি দিতে পারে না। তোমাকে আজ বড় আনন্দময় দেখাইতেছে, মুখখানি ঠিক ভালবাসির মত হইয়াছে। আসমানি! আমার বড় সৌভাগ্য যে সাহাজাদা আমাকে ছলনা করিয়া যুদ্ধে যাইতে দেন নাই! তাহলে আজ তোমার মুখখানি দেখিতে পাইতাম না! তুমি এত সুধাময়ী, আসমানি!

আসমানি। মোগলেরা কি চলে গেছে?

খসরু। না—না—আর ২।১ দিন বিলম্ব হলেই একেবারে নগরে এসে পড়তো, এখন তারা একটু ফিরেছে!

আসমানি। কানন উপরে রবির কর পড়ে বড় সুন্দর হয়েছে!

খসরু। তোমার শ্রান্তি দূর হয়েছে ত! একটী গান গাহিবে?

(আসমানির গীত)

আজকে আমার পরাণখানি উথলে উঠে কূলে কূলে,
এমন আকুল সমীরণে বাণ এসেছে ফুলে ফুলে।
এমন আলো কানন-ভরা,
পাষাণ গায়ে সলিল ঝরা,
নয়ন পরাণ মুক্ত করা
সাধ উঠেছে বিষাদ ভুলে।
নবীন পাতায় ভরা শাখা,
কোন সোহাগে আকাশ মাখা!
আজ তো মিছে যাতনা রাখা—
ছুটবে আমার মানস তরী
কোন সাগরে দুলে দুলে।

খসরু। আসমানি, তোমার মুখখানিতে কি মধুর হাসি! আসমানি, আসমানি—তোমার এ রাঙ্গা ঠোঁটে আজ কিসের খেলা!

আসমানি। ছিঃ, এই বুঝি আপনি ভাল-মানুষ?

খসরু। আমি ভাল-মানুষ! কে বলে? মিথ্যা কথা, আমি মানুষ নই। আসমানি, তুমি আমায় এখানে আনিলে কেন? কি চাও, কি বলিবে?

আসমানি। শুনুন, আমি আগে বড় মানুষের মেল ভালবাসতাম, অনেক সাথী না পেলে আমার কিছুতেই আনন্দ হতোনা! কিন্তু সব বিষবৎ হয়েছে। হাসিনা যখন বল্লে যে, আজ আমরা এখানে বেড়াতে আস্‌বো, তখন বড় আহ্লাদ হয়েছিল, এখানে এসে দেখলাম আমার ভাল লাগিবার কিছুই নাই! সকলের আনন্দ করিবার কিছু আছে, আমার আর এ জগতে কিছু নাই। তাই আপনাকে আনিলাম যে কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া বসি।

খসরু। এই কানন মাঝে তোমার কাছে একলা বসে, তোমার মুখে সমস্ত প্রকৃতির রূপ দেখে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। জীবনে এত সুখ যেন কখনো পাই নাই। তোমার কি দুঃখ, বল আসমানি! আজ তোমার মানস তরী কোথায় ছুটতে চায় বল! তোমাকে এত সুন্দর দেখায় কেন?

আসমানি। যে দেখে, তার যেমন দেখার ইচ্ছা তেমনি দেখে!

খসরু। তোমার চেয়ে হাসিনা সুন্দরী, কিন্তু যেদিন প্রথম এসেছি সেই দিনই তোমায় দেখে মনে হয়েছে—হাসিনা কেন—সহস্র সহস্র সুন্দরীতেও তোমার স্বাস্থ্যময়ী লাবণ্যের এক কণাও যেন তাহাতে নাই। যে সোহাগ তোমার মুখে মাখা, তাহা আর কোথাও পাই নাই। তোমার প্রতি অঙ্গ যেন কি কমনীয় ভাব বিকাশের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি এত

সুন্দর কেন? তোমার সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বলিয়াই কি আমি প্রলুব্ধ হইয়াছি! তোমার সহিত কি আমার কোন জন্মের পরিচয় আছে!

আসমানি। তা হবে? এখানেই কি দিন কাটাবেন? যাবেন না?

খসরু। তুমি এখানে আনিলে কেন?

আসমানি। আমি এনেছি, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

খসরু। তাহা হয় না। নদী একবার ছুটিয়াছে, আর পাহাড় বলিতে পারে না যে আমি ছুটিতে দিব না; মেঘ কালো হইয়াছে, আর কি মেঘ না গলিয়া থাকিতে পারে? আসমানি, তুমি কাহাকেও ভালবাস না; কিন্তু আমি তোমায় ভালবাসি। মালেকজী যাইবার পর হইতে এই কয়দিন তোমার সহিত দিবারাত্রি থাকিয়া আমি আর আমার হৃদয়কে প্রশমিত করিতে পারিতেছি না। কিছুই তোমাকে বলিতে পারি নাই; আজও পারিলাম না। এই চুম্বনে আমার সমস্ত উদ্বেগ জ্ঞাপন করিবে। আসমানি, আসমানি—এ কি প্রলোভন! এ কি ভুল! এ কি চুম্বন! বিশ্বময় খরতাপে এ কি অভিশাপ! এ ত শান্তিহরা নয়—এ যে মহাভ্রান্তি! চল আসমানি, চল।

আসমানি। আমি যাইব না, এখানেই মরিব।

খসরু। তোমারও জীবনের লক্ষ্য আছে, আমারও আছে। তোমাকে পথ ভুল করাইব না।

আসমানি। আমার কিসের পথ! আর কোন পথ নাই, আর কোন উপায় নাই! কি কুক্ষণে মাহাবুকে দেখিলাম! কেন তার সাথে দেখা হয়েছিল, আমারই দোষে এত শীঘ্র তার আয়ু ক্ষয় হয়েছে। আমার লক্ষ্য কোথায়? শূন্যে। শূন্যে কে কতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারে? কেন তুমি আমার সাথে আসিলে? আমার দুর্ব্বলতা জানিয়াও

কেন তুমি আমাকে নিরস্ত কর নাই! তোমার যে লক্ষ্য আছে, তাহা কি এতক্ষণে মনে পড়িল!

খসরু। আসমানি, চল; যদি তোমার সুপথ করিতে পারি ভাল, নতুবা আমার লক্ষ্য আমি বিসর্জ্জন দিব।

আসমানি। আমার কি সুপথ হইতে পারে?

খসরু। মবারক!

আসমানি। চলুন।

(মবারকের প্রবেশ)

মবারক। বেশ ত! আমি তোমাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান! তোমরা কিছু খাবে না? এত কাছে বসে আছ, আর আমরা সন্ধান পাই নাই। ওই গাছতলায় আর সকলে অপেক্ষা করছে।

আসমানি। আমি ত যাচ্ছি।

প্রস্থান)

মবারক। আর তুমি কি এখানেই থাকবে!

খসরু। প্রকৃতির মুগ্ধ নেত্রে আমি সব হারিয়ে ফেলেছি।

মবারক। সব হারিয়েছ!

খসরু। তাইত, আমার কি আছে যে হারাইব!

মবারক। সংবাদ আসিয়াছে আমাকে বোধ হয় কিছু সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে। তুমি আমার সাথে চল।

খসরু। আপনি আমায় দয়া করিয়া এখন সঙ্গে লইবেন ইহাত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনিই ত আমাকে যাইতে দেন নাই। মোগলের কি সংবাদ?

মবারক। মোগল দ্রুত পলায়ন করিতেছে, তাহাদের সহিত আমাদের অভিযানের কোন সম্বন্ধ নাই। বাদশা চিতোর আক্রমণে

যাইতেছেন, যদি চিতোরে আমাকে যাইতে হয়, ভালই, নতুবা মালবে যাইতে হইবে।

খসরু। আর মালেকজী?

মবারক। যদি তিনি চিতোরে যান, তবে এবার দাক্ষিণাত্যের ভার আমার উপর। চল, দুই বন্ধুতে এক সাথে থাকিব।

খসরু। আমি আপনার বন্ধু হইতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

মবারক। আমি তোমাকেই বন্ধু চাই। বাদশার মালেকজী, আর আমার তুমি।

খসরু। আপনি আসমানিকে বিবাহ করিতে পারেন? তাহা হইলে আসমানির যোগ্য বর মিলে।

মবারক। তোমাকে কেন যে বন্ধু করিতে চাই, তাহা এখনো বলি নাই, তবে তোমার প্রস্তাব আমার কার্য্যের অনুকূল হইতে পারে। এ বিষয় বিবেচনা করিব।

খসরু। আপনার নিতান্ত অমত নাই!

মবারক। যদি আসমানি কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে কিছু বলিও না। সাবধান!

খসরু। সাহাজাদার কথা অমান্য করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই।

মবারক। তুমিই আমার মালেকজী।

খসরু। কোথায় দিগ্বিজয়ী সেনাপতি, আর কোথায় আমার অধম জীবন।

মবারক। তুমিও বড় হইবে। শুধু প্রেম প্রেম করিয়া মরিও না। অন্য কার্য্যে মন দেও—

খসরু। কাজ দিন!

মবারক। খসরু, নবাব বাদশার কাজ প্রাণে। তুমি অযথা অনেক

ভাবিতে পার, তোমার দ্বারাই আমার কাজ হইবে। সে কথা এখন থাকুক! এস।

খসরু। আপনার যেমন অনুগ্রহ। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর রাজপথ

(তিনজন আমীরের প্রবেশ)

৩য়। আইয়ে জনাব, আজ সুপ্রভাত! কোথায় যাচ্ছেন?

১ম। আপনারা কোথায়?

২য়। বাদশা নগরে থাকলে ত আর আমোদ করিবার যো নাই, যাকে ফুর্ত্তি করতে দেখবেন, অমনি বল্‌বেন যে ওর টাকা বেশী হয়েছে, কিছু কেড়ে নেও!

৩য়। বাদশার বিরুদ্ধে যাতে বড় লোকে ষড়যন্ত্র না করতে পারে, তার জন্যই এই ঔষধ!

১ম। বিরক্তির শেষ! কিছু বলিবার সাধ্য নাই। দুই তিনজন আমীর ওমরা একত্রে পথে কেন, বাড়ীতেও বসিবার আজ্ঞা নাই। একয়টা দিন হাড়ে একটু বাতাস লেগেছে। তবু, জনাব, এখন আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে কাজ নাই, সর্ব্বত্রই গুপ্তচর আছে।

২য়। কি আপদ! আর আমীর ওমরার মান সম্ভ্রম নাই। আমরা এমন হলেম কেন? আমাদের কিসের ভয়!

৩য়। এক কাফুর! ভেবেছিলাম, আপদ গেল—বাঁচা গেল! হলো না—আবার বিবাদ মিটে গেল।

১ম। ছোট লোকের বাচ্চা! ওর আবার মান অপমানের জ্ঞান আছে! হতেম যদি আমি, গলায় ছুরি দিয়ে সেই দণ্ডে মরতাম! বেঁচে থাকা কি জন্য? নিজের অপমান, মেয়েদের অমন কলঙ্ক, তবু আবার সেধে গিয়ে বাদশার পায়ে পড়া!

২য়। আমি শুনলাম বাদশাও ডেকে পাঠিয়েছিলেন!

৩য়। সে কেবল লোক দেখান, আর বাদশার চতুরতা! দেখলেন মোগল এসেছে, ভাণ্ডারে অর্থ নাই, আমাদের ত পূর্ব্বেই নিঃস্ব করেছেন, কাফুরের যথেষ্ট আছে;—নিজের কাজও হলো, আর কাফুরেরও ডানা কাটা গেল, আর উড়তে পারবে না।

১ম। ঠিক ঠিক, যেমন করেই হোক, শত্রু ক্ষয় হোক! আপনার মেয়ের বিবাহের কি করলেন?

৩য়। কি আর করবো? বাদশার যেমন হুকুম, তাঁর অনুমতি না পেলে কোন আমীর ওমরা ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে পারবে না। যার ছেলে, যার মেয়ে তার কোন কথা নাই। হয় ত যে বাড়ীর ক্রীতদাস হইবারও যোগ্য নয়, বাদশার হুকুম হতে পারে যে তার সাথেই বিয়ে দাও!

২য়। কাজেই নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখতে, হয় বিষ খাওয়াতে হয়, না হয় খুন করতে হয়। ছেলে মেয়েকে আর কত শাসন করা যায়, কিন্তু বাদশা দুদিন অন্তর আমাদের বেইজ্জৎ করবেন যে আমাদের রীতিনীতি ভাল নয়।

১ম। নিজে কি? বাঁদীর ত সংখ্যা নাই, আবার চিতোরের একটী সুন্দরীর কথা শুনে সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে!

৩য়। বাবা, সে রাজপুতের দেশ, অনেকটা নাকাল হতে হবে।

১ম। যেমন করে হোক শত্রু ক্ষয় হোক। আর বেশী দিন সহিবে

না; আমাদের মুখ বন্ধ করে নিজে খুব ফুর্ত্তি করছেন, অত সহিবে না। দেখেছ ত, শরীর গেছে, আর বেশী দিন নাই। আল্লা, কি বল্‌তে কি বলি—কোথাও কেউ নাই ত!

৩য়। না—না—

১ম। ছোট সাহাজাদা বড় ভাল মানুষ—

২য়। হাঁ জনাব!

১ম। ওই একটা লোক আসছে না?

২য়। তাইত, তাইত! পথে বড় ধূলা!

৩য়। বাদশা এই যে নূতন তোরণটী নির্ম্মাণ করিয়েছেন, বড় সুন্দর হয়েছে।

২য়। এই মিনারের মত আর একটী মিনার প্রস্তুত হবে।

১ম। বাঁচা গেছে, লোকটা ওপথে চলে গেল। মবারক সাহেবই লোক ভাল।

২য়। বড় নবাবের কোন সখ নাই, হতে পারে সৎ লোক, কিন্তু তাতে আমাদের কি!

৩য়। মবারক সাহেবের ফুর্ত্তির প্রাণ! তাঁর হুকুম পেয়েই অন্ততঃ একটা দিন আমোদ করা যাচ্ছে।

২য়। আর এপথে দাঁড়ান হলো না—একটা লোক যে এসে পড়েছে—বাহবা—এ আবার কে?

(তিনজন আমীরের প্রবেশ)

৪র্থ। কি জনাব, আজ বড় আরাম!

৫ম। আজ বুনো বাঘ বনে গেছে, কেমন?

২য়। জনাব, চলুন, কোথাও যাওয়া যাক্‌।

৬ষ্ঠ। বেশ, বেশ, নবাবজাদার সরাব অনেক দিন সেলাম করা হয় নাই। বাঁদীগুলোর ঠোঁট হয় ত চুমু না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। কি বলেন, জনাব! বাদশা না বুঝুক, আমাদের ত একটু বুঝতে হয় —ফুল ফুটেছে, আমোদ দিতে, আমোদ নিতে; আর জান্‌টা হয়েছে সেই আমোদে হয়রান হতে!

৩য়। জনাব, এ মেরি জান্‌কি বাৎ!

২য়। আজ আমার গরীবখানায় চলুন!

৪র্থ। কিছু নূতন আমদানী আছে? ঝরা ফুলে রুচি নাই।

২য়। দিনকাল বড়ই কঠিন, জনাব! তবু কিছু আছে।

১ম। জনাব, দেখুন—গুজরাটী ভিখারী আস্‌ছে, যেন আকাশের চাঁদ।

৪র্থ। টাটকা বটে, ডাকো, ডাকো—আরে এদিক—এদিক—

১ম। এরা ভিক্ষা করে কেন? কি সুন্দরী!

৬ষ্ঠ। ভিক্ষা করায় এক সুখ আছে যে নূতন নূতন মুখ দেখা যায়!

(দুইটী গুজরাটী ভিখারিণী ও বৃদ্ধ ভিখারীর প্রবেশ)

৫ম। তোমরা পথে পথে ভিক্ষা কর কেন? এত বড়লোক আছে!

বৃদ্ধ। আমরা কি তাঁদের দৌলতখানায় যেতে পারি?

১ম ভিখারিণী। যে পাহারা বসিয়েছেন! আর আমাদের এমন কি অদৃষ্ট যে জনাব অনুগ্রহ করে—ভিখারীর গান শুনবেন।

৩য়। তুমি ত দেখতে বেশ!

২য়। আমার বাড়ী চল, সেখানে গিয়ে গান শুনবো।

৫ম। জনাব, এখানেই একটা শুনি, নমুনা দেখা যাক্‌।

১ম। তবে একট গাও—অনেক লোক আস্‌ছে জনাব—

৬ষ্ঠ। উঁ, তাইত! ছোট লোকের বড় বুদ্ধি হয়েছে।

৩য়। তবে একটি গাও! মোলায়েম বটে।

২য় ভিখারিণী। জনাব, আপনারা বড় লোক, আপনাদের সামনে আমাদের বড় লজ্জা করে।

৬ষ্ঠ। তবে ফিক্ করে একটু হেসে নেও, লজ্জায় মাথা খসে পড়বে!

(ভিখারিণীর গীত)

আমার ডুবলো তরী মাঝ দরিয়ায়
পারিস যদি বেয়ে চল!
পাছে আস্‌ছে তুফান কাল মেঘের
মানবে না সে চোখের জল।
কূলের ঘাটে সন্ধ্যা পাটে, আঁধার এল গোঠে মাঠে,
আমার নাই ভরসা খেয়ার আশা, পাইনি কিছু ভবের হাটে;
আমি একলা এসে একলা যাবো,
কূল পাবো, নয় রসাতল।
হেথায় নদীর গভীর জলে,
এই নিরমল আকাশ তলে,
হয় পাবো, নয় ডুবিয়ে দেব,—
না পাই সুধা,—হলাহল।

৫ম। কেন, জানি, বিষ খাবে কেন! কত সুধা চাও!

(রফি ও লায়লার প্রবেশ)

৬ষ্ঠ। পাজি, তোর এত সাহস! দেখ্‌তে পাচ্ছিস না—সকলে কত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। দূর হ’!

রফি। জনাব, আমার মেয়েটী গান শুনবে বলে এসেছি, কসুর মাপ করুন!

৫ম। কেন, তোর মেয়ে কি পরীর বাচ্চা, দূর থেকে গান শুনতে পারে না!

১ম। আরে, এ যেন চিনি! ওরে বেটা, তোর মেয়ে গান শুনবে? বেশ ত! চল আমাদের সাথে, এরাও সেখানে যাচ্ছে!

৩য়। ও, সেই বটে। বুড়ো চল আমাদের সাথে।

লায়লা। বাবা, ঘরে চল। আর গান শুনে কাজ নাই।

২য়। বুড়ো তোর হাতে কি?

রফি। জনাব, কিছু ডিম বেঁচতে যাচ্চি।

১ম। তোর বাড়ীর ডিম ভাল বটে! বেঁচবি?

৫ম। তবে চল আমাদের সাথে, ঢের পয়সা পাবি।

রফি। না জনাব, আমরা বাড়ী যাই।

৬ষ্ঠ। বাড়ী যাবি কি রে! তুই যা, তোর মেয়ে থাকুক।

৪র্থ। তুই বেটা ভারী নবাব! এরা যেতে পারে, আর তোর কি রে? কথা বল্‌বি ত গলা কেটে ফেলবো!

রফি। হুজুর, জনাব, আমি বড় গরীব!

২য়। ঢের টাকা পাবি, চল!

রফি। দোহাই বাদশার দোহাই!

(খসরুর প্রবেশ)

খসরু। আপনারা এমন জনতা করবেন না, বাদশার আদেশ।

৬ষ্ঠ। তুই বেটা ভুঁই ফোড় কে রে? যা!

খসরু। যদি আপনারা আমার কথা না শুনেন, তবে আমি বল-প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। আমার সব সিপাহী সাথে আছে, আপনাদের অপমান না হয়, এইজন্য তাদের দূরে রেখেছি।

৪র্থ। শিকার হাতে এসে পালাবে? তা হবে না! থাকুক তোমার সিপাই।

১ম। না, না—কাজ নাই, এখন আর গোল করো না।

৩য়। তাই ভাল, পরে দেখা যাবে। যাবে কোথায়!

৫ম। আজ থাক্—একটা লোক পাঠিয়ে দিয়ে খোঁজ কর।

২য়। আমিও ত চিনি। (পরস্পর কাণাকাণি আলাপ)

খসরু। বৃদ্ধ এস, তোমার বাড়ী কোথায়?

লয়লা। আমাদের বড় ভয় হয়েছে।

খসরু। আমি সঙ্গে লোক দেব, কোন ভয় নাই।

রফি। খোদা আপনার ভাল করবেন।

লায়লা। আপনাকে যেন চিনি!

খসরু। ও! ঠিক ত! আমি যেদিন প্রথম দিল্লী আসি, সেদিন ঝড় বৃষ্টিতে তোমাদের বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। দেখি; আমি নিজেই যেতে পারি কি না?

রফি। আপনি দয়া করে যেমন করেন।

খসরু। এস।

(রফি, লায়লা ও খসরুর প্রস্থান)

৬ষ্ঠ। বেটা এসে ভারী গোল করলো! রাখো বাবা, তোমায় দেখছি।

ভিখারী। জনাব, আমাদের কিছু মিলে!

২য়। চল তোরা আমাদের সাথে, আরো গান শুনবো। জনাব আসুন—আর কেন?

৬ষ্ঠ। চল, ইয়ার—দেখি তোমার ভাণ্ডারে কি আছে? আর সঙ্গে ত কিছু নিয়েই যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

রফির গৃহ সন্নিকটস্থ উদ্যান পার্শ্বের পথ

(বৃক্ষতলে পথিকদিগের বিশ্রাম-মঞ্চোপরি লায়লা)

লায়লা। ফলগুলি বেশ পেকেছে, পাখীতেই সব খেয়ে গেল। থাক্, গাছের পাখী—গাছের ফল দু একটা না খেতে পেলে, খোদা রাগ করবেন। আর কতই বা খাবে! এই কয়টী দাদা, এই কয়টী বাবা আর মা, আর এই কয়টী পাড়ার ছেলে মেয়েদের জন্য। বেশ ভাগ করেছি। আজ যদি মনসবদার আসেন, তবে তাঁকে গুটীকতক দেব। তিনি কি নেবেন? অত বড়লোক, তাঁর ত কোন অভাব নাই। না থাকুক, আমাদের বাড়ীতে যদি সরবত খেতে পারেন, তবে ফল খাবেন না? আমি ত দেব। তিনি কি আজ আসবেন? তাঁর কথাগুলি বেশ। বেশীক্ষণ থাকেন না কেন? আজ অনেকক্ষণ থাকতে বলবো। তিনি কি মনে করবেন! আর যদি রাগ করে একেবারেই না আসেন! আমরা গিয়ে দেখে আসবো। ও বাবা, বাদশার মহল। সহরে যেতেও আবার বড় ভয় করে। কি করবো!

(খসরুর প্রবেশ)

খসরু। লায়লা, এখানে বসে কি করছো? তোমার বাবা কোথায়?

লায়লা। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম, আপনি যে আজ এখনি এলেন? বেশ হয়েছে, অনেকক্ষণ থাকবেন, কেমন!

খসরু। তাহলে কি তুমি সুখী হবে?

লায়লা। সুখী হব না?

খসরু। এত ফল কোথায় পেলে?

লায়লা। এই যে আমাদের বাগানে। আমি দুফর বেলায় এখানে বসে বাগান পাহারা দিই।

খসরু। তোমার ভয়ে কি কোন চোর পালায়?

লায়লা। এক জন কেহ বসে থাক্‌লে বোধ হয় লজ্জা পায়।

খসরু। তোমরা গরীব, তোমাদের দুঃখের অবস্থা, তোমাদের জিনিষ কিছু চুরি করা মহাপাপ—

লায়লা। আমাদের দুঃখ হবে কেন? আমরা ত বেশ আছি!

খসরু। তোমাদের কোন অভাব নাই?

লায়লা। আপনি এখানে উঠে বসুন। বাবা এখনো খু কাজ করতে পারেন, আমাদের বাগানের ফলগুলিও ভাল, আমাদের গরুর দুধ খুব মিষ্টি, আর ছোট দাদা মাহিনা পেলেই বাজার হতে যা কিনবার দরকার সব কিনে আনা হয়। তবে দাদার মাহিনা পেতে প্রায়ই গোল হয়, আর যখন দাদা একটু রাগ করে, তখন আমাদের একটু দুঃখ হয়, কিন্তু বাবা যখন কোরাণের কথা বলে খোদার নাম করেন—তখন আবার আমাদের সব গোল কেটে যায়। আপনি দুটী ফল খাবেন?

খসরু। দেও, খাবো না কেন? দুফর বেলায় আসতে বড় কষ্ট হয়েছে, পিপাসাও পাচ্ছে।

লায়লা। আপনি বসুন, আমি একটু সরবত নিয়ে আসি।

খসরু। না, একটু পরে খাবো। ফলগুলি বড় মিষ্ট, তুমি হাসছ যে!

লায়লা। আমি ভেবেছিলাম আপনি বড় মানুষ, খাবেন না। যদি রাগ করেন, আর যদি না আসেন!

খসরু। আর যদি না আসি, তবে কি তোমার দুঃখ হবে ?

লায়লা। খুব হবে।

খসরু। কেন ? আমি তোমাদের কে ?

লায়লা। আপনার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি সরবত নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

খসরু। আমার মুখ শুকাচ্ছে, গা কাঁপছে, মন কেমন উদাস হয়েছে ! যে প্রতিজ্ঞা করে গুজরাট হতে বাহির হয়েছি, তাহার কিছুই মনে আসে না। প্রথম ভ্রান্তি আসমানি, তার পর এই বালিকা। সবই যেন আমার খেয়াল ! আমার কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই, সাময়িক প্রগল্‌ভতা মাত্র। আসমানির নিত্য নূতন ভাব, আর অত নাচিতে পারি না। মুহুর্মুহু হাসিকান্নার অত পরিবর্ত্তনে প্রাণে ধৈর্য্য থাকে না। আসমানির দোষ কি ? আমিই ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু প্রাণের কি আশ্চর্য্য লীলা, আমি চাই যে সে এখনো আমার কথাই ভাবুক, আমাকেই সাধুক, আর আমি তাহাকে যথাসাধ্য অবহেলা করি। সে ইহা করিবে না বলিয়াই আমি আর তাহাতে তৃপ্তি পাই না। তাই লায়লার কাছে আসি। ইহারা কিছু মনে করিবে না ত ! মনে করিলেও ভয়ে হয় ত কিছু বলিবে না। ধিক আমার প্রবৃত্তি !

(লায়লার পুনঃ প্রবেশ)

লায়লা। আপনার মুখ অত মলিন হয়েছে কেন ? আপনার বড় কষ্ট হয়েছে ! আপনি সরবতটুকু খান, শরীর ঠাণ্ডা হবে।

খসরু। তোমার এত দেরী হলো যে !

লায়লা। মার অসুখ, মাকে একটু সরবত দিলাম।

খসরু। তোমার মার অসুখ, আর বাড়ীতেও কেহ নাই, মার কাছে থাকতে হয়।

লায়লা। আমাদের অসুখ হলেও কাজ করতে হয়! মার কাজ মা করেন, আমি যেটুকু পারি সাথে সাথে করি। এখন ফল পাকবার সময়, বাগান না দেখলে যে পাখীতে সব খেয়ে ফেলবে। একটু বসি, আবার দৌড়ে মাকে দেখে আসি।

খসরু। বাগানের বাহিরে বসে পাখী তাড়াও কেমন করে?

লায়লা। এখানে বসলে বেশ পাহাড় জঙ্গল দেখা যায়। এইখানে শুয়ে শুয়ে আমি কত গান গাই, আর যখন দেখি পাখীগুলো বড় বিরক্ত করে তখন তাড়িয়ে দিই।

খসরু। লায়লা, একটা গান শুনাবে?

লায়লা। আপনার সামনে আমার বড় লজ্জা!

খসরু। কেন? ভয় করে?

লায়লা। আপনাকে দেখলে আমি আনন্দে বাঁচি না।

খসরু। আমার কাছে যে বসে আছ, তাতে লজ্জা করে না।

লায়লা। আমার ইচ্ছা করে আরো কাছে বসি।

খসরু। পার না কেন? এস!

লায়লা। আপনার দামী পোষাক!

খসরু। পোষাকের দামের চেয়ে কি প্রাণের দাম বেশী নয়? এই পোষাক ছেড়ে দিয়ে যদি তোমাকে পোষাক করতে পারতাম, তাহলে বুঝি সুখ পেতাম। মান ঐশ্বর্য্যেত কোন সুখ নাই। তোমাদের আমরা হতভাগ্য মনে করি, কিন্তু তোমাদের যে শান্তি আছে তাহা ত আর কোথাও নাই! আমার ইচ্ছা করে একবার তোমাদের মত কুটীরে বাস করে প্রাণের জ্বালা জুড়াই। জীবনের তীব্রতাকে আবদ্ধ রাখিয়া জ্বলিয়া মরিবার জন্যই সুরম্য অট্টালিকার সৃষ্টি, জীবনের মন্দ কথা ঢাকিয়া রাখিবার জন্যই মূল্যবান পোষাকের সৃষ্টি! উন্মুক্ত আকাশ তলে তোমাদের আবাস,

প্রাণে কোন ধূলাময়লা থাকিতে পারে না। লায়লা, আমি যদি তোমার মত দরিদ্র হই, তুমি আমাকে ভালবাসিবে?

লায়লা। ছিঃ, আপনি গরীব হবেন কেন? তাহলে সেদিন আমাদের যেমন রক্ষা করলেন, তা কি পারতেন?

খসরু। না, তা পারতাম না। সে যে কিছুই নয়, সে কেবল ক্ষমতার অপব্যবহার! তোমাদের কাছে দিন রাত থাকবো, তা কি চাও না?

লায়লা। এমন দিন কি হবে? আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন, কেমন করে থাকবেন?

খসরু। বাদশার কাজ আর করবো না। আমি যা কিছু অর্থ উপায় করেছি, তাহাতে তোমাদের মত একটী গৃহস্থের যথেষ্ট ভরণ পোষণ চলিতে পারে।

লায়লা। আপনার এত দয়া! আপনি ত বলেছেন, ভাইদের ভাল কাজ করে দেবেন।

খসরু। তা হবে। তবে ওতে সুখ নাই। আমি তা ছেড়ে দিয়ে তোমাদের মত হতে চাই কেন? লায়লা, যেথা যাই শুধু কুটীলতা, তোমার মত সরল প্রকৃতি কোথাও পাই না। লায়লা, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

লায়লা। আমার বিয়ে হয়েছে! আপনিও এই কথা বলেন? বাবা কাল একবার বলেছিলেন আমাদের কি তেমন অদৃষ্ট হবে!

খসরু। (স্বগতঃ) যাই কোথায়? শুধুই শূন্যের উপর ভরসা করিয়া আছি। কি দুর্দ্দশা! ইহাদের অভিপ্রায় অসৎ। আমাকে বড় লোক ভাবিয়া ইহারা প্রলোভনে পড়িয়াছে। তা হবে না, তা হবে না! তোমাকে আমি কুপথে লইতে পারি না। ভগবান, রক্ষা কর।

লায়লা, আজ যাই, অনেক কাজ আছে। তোমার দাদাকে কাল প্রাতে দেখা করতে বলো।

লায়লা। আপনি এত শীঘ্র যাবেন? আপনাকে একটু ত ভাল করে এখনো দেখি নাই। আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

খসরু। লায়লা, তুমি আমার কষ্ট বুঝিবে না। আমার চিন্তা আধার শূন্য, আমার লক্ষ্য পথহীন, আমার উদ্দেশ্য মিথ্যা। তুমি আমার কষ্ট বুঝিবে না। যে কখনো স্রোতে পড়ে নাই, সে কি জানে জলে ডুবা কি? যে কখনো নিরাশ হয় নাই, সে কি জানে নিরাশার কি কষ্ট! এখন যাই, আমা হইতে তোমাদের কোন দিন কি অনিষ্ট হইবে! আমি আর বেশী আসিব না, যদি কখনো কোন আবশ্যকতা হয় তৎক্ষণাৎ জানাইবে।

লায়লা। আমি কি করেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন! আমরা গরীব, আমরা অভদ্র; কেমন করে আপনার সম্মান করতে হয় জানিনা। যদি ভালই না বাসেন, তবে আপনার কাছে আমাদের আর কি আবশ্যকতা হতে পারে তাত জানি না।

(পশ্চাৎ হইতে মবারকের প্রবেশ)

মবারক। কি বন্ধু! চুপ! এখানে কোন পরিচয় দিতে আসি নাই। তুমি কেগো! মুখখানি বেশ! তোমাদের বাড়ী কোথায়?

লায়লা। এই যে!

মবারক। তুমি এখন বাড়ী যাও, এই নেও, কিছু কিনে খেও!

লায়লা। আমরা ত ভিক্ষা করি না।

মবারক। এ কি ভিক্ষা?

লায়লা। উহা আপনার কাছেই থাকুক। আমি বাড়ী যাই।

(প্রস্থান)

মবারক। বন্ধু, আছ বেশ!

খসরু। না, ভাল নাই ?

মবারক। গরম সরাবের পর ঠাণ্ডা সরবত্ !

খসরু। সাহাজাদা, এ বালিকা বিবাহিতা।

মবারক। এই তোমার ভাবনা ! তার জন্য কি ?

খসরু। আপনি ভুল ভাবিতেছেন।

মবারক। এত বড় প্রকাণ্ড নগর পার হইয়া এখানে আসিয়া তোমাকে ধরিলাম, তবু আমার ভুল !

খসরু। নগরের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া এই কুটীরের দারিদ্র্যের সহিত মিশিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশায় বাধা পড়িয়াছে। আর এখানে আসিব না, হয় ত অর্থলোভে ইহারা নষ্ট হইবে। কিন্তু আপনি এখানে কেন ?

মবারক। তবু ভাল জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইয়াছ। পরামর্শ করিবার ইহাই উপযুক্ত স্থান। খসরু, আমি ভাবিতেছিলাম তুমি বোধ হয় আমার সহিত মালবে যাইতে পারিবে না।

খসরু। আমি আপনার সহিত যাইবার জন্য এখন ব্যগ্র হইয়াছি।

মবারক। আর পূর্ব্বে ?

খসরু। বাধ্য হইয়া যাইতাম, কিন্তু প্রাণটী থাকিত এখানে। আর সে ভয় নাই।

মবারক। তুমি ইহাদেরই জন্য কয়েকজন বড়লোকের সাথে বিবাদ করেছিলে ?

খসরু। তাঁরা বড় অন্যায় ভাব করেছিলেন। বাদশার যেমন আজ্ঞা তাহাই পালন করিয়াছি।

মবারক। এখন শাসনের ভার আমার উপর, আমার আজ্ঞা অন্যরূপ।

খসরু। তবে আমার দোষ হইয়াছিল, ক্ষমা করুন। কিন্তু এরূপ করিবার অর্থ বুঝিলাম না।

মবারক। আমার স্বার্থ আছে।

খসরু। তার পর—

মবারক। তুমি আমার কথা কিছু বুঝিয়াছ!

খসরু। আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা করিয়াছি।

মবারক। দাক্ষিণাত্যে যাইতে চাই, তাহাতেও এই স্বার্থ জড়িত আছে। তোমার আসমানিকে চাই, এই স্বার্থের পথে কোন বাধা না আসে সেইজন্য।

খসরু। তার পর কি চান? এসব ত কোন বৃহৎ কার্য্যের প্রাথমিক অনুষ্ঠান। তার পর?

মবারক। তুমি ভাবিয়া দেখ।

খসরু। আমার অত সাহস নাই।

মবারক। আমার খুব সাহস আছে। আমিই বাদশা হইব।

খসরু। বাদশা?

মবারক। বাদশা যদি চিতোর জয় করিয়া পদ্মিনীকে আনিতে পারেন, তবে তাঁহার জীবন সংশয়, যদি পরাস্ত হন, তবে সে অপমান সহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি শরীরের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করেন, তাহাতে তিনি আর অধিক দিন বাঁচিবেন না।

খসরু। আপনার জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান।

মবারক। সেইজন্যই আসমানিকে চাই! প্রথমতঃ মালেকজী নিরপেক্ষ থাকিবেন। তার পর আসমানি আমাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে।

খসরু। খিজির খাঁ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

মবারক। তাহার জন্য অর্থ চাই। অর্থের লোভে কোন আমীর ওমরা কিছু বলিবে না। এই অর্থ আমি দাক্ষিণাত্য হইতে আনিব। লুঠের ভাগ দিলে সৈন্যেরা আমারই পক্ষে থাকিবে।

খসরু। রক্তপাতে আপনার আপত্তি নাই!

মবারক। রক্তপাত করিতে হইবে না। সে ভার আমার নিজের উপর।

খসরু। আমি কি করিব?

মবারক। বাদশার যেমন কাফুর, আমার তেমনি তুমি। একা একা কিছু করা যায় না। এক জন সাথী চাই, তোমাকেই সেইজন্য বন্ধু করিয়াছি। আমি তোমাকে চিনিয়াছি, তুমি আমাকে চিনিয়া লও। অনর্থক সময়ের অপব্যবহার করিব না বলিয়াই তোমার কাছে এই সব ভীষণ প্রস্তাব করিতে কোন দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করি নাই।

খসরু। সব শুনিলাম। একবার কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিবার কি সময় দিবেন না? আর দোষ মনে করিবেন না, ইহা আপনার ছলনা নয় ত!

মবারক। তোমার মত একটী তুচ্ছ প্রাণীকে বিপদে ফেলিবার জন্য বা শিরশ্চেদ করিতে সাজাদা মবারকের কোন চতুরতার আবশ্যকতা নাই।

খসরু। মালেক কাফুর?

মবারক। কাফুর আমার কার্য্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমি এমন পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, যাহাতে মালেকজীর কোন ক্রমেই যাইবার উপায় নাই। তোমার যেমন ইচ্ছা করিতে পার। তুমি বড় হইতে চাও, পথ পাইতেছ না—আমার সহিত আসিতে পার। আমার কোন কার্য্যই এ যাবৎ নিরর্থক হয় নাই, এবারও কার্য্যসিদ্ধি লাভ করিতে আমি দৃঢ়চেষ্ট! তোমাকে বোধ হয় সাবধান করিতে হইবে না। যদি আমার

সাথে না আসিতে চাও, তবে এ দেশ ত্যাগ কর। তোমাকে ভয় দেখাইতেছি না। তোমাকে অনুগ্রহ করিতেছি মাত্র।

খসরু। এ দেশ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। আমি আপনার ভৃত্য, যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব।

মবারক। তোমাকে কিছুই হয় ত করিতে হইবে না। এই বিশ্রাম মঞ্চের মত তুমি অচল অটল হইয়া রহিবে, আমার ক্লান্তির সময় একবার মাত্র তোমাতে আসিয়া ভর দিয়া দাঁড়াইব। ওই বুঝি তোমার সেখজী! আমি চলিলাম। এখন তুমি চিন্তা করিতে পার, কিন্তু পথভ্রষ্ট হইও না।

(প্রস্থান)

খসরু। দেবতা কি দৈত্য! দেবতা হইতে পারিলাম না, তাহা হইলে ফকির হইতে হয়। ঐশ্বর্য্য সম্পদে মায়া হইয়াছে। সুযোগও উপস্থিত। বাদশা হওয়া অত সহজ! অনেকেই বড় জিনিষ দেখে ভয় পায়, কাছে যেতে সাহস পায় না, তাই তার অত রহস্য! আমি ভয় করিব কেন? একবার দেখিব। বিনা চেষ্টায় কে কবে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিয়াছে? বিনা সাহসে কবে কার জয় হইয়াছে! এ সাহস আমি করিব।

(রফির প্রবেশ)

রফি। জনাব, আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

খসরু। ও! সেখজী! কেমন আছ? ভাল ত! আমি অনেকক্ষণ এসেছি। কত ফল খেলাম, লায়লার সাথে কত গল্প হলো! তোমরা কোথায় ছিলে? তোমার ছেলেরা কোথায়? শুনিলাম, তোমার বাড়ীতে অসুখ; দাওয়াই কর না কেন? আমি হকিমকে সংবাদ দেব, এসে দেখে যাবে।

রফি। জনাব, আমরা আপনার কেনা গোলাম। আমাদের সুখ অসুখ অমনি আরাম হয়ে যায়। তবে জনাবের যা মরজি হয় করবেন। ছেলেমেয়ে সবই আপনার গোলাম। আমি ত বুড়ো হয়েছি, খোদা যে কয়দিন রাখেন! খোদা আমার মন্দ করেন নাই, দিন আনি দিন খাই, ছেলেরাও ভাল, বড় ভাল, কেবল মেয়েটার বিয়ে দিয়াছিলাম, জামাইটা খোদা নিয়েছেন, আর কোন দুঃখ পাই নাই। আপনি বলেছেন ওদের একটা কাজ দেবেন, ভাল, আমার একটু ভয় হয় যে নবাব না হয়ে যায়, তা আপনার কাছেই ত থাকবে!

খসরু। সেখজী, তোমার কোন ভয় নাই। আমি দেখবো যাতে ওদের ক্রমশঃ ভাল হয়। তা সেখজী, তোমার মেয়ের আর বিয়ে দেও নাই?

রফি। আমার ইচ্ছা দিই। ভাল পাই কোথায়? আবার মেয়েটার রূপ একটু কম, সকলে ত তা পছন্দ করে না। ছেলেরা বলে যে রোজগার করে কিছু টাকা জমিয়ে ওর একটা ভাল কাজ করবে। খোদা যা করেন।

খসরু। খোদা ভালই করবেন।

রফি। জনাব, আজকাল দিন বড় খারাপ। মেয়েটার লজ্জা নাই বলে আমি যদি কিছু বলি, তবে চোখ দুটো বড় করে পাগলীর মত চেয়ে থাকে। সে সাবেক হালচাল আর নাই, দুনিয়া খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

খসরু। একথা বোধ হয় তোমার বাপও তোমাকে বলেছে, আর তোমার ছেলেরাও আবার তাদের ছেলেকে বলবে! তবু দুনিয়া একই রকম যাচ্ছে।

রফি। না না, জনাব! দেখছেন না, প্রায়ই দুর্ভিক্ষ লেগে আছে!

এই সে'বার গাছের পাতাও খেয়েছি! ছেলেগুলোকে যে কি কষ্টে বাঁচিয়েছি! লোকে কত ছেলেমেয়েও বেচেছে, শেষে আর কেউ কিন্‌তো না! ছেলের মুখের খাবার বাপে কেড়ে খেয়েছে। মানুষ দিনে দিনে রাক্ষস হচ্ছে। কে জানে খোদা কি করবেন! ছেলেমেয়ে গুলো থাকলো, খোদা যা করেন।

খসরু। যে খোদাকে চায়, তাকে খোদাই দেখবেন। সেখজী, তোমার মেয়ের আমি একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দেব।

রফি। ওরা আপনার গোলাম, আপনি যা করেন। চলুন, এখানে একা বসে থাকবেন কেন? এক পেয়ালা সরবত খাবেন না?

খসরু। বেশ ত।

রফি। আসুন, আসুন। আমারও খুব মেহনত হয়েছে। আপনাকে কি যে বস্‌তে দেব, তাই আমি ভেবে পাই না। লায়লা, লায়লা, ওরে বেটী—

(প্রস্থান)

খসরু। যাক্ এক ভাবনা গেল! লায়লাকে পাওয়া যেতে পারে! দেবলা আমায় বড় করিবে, লয়লা আমায় সুখী করিবে। আমি দুই নৌকায় পা দিলাম। সমস্যা যত জটিল হয়, জীবনের উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পায়। সাহাজাদাকে কোনরূপে বুঝাইতে হইবে, যে আমার এখানে থাকাই ভাল। এখন শুধু তাহার স্বার্থ দেখিলে হইবে না, আমার নিজের স্বার্থে আর ভুল না করি।

(লায়লার প্রবেশ)

লায়লা। কেমন, যেতে পারলেন না?

খসরু। তুমি ত যেতে দিলে না?

লায়লা। আমি যেতে না দিলেও ত আপনি যান! নিজে ইচ্ছা করে না থাকলে কি আপনাকে রাখতে পারি?

খসরু। লায়লা, তোমার মত নির্ম্মল পবিত্র রত্ন আমি কোথাও পাই নাই। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

লায়লা। তা না হলে কি আপনি ভালবাসতে পারেন না?

খসরু। আপত্তি কি? পাপের দিকেই অগ্রসর হয়েছি, আর পুণ্যের ধার রাখিব না।

লায়লা। পাপ? কেন আপনি কি পাপ করলেন? না, না! পাপ করবেন না। খোদা রাগ করবেন। পাপ করে কিছু পাওয়া ভাল না। আপনার ত কোন অভাব নাই।

খসরু। আমার একমাত্র অভাব তুমি!

লায়লা। তার জন্য পাপ করতে হবে কেন?

খসরু। তোমাদের পাপপুণ্যের বিচার এতই শিথিল! ভাল, পাপকে যদি পুণ্য বল, আমার কি? আমি তোমাকে চাই—তা হোক পাপ, আর হোক পুণ্য—

লায়লা। আপনি কি বলছেন! বুঝলাম না ত!

খসরু। কি আশ্চর্য্য! আমিও ত বুঝলাম না!

লায়লা। তবে চলুন, সরবত খাবেন। আপনার কোন কথাই বুঝলাম না, তবে কেমন ভয় হচ্ছে।

খসরু। কোন ভয় নাই। যাহা বুঝ নাই, তাহা বুঝিয়া কাজ নাই। চল।

চতুর্থ দৃশ্য

বাদশার মহল—নিভৃত স্থান

(দেবলা ও মবারকের ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ)

দেবলা। আপনি এখানে কেন ?

মবারক। আপনিই বা কেন ?

দেবলা। আপনার জন্য একটুও নির্জনে বেড়াইবার উপায় নাই।

মবারক। নির্জনে বেড়াইবার এত সখ কেন ?

দেবলা। একটু কি নিজের সুখ দুঃখের কথা ভাবিব না !

মবারক। আপনার দুঃখ কোথায় ?

দেবলা। তাহা আপনাকে জানাইয়া কি হইবে ? মানুষের আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়া কি সে কোন দুঃখ পায় না ?

মবারক। আমি সহস্র আত্মীয় ত্যাগ করিতে পারি, যদি বাদশার বেগম হইতে পারি।

দেবলা। নারী হইতে এত সাধ !

মবারক। একবার নারীর মহিমা বুঝিতাম। পরের অর্থ দেখিয়া কি তৃপ্তি হয় ? একবার নিজের সৌন্দর্য্য নিজে দেখিতাম।

দেবলা। যে দেখে তারই যত সুখ, যে রাখে সে কেবল বোঝা বহিয়া মরে।

মবারক। রূপের ভার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ভার।

দেবলা। পুরুষ কি সুন্দর হয় না ?

মবারক। রমণীর রূপ প্রতিফলিত হয়ে তাকে যা কিছু আলোকিত করে।

দেবলা। আপনি ত মহা প্রেমিক! রূপসী দেখিয়া বিবাহ করুন, আর পরের রূপ দেখিতে হইবে না।

মবারক। দাদা ত এক নিশ্বাসে ছুটি! যদি তিনি এ ভাবে কিছু দিন চলেন, তবে রূপ কেন, রূপ রাখিবার পাত্রও এ জগতে পাওয়া যাইবে না। আর রূপ যদি দেখিতে হয় তবে পরের, যদি রাখিতে হয় তবে নিজের।

দেবলা। আপনি যান্, বড় দুষ্টু আপনি। কেহ দেখিলে কি বলিবে? এ তামাসা রাখুন!

মবারক। এ কি তামাসা? এ যে প্রাণের কথা। নদীর জল বাঁধ দিয়া আবদ্ধ রাখা যায় না, প্রাণের ভাব বদ্ধ রাখা ত অতি অসম্ভব।

দেবলা। প্রাণে এত ভাব আসিল কেন?

মবারক। রবির তাপে মেঘের সঞ্চার হয়; সেই রবির কি বলা উচিত যে আকাশে মেঘ আসিল কেন?

দেবলা। এ মেঘ বাতাসে উড়িয়া যাক্।

মবারক। আর উড়িবার দেশ নাই। এইখানেই মেঘ শীতল হইবে, এই দেশেই মেঘের বর্ষা ঝরিবে। নতুবা প্রাণ জুড়াইবে কিসে?

দেবলা। না মরিলে প্রাণ জুড়ায় না।

মবারক। না হয় মরিব। ভগ্নতরী ধরিয়া আছি, না হয় ডুবিব। তবু নদীতে একটু ঢেউ উঠিবে।

দেবলা। যান, যান! যে অত সহজে ডুবিতে চায় সে নদীতে ঝাঁপ দিল কেন? যে শুধু ঢেউ তুলিতে চায়, সাধ করিয়া কে তার সাথী হইবে!

মবারক। যে ঢেউ তুলিতে পারে, সে ঢেউ থামাইতেও পারে। কি চান, আমি সব পারি। পারি না কেবল কূলে বসে ভাবতে।

দেবলা। আপনি যাবেন না, তবে আমি যাই ?

মবারক। যাহার যাইবার ক্ষমতা আছে, সে কি বসিয়া থাকে ? যাহার ক্ষমতা আছে, সে কেন গর্ব্ব করিবে না, যাহার রূপ আছে, সে কেন এক ঠাঁই সে রূপ বাঁধিয়া রাখিবে !

দেবলা। সাহাজাদাকে বলিয়া দিব কি ?

মবারক। তবু আমার সৌভাগ্য যে আমার নামটী মুখে আনিবেন। রাগ, নিন্দা, ঘৃণা যাহাই করুন, হতভাগ্যের কথাটী যতক্ষণ দয়া করিয়া মনে রাখিবেন, ততক্ষণই জীবন সার্থক।

দেবলা। এ জন্মে কত নাম মনে রাখিলাম, কত নাম ভুলিলাম ; আরো কি ভুলিতে হবে, আরো কি লইতে হবে ? আর কষ্ট দিবেন না।

মবারক। কষ্ট কি কিছু পাই না ! ভুলিতে ত এত চেষ্টা করি, ভুলিতে পারি কই ? এ আঁখি যদি অন্ধ হইত, এ প্রাণ যদি অসাড় হইত, তবু কি ভুলিতে পারিতাম ! প্রতি শিরায় শিরায় যে কথা, যে দিকে চাই যাহার মূর্ত্তি, যেথায় যাই যাহার চিন্তা,—তাহা কি কেহ সহজে ভুলিতে চায় ! আমি ভুলিতে পারিব না। আমার যাহা হয় হোক।

দেবলা। আপনার এমন মতি কেন ?

মবারক। কেন ? কে ইহার উত্তর দিবে ? যে আমাকে পাগল করিয়াছে, যে আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতেছে, সে এ কথার উত্তর দিক। কেন চাই, তাহা কি বলিব ? প্রাণ জুড়াইতে চাই।

দেবলা। চাইলেই কি পাওয়া যায় ! পরের জিনিষে লোভ করা ভাল নয়, কত বিপদ !

মবারক। কিসের বিপদ ! শত বাধা বিঘ্ন হোক, আমি যাহা চাই তাহা লইব। যদি তুমি অভয় দেও, তবে আর আমার কোন ভয় নাই।

দেবলা। হাসিনার কথা শুনছি, সে বোধ হয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মবাবক। তবে এখন আসি। আমি দেবমন্দির প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ প্রতিমা এক দিন তাহাতে বসিবে, নহিলে সে মন্দির কেন, সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হইবে।

(প্রস্থান)

দেবলা। তোমার কথাই সত্য হোক, তোমার দ্বারাই সব নষ্ট করিব। তাহা যদি পারি, তবে আর আমার ক্ষোভ নাই। তবেই আমার প্রাণ জুড়াইবে।

(হাসিনার প্রবেশ)

হাসিনা। দিদি, তোমাকে কত খুঁজেছি! তুমি এখানে কেন? এখানে কি মানুষ আসে?

দেবলা। তবে তুমি এলে কেমন করে?

হাসিনা। তোমায় খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়েছি। বড় ভয় হচ্ছিল, ভাবলাম কোন রকমে এই জায়গাটা পার হতে পারলে হয়! এখানে কত লোকের যে রক্তপাত হয়েছে তার ঠিক নাই।

দেবলা। তবে আমাদের বেড়াইবার ঠিক উপযুক্ত স্থান এই। যেখানে মানুষ নিজের দয়ার পরিচয় দিয়েছে, যেখানে ঐশ্বর্য্য নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়েছে, যেখানে হিংস্রতায় বনের পশুও লজ্জা পেয়েছে, যেখানে আকাঙ্ক্ষার রোষে স্বয়ং ভগবানও ভয় পেয়েছেন, সেই স্থানে যদি না আমাদের মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তবে আর কোথায় হবে? এখানে কোন ভূত নাই?

হাসিনা। দিদি, চল যাই, আমার বড় ভয়! তোমার কথা শুনলে আরো ভয় করে। আমাদের ভূতের খোঁজে কাজ কি?

দেবলা। ভূতে আমাদের সন্ধান লয়, আর আমরা তাদের সন্ধান

লইব না! দেবতা কোথায় পাইব? দেবতার মেঘ কালো, আর ভূতের বিজলি রূপসী; দেবতার মেঘে বরষা ঝরে, পৃথিবীর হয় উপকার, ভূতের চপলায় হাসি ফুটে, আর সব পুড়ে ছাই হয়। বল্ দেখি আমরা কার?

হাসিনা। দিদি, রক্ষা কর! আবার তোমার ভাব আসিয়াছে!

দেবলা। তুমি যাও।

হাসিনা। আমার একা যাইতে ভয় করে।

দেবলা। এলে কেমন করে? মবারক সাহেব এই পথেই গেছেন, তাঁকে ডেকে দেব?

হাসিনা। দোহাই তোমার! রক্ষা কর! সে পাষণ্ড, সে পিশাচ, সে অতি ভয়ানক লোক—তার সাথে কখনো কথা বলোনা।

দেবলা। বল কি? তিনি যে আমাদের পরমাত্মীয়!

হাসিনা। তার কথা বড় মধুর, প্রাণ বড় বিষময়। আমার কেবলই ভয় হয়, সে কবে সর্ব্বনাশ ঘটাবে। তুমি জান না, বাদশা বেগমের কথা জান না, ইহাতে কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাই। দিদি বেশ আছ, কুক্রিয়াশক্ত পাঠানরাজ্যে এমন সোনার স্বামী পাবে না।

দেবলা। তোমার এসব কথা কেন?

হাসিনা। আমি মবারককে বিশ্বাস করি না, সে সব করিতে পারে।

দেবলা। তাতে আমাদের কি?

হাসিনা। তোমারি অনুগ্রহে আমার এত সুখ। যদি ফিরাইয়া লইতে চাও, লইতে পার। কিন্তু তোমার সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার নয়। বঞ্চনা করিও না, রাজকুমারী, সাধ করিয়া ভূতের ডাক শুনিও না।

দেবলা। যা, বোকা মেয়ে, তোকে ভয় দেখান, ক্ষেপান বড় সহজ।

হাসিনা। দিদি, সাবধান!

দেবলা। আয় আয়, ভূত দেখিয়ে দিই!

হাসিনা। (স্বগতঃ) আমি সাবধান হবো। মবারককে ত জানি। কবে যেন সর্ব্বনাশ করে।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দেবগিরি

শঙ্করদেব ও হরপালদেব

হর। তুমি দিনে দিনে কি হইতেছ? মরিবে যে!

শঙ্কর। ভয় নাই, আমি মরিব না; সত্বর আমার মরণ হইবে না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনো ভোগ হয় নাই, এখনো তুষানলে ভালরূপে দগ্ধ হইতে পারি নাই। যে কষ্ট পাচ্ছি, তাতে যেন প্রাণ ভরে উঠে নাই—তাই এখনো বাঁচিতে চাই, তাই আত্মহত্যা করি না। কিন্তু অসহ্য! হরপাল, তুমি কিছু বুঝিবে না।

হর। যাহার উপায় নাই, তাহা ভাবিয়া লাভ কি? যাহা গিয়াছে যাক্। বিবাহ করিবে না—ভালই, রাজ্যধর্ম্ম রক্ষা কর, প্রজাপালন কর, কত ভাল কাজ আছে, কর। ভাবিয়া কষ্ট পাও কেন?

শঙ্কর। কিসে ভাবনা যায়?

হর। অন্য বিষয়ে মন দাও। ভাবিবার সময়ই পাইবে না।

শঙ্কর। অন্য বিষয়েই মন দিব স্থির করিয়াছি। আমি ফকির হইব।

বিষয়ের সুখে আমার কাজ কি? বিষে বিষ ক্ষয় হয় বটে, তবে আমার বিষ আমি ক্ষয় করিতে চাহি'না। আমি ভালরূপ জ্বলিতে চাই!

হর। ফকির হইলেই কি সব যাতনা ঘুচিবে?

শঙ্কর। ফকির হইয়া দিল্লী যাইব। দেখি, কত জ্বালা আছে!

হর। তোমার অভিপ্রায় আমি বুঝিয়াছি। ছি! এই কি পুরুষের কাজ! এই কি রাজপুত্রের কাজ! কোথায় যাবে? কি পাবে? হয় ত বহু চেষ্টায় তোমার ছদ্মবেশের ছলনায় কোনরূপে দেখিতে পার, তাহাতে তোমার কি লাভ! এ তোমার কি নির্ব্বুদ্ধিতা! তুমি ক্ষেপিলে নাকি?

শঙ্কর। একবার যদি তাহার দেখা পাই, তবে তাহাকে আর বাঁচিতে দিব না। তার মরণ না হলে আমার শান্তি নাই।

হর। এ পাগলের কথা! তাহাকে মারিয়া কি হইবে! সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস করিতে পার? আলাউদ্দিন চিতোরে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইয়াছে, তাহার আর সে সৈন্যবল বা সামর্থ নাই। অনর্থক চিন্তায় কাল ক্ষেপণ না করিয়া, আমরা এ সময় আমাদের নষ্ট গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারি। মালব বিদ্রোহী হইয়াছে, জান! এই সময় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে পাঠান-রাজত্ব লোপ হইবে। আরো সুযোগ আছে, মোগল বার বার পরাস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমরা পাঠানকে সামান্য উৎপীড়িত করিতে পারিলেই আবার মোগল আসিবে।

শঙ্কর। তাহাতে আমার কি?

হর। ফকির হইলেই বা তোমার কি? চোরের উপর রাগ করিয়া যদি আমি গৃহত্যাগ করি, তবে চোরের কোন ক্ষতি নাই, আমার লাভের মধ্যে আমি তাহাকে সর্ব্বস্ব নির্ব্বিবাদে অর্পণ করিয়া দিলাম।

শঙ্কর। সংসার ত্যাগ করিলে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না, কাহারও সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকিবে না, আমি আর দেখিতে

আসিব না যে আমার সম্পদ চোরে লইল, কি সাধু পাইল। আমার আর কিছুতে লিপ্সা নাই।

হর। যে জন্য ফকির হইতে চাও, সে ভাবনার কি করিবে?

শঙ্কর। না হয় তাহাও বিসর্জ্জন দিব।

হর। তা যদি পার, তবে এখনই দেওনা কেন?

শঙ্কর। স্মৃতির কি বিষাক্ত দংশন! কি নিদারুণ তাহার যন্ত্রণা! ইহা অপেক্ষা পাগল হওয়া ভাল, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল—ইহা অপেক্ষা এ জগতে কিসে যে অধিক কষ্ট সম্ভাবনা তাহা আমার ধারণার অতীত। এ কষ্ট অব্যক্ত, বর্ণনার অতীত, অসহ্য, অসহ্য—তবু উপায় নাই। কত পাপ করেছি, তার কি এখনো প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই! হরপাল, তুমি এ রাজত্ব লও, তুমি পাঠানকে কর দেও, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর, আমাকে বিদায় দেও। আমি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই, বনে বনে কাঁদিয়া মরি, পাহাড়ে পাহাড়ে আঘাত পাইয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করি।

হর। সব করিবে, কেবল যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে পারিবে না। তুমি কি মানুষ! কি অপদার্থের সৃষ্টি তুমি! তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাই কর, আমিও আমার দেশে যাই। তোমার প্রলাপ শুনিতে পারি না।

শঙ্কর। হরপাল!

হর। বল!

শঙ্কর। আর বাচাল প্রলাপ বকিব না। তোমার কথাই শুনিব, কিন্তু এক প্রতিজ্ঞা কর।

হর। কি?

শঙ্কর। তুমি যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। যে মুহূর্ত্তে শুনিবে আমার পরাজয় হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে আমার ভগ্নীকে নিজ হস্তে হত্যা করিয়া তবে আমার পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবে।

হর। কেন ?

শঙ্কর। আমি সর্ব্বত্রই বিভীষিকা দেখি যেন কত সতীর সর্ব্বনাশ হইতেছে, যেন সর্ব্বত্রই এই আর্ত্তনাদ, যেন সর্ব্বত্রই এক দুর্দ্দশা। দেবলার প্রেতমূর্ত্তি যেন সর্ব্বদাই আমার পাছে ফিরে—আর সেই রোদন,—সে যেন কিসের প্রতিহিংসা চায়, সে যেন বলে তাকে হত্যা কর নতুবা কোথাও শান্তি নাই। এই জন্যই দিল্লী যাইতে চাই।

হর। তোমার ওসব চিন্তা ভুলিয়া যাও। যাহাতে দিল্লী যাইয়া সব সর্ব্বনাশের প্রতিবিধান করিতে পার তাহাই চেষ্টা কর। যদি ইচ্ছা থাকে তবে বল, আমি সর্ব্বত্র চর পাঠাইয়া সকল রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি। মালব হইতে ইতিপূর্ব্বেই লোক আসিয়াছে। একবার রাজপুতের মনোভাব জানা দরকার। হিত চিন্তা কর, কর্ত্তব্য কার্য্য কর। তুমি যদি সত্যই উদ্যোগী হও, শুধু তোমার ভগ্নী কেন—আমি রাজ্যের সমস্ত কুলনারী বিনষ্ট করিতে প্রস্তুত আছি।

শঙ্কর। না না—আর ভাবিব না, সর্ব্বত্রই এক চিত্র, এক ছায়া, ঘোর অন্ধকারে কে হাসে, কে কাঁদে, কে আমায় ডাকে, কে আমার পিছে ফিরে। ভাই, আমায় ধর। আমার চোখ অন্ধ করে দেও, আমার কাণ দুটী বন্ধ করে দেও। তবু কে আমার পায় ধারে, কে আমার হাত ধরে—কে—কে—কি চায়! হরপাল, আমি এ ভাবে থাকিতে পারিব না। চল, এখনি কিছু কাজ আরম্ভ কর—এখনি আমার অস্ত্র শাণিত কর। ঠিক কথা, নিজে মরিব কেন? পাঠানের দুর্দ্দশার সময় উপস্থিত, আমি মিথ্যা চিন্তায় মগ্ন রহিব কেন? তুমি গুজরাটে সংবাদ দেও, মালব রাজাকে জানাও, রাজপুত যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের কি এখন ঘুমাইবার সময়! হরপাল, আমরা সকলে একত্রিত হইলে পারিব না?

হর। কেন পারিব না?

শঙ্কর। পারি না পারি, নিজের কর্ত্তব্য করিতে হইবে। এস, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।

হর। বেশ ভাই, এই ত রাজার মত। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কাফুরের গৃহ

আসমানি ও খসরু

আসমানি। আপনার কি হয়েছে? অত গম্ভীর কেন? আর তো আপনার মুখে হাসি দেখি না!

খসরু। অনেক দিন পরে তোমার দয়া হয়েছে। যতক্ষণ কাজে থাকি ততক্ষণ শুধু হুকুম চালাতে হয়, তার পর যখন এখানে আসি, তোমার আঁধার মুখ দেখলে, আর কিছু বল্‌তে সাহস হয় না।

আসমানি। তা নয়, আপনার কিছু হয়েছে। আমি বলবো?

খসরু। বল ত! দেখি তোমার কেমন বিচার!

আসমানি: আপনি কাকে ভালবাস্‌ছেন!

খসরু। তোমাকে?

আসমানি। না, আমার কথা কেন? আর কি কোথাও ভালবাসিবার নাই!

খসরু। সংসারে যথেষ্ট ভালবাসিবার আছে, তবে যার যেমন ভাগ্য! তোমাকে ভালবাসিতে কি কোন দোষ আছে? তুমি দেখিয়াও দেখিবে না, বুঝিয়াও বুঝিবে না—কিছুই শুনিবে না, কিছুই শুনিতে দিবে না—এই আমার দুঃখ।

আসমানি। মিথ্যা কথা! আপনিই ইচ্ছা করিয়া আমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। কিন্তু তবু তাহা সহ্য করিয়া আছি কাহার জন্য? কাহার জন্য এ প্রাণের মায়া রাখিয়াছি? আর কিছু বলিতে চাহি না। আমার অদৃষ্টের ফল অতি শোচনীয়। যাহা আশা করি তাহাই বিফল হয়। আমি ত আমার সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়াছিলাম। কে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে? কে বুঝে নাই, কে দেখে নাই! তোমার কিসের লক্ষ্য! যখন তোমাকে সাধিয়া ধরা দিয়াছি, তখন তোমার সে কথা মনে পড়িয়াছে। এই ত তোমার চরিত্র। যাক, তোমাকে বলিয়া কি হইবে। বাবা ফিরিয়া আসিলে, একবার তাঁহাকে দেখিতে পারিলে আমার জীবনের সকল সাধ মিটাইতে পারি।

খসরু। আসমানি, আসমানি—এত দিন কেন এমন করিয়া তিরস্কার কর নাই?

আসমানি। যে মাহাবুর জন্য আমার এই দুর্দ্দশা তাহাকেও কখনো আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিই নাই। আর তুমি?

খসরু। এ নাটকের কত দৃশ্য যে আমার অজ্ঞাতে পট পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহাও স্থির করিতে পারি না। এত কথা, এত ঘটনা সব আমি ভুলিয়া রহিয়াছি। আসমানি আমার ভুল ক্ষমা কর। আমি বড় অস্থির চিত্ত, আমায় ক্ষমা কর আসমানি! তুমি শান্ত হও। তোমার স্ফুরিত অধর, আঘাতপ্রাপ্ত ফণিনীর ন্যায় অতি ক্রুদ্ধ তোমার রক্তিম নয়ন, কম্পিত নাসিকা, বিক্ষিপ্ত কুন্তলরাশি, উন্মত্ত লাবণ্যের রুক্ষ তিরস্কার —আসমানি—আসমানি—শান্ত হও—ক্ষমা কর—

আসমানি। তোমার কি দোষ! তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাহিবে কেন? তুমি রাজকুমারীকে চাও, আমি তোমার কে? আমি শুধু তোমার গোপন কথা গোপন রাখিবার বাঁদী।

খসরু। পৃথিবী তুমি দ্বিধা হও, আমার মরণ হোক। যে কথা কেহ জানে না, তুমি তাহা কোথায় পাইলে? সত্যই বটে এক দিন আমার সেই লক্ষ্য ছিল, তোমাকে পাইয়া সব ভুলিয়াছিলাম—আবার কি কুক্ষণে বনপথে তোমার সহিত নির্জ্জনে আলাপ হইল—আমি ভাবিলাম তোমাকে পাইলে আমার সুখের সীমা থাকিবে না—কিন্তু আমি ত তোমার যোগ্য নই—নিশ্চয় তোমার পিতার মত হইত না—তার চেয়ে যদি ছোট সাহাজাদার সাথে তোমার বিবাহ হয়, তবে তুমি এক দিন নিজের মনে মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারিবে—তাই অকস্মাৎ আমার মনে কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

আসমানি। তাহা নয়, তোমার নিকট যাহা অসাধ্য সাধন ছিল তাহার প্রাপ্তিতে তাহাতে বীতরাগ আসিল। তোমার কুপ্রবৃত্তিতে ধিক্! তুমি চাও আমি হাসিনার বাঁদী হইব! আমি যদি নিতান্তই তোমাকে ভাল না বাসিতাম, তবে ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না। এত দিন তোমার মাথা রহিত না, সেই দণ্ডেই তুমি নিপাত যাইতে। তুমি চাও কুকুরের ন্যায় পীরের ভোগ উচ্ছিষ্ট করিয়া বেড়াইতে।

খসরু। আমি তাহা অপেক্ষাও অধম। আমার পাপের অন্ত নাই। কিন্তু শোন! সামান্য চেষ্টাতে বিনা যুদ্ধে মবারক দাক্ষিণাত্যের সম্রাট হইতে পারেন।

আসমানি। তুমি আমাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইতে চাও! মাহাবুর কোন সাম্রাজ্য ছিল না, কিন্তু তাহাকেই ভাল বাসিয়াছিলাম, তুমি আমার জুতা বহিবার যোগ্য ব্যক্তি নও, কিন্তু তবু তোমাকে—না আর সে সব কথা মুখে আনিতে পারি না। যাও, আর মিথ্যার প্রয়োজন নাই! ভয় নাই, আমি তোমার গোপন কথা প্রকাশ করিব না। তুমি যথেষ্ট বিপদ মাথায় লইয়া আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলে, আমি

তোমার সে কথা ভুলিতে পারিব না। তবে আমার দৃঢ়পণ, তোমার পথে বাধা দিব, তোমাকে জ্বালাইব, তোমাকে যত পারি বিফল-মনোরথের দুঃখ ভোগ না করাইলে আমার প্রাণ শান্ত হইবে না।

খসরু। আসমানি আমায় যদি ক্ষমা কর, তবে একটা কথা বলিতে চাই।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। মা, কেমন আছ? সব মঙ্গল ত! খসরু তুমি কি করিলে? আমার প্রত্যেক আজ্ঞা তুমি অমান্য করিয়া কেবল মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছ। ভাল হয় নাই! যাক্! ও! মা, আবার বিপদ ও বিবাদ! আর পারি না।

আসমানি। বাবা, আপনি বড় পরিশ্রান্ত হয়েছেন। বিশ্রাম করুন, আপনি কখনো সংবাদ দিয়ে আসেন না—কিছুই প্রস্তুত থাকে না। আবার আপনার কি হয়েছে?

কাফুর। বাদশার সাথে আর সখ্যতা রাখা চলে না। যখন চিতোরে যাই, বাদশাকে বার বার অনুরোধ করিলাম, আর বৃদ্ধ বয়সে সুন্দরী রমণীর প্রলোভন কেন! এত পাপাচারও খোদার সহ্য হয়! দেশ জয় হইয়াছে বটে, কিন্তু বড়ই অপমানিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। উভয়েই উভয়ের দোষ দিলাম, শেষ প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর এ জীবনে কেহ কাহারও মুখদর্শন করিব না।

আসমানি। বাবা, বেশ হয়েছে!

কাফুর। কত অর্থ ব্যয় করেছি, কত সৈন্য নষ্ট হয়েছে; আমার ভাণ্ডার আজ শূন্য, আমার সৈন্যবল আজ ছত্রভঙ্গ। আর সহ্য করিতে পারি না। (পরিক্রমণ ও স্বগতঃ) আমিই ত রাজ্যশাসন করি, এ বিশাল সাম্রাজ্য আমারই বাহুবলে গঠিত, আমি এমন পরের দাসত্ব সহ্য

করি কেন? এখনো অসাধ্য হয় নাই, এখনো চেষ্টা করিতে পারি, এত দিন যে অবহেলা করিয়াছি এখনো তাহার সংশোধনের উপায় আছে। সৈন্যগণ ক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের বেতন দেবার জন্য ধনী ওমরাদিগকে উৎপীড়িত করতে হবে, বাদশার স্বাস্থ্য খুব শোচনীয় অবস্থা—এই মহা সুযোগ! কেহ আমার বিপক্ষে আসিতে সাহস করিবে না।

আসমানি। বাবা, আপনাকে কথনো এমন বিচলিত হতে দেখি নাই।

থসরু। মালেকজী!

কাফুর। থসরু, তুমি এথনি যাও! আমার অসুখের কথা বলিয়া হাসিনাকে এথনি এথানে লইয়া এস। যাও, সত্বর আসিবে। আমি একবার তাঁহাকে দেথিব।

(থসরুর প্রস্থান)

এইবার যাহা হয় কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, তারপর একবার শক্তির পরীক্ষা, তারপর হয় ক্ষয়—নতুবা খোদার যাহা ইচ্ছা হয় হোক্।

আসমানি। আপনি কি বাদশার সহিত এবার প্রকাশ্য বিবাদ করিবেন?

কাফুর। এইরূপ আমার ইচ্ছা।

আসমানি। আপনি পারিবেন কিনা জানি না, তবে হাসিনা বোধ হয় খুব সুখেই আছে।

কাফুর। সে কতক্ষণের সুখ। বাদশার মহলে সে বাঁদার বাঁদী হইবারও স্থান পাইবে না। তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই আমি চিন্তিত, নিজে বিপদে না পড়িলে বিপদ নষ্ট করিতে পারিব না। আমি নিজে বাদশা না হইতে পারিলে, তোমার কোন মঙ্গল নাই। আমার মৃত্যুর পর তোমরা মহাসুখে রাজত্ব করিতে পারিবে।

আসমানি। স্ত্রীলোক রাজত্ব করিবে, রিজিয়ার মত!

কাফুর। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া রাজত্ব করিবে। পরস্পরের স্বাধীনতা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিলে আর কোন গোলযোগের আশঙ্কা নাই। বাদশার পুত্রেরা আমার মতে চলেন, ভালই, নতুবা তাহাদের যাহা ইচ্ছা। মবারককে আমার পক্ষে পাইলে ভাল হয়, দিল্লী শাসন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেহ নাই। আমি বাঁচিয়া থাকিতেই তোমাদের ভিত্তি দৃঢ়করিয়া যাইব। এখনো হাসিনা আসে না কেন?

আসমানি। এই ত আনিতে গেল। আপনার চিন্তা অতি দ্রুত ধাবিত হইতেছে।

কাফুর। কার্য্য ততোধিক দ্রুত চলিবে। তোমার মুখের হাসি না দেখিয়া আমি মরিব না।

আসমানি। আমার জন্য এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন?

কাফুর। মবারক সম্বন্ধে তোমার কি মত?

আসমানি। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। এ জগতে আর কেহ আমার সুখ দুঃখের ভাগী হইবে না, আমার আর কোথাও স্থান নাই, আমি যাহা আশা করিব, তাহাতেই নিরাশ হইব।

কাফুর। কি করিব? মৃত্যুর কোল হইতে কাহাকেও টানিয়া আনিতে পারিব না। জীবিতের মধ্যে যাহাকে চাও, হোক সে নগণ্য—হোক সে মহামানী—তোমাকে এক দণ্ডের জন্যও সুখী দেখিতে পারিলে আমার কোন শ্রমে ক্লান্তি রহিবে না।

আসমানি। আমি ত বুঝিতেছি না কেমন করিয়া পিতা পুত্রে শত্রুতা করিবে?

কাফুর। ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তির অনুরোধে পিতা পুত্রে যত শত্রুতা—এমন আর কোথাও নাই।

আসমানি। কিন্তু এমন কুপুত্রের হাতে কি জীবন সহনীয় হইবে?

কাফুর। সংশোধন করিতে পারিব না কি? যদি না পারি, তবে উপায়? তোমার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার আর উপযুক্ত পাত্র কই? তোমাকে যোগ্য হস্তে ন্যস্ত না করিতে পারিলে আমার শান্তি নাই। যে বিপদের পথে সাহস করিয়া চলিতেছি, তাহাতেই বা কে আমাকে সাহায্য করিবে? যদি আমি অকৃতকার্য্য হই, তবে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে কে? কে আমার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবে?

আসমানি। আমার আর কোন উচ্চাভিলাষ নাই।

কাফুর। তোমার নাই, আমার আছে!

আসমানি। আপনিই ত বলিয়াছেন যে অতি দীন অবস্থা হইতে আজ আপনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভু! আর খসরু—

কাফুর। সে খসরু আর নাই। তুমি যদি তাহাই চাও, পাইবে।

(হাসিনার প্রবেশ)

হাসিনা। বাবা, আমি এসেছি। আর বিবাদ করবেন না। আমার স্বামীর অবস্থা ভাল নয়, কখন কি হয় বলা যায় না। আমায় অনুমতি দিন; আমি ফিরিয়া যাই, আমি না থাকিলে তাঁহার জীবন সংশয়।

কাফুর। বল কি? কি অসুখ?

হাসিনা। কি অসুখ জানি না, তাঁহার শরীর যেন পলে পলে ক্ষয় হইতেছে।

কাফুর। হকিম ঔষধ দেয় না? তারা কি বলে?

হাসিনা। রাজকুমারী বলে যে হকিমে এ ব্যাধির কি করিবে? সেবা

শুশ্রূষায় নাকি সারিয়া উঠিবেন। তিনি অনেক সময়ই অচেতন, আমি কিছু বলিবার অবসর পাই না। কেমন ভয়—সর্ব্বত্রই মৃত্যুর ছায়া। আমি যেন কেহ নই, কি যেন এক গুপ্ত কথার আবরণ সব সত্য ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাবা, আমায় যেতে দিন।

কাফুর। খসরু কোথায় ?

হাসিনা। জানি না।

কাফুর। তোমাকে কে সংবাদ দিয়াছে, কে তোমার সঙ্গে আসিযাছে ?

হাসিনা। মবারক সংবাদ দিয়াছে। আমার সাথে তেমন লোকজন আসে নাই।

কাফুর। আসমানি !

আসমানি। হাসিনাকে যেতে দিন।

কাফুর। না, কখনই নয়। পৃথিবী রসাতলে যাক্, আমাকে একবার চিন্তা করিতে দেও। প্রত্যেক ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখি, হয় আমার সর্ব্বস্ব পৃথিবী হইতে মুছিয়া ফেলিব, না হয় আর কোন সংশয়ের চিহ্নমাত্রও রাখিব না।

(প্রস্থান)

হাসিনা। দিদি, কি হবে ?

আসমানি। যদি মরিতে পারিস, তবে তোর সাথে মরিতে পারি, আর ত কিছু সাধ্য নাই। চল্, একবার বাবাকে বুঝায়ে বলি।

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

বাদশার মহল

কমলাদেবী ও দেবলাদেবী

কমলা। বাছা, ক্ষান্ত হ’, নিজের প্রাণ হারাবি!

দেবলা। মা, তোমার প্রাণে বড় মায়া? তুমি বাদশার বেগম, এত সুখ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া কি কেহ মরিতে পারে?

কমলা। তুমিও একদিন বেগম হইবে।

দেবলা। আমি যেদিন বেগম হবো, সেদিন তোমার চোখ অন্ধ করে ’দেব। এইজন্য কি আমায় পেটে ধরেছিলে। এই সুখ দিবার জন্য, তুমি বাদশাকে অনুরোধ করেছিলে যে আমি যেখানে থাকি আমাকে ধরে আন্‌তে হবে। কি সুখ! কি শান্তি! রমণীর সতীত্ব নাই, পুরুষের দয়ামায়া নাই, দিবারাত্রি বিলাসিতার পাপাচার। এক দণ্ড বিশ্রাম নাই যে কপটের প্রলোভন হইতে নিজেকে সংযত করি। তোমার সুখ কি তাহা জানি না, আমি কিছুই পাই নাই।

কমলা। আমার যে কি সুখ তাহা আমি জানি। কি জ্বালা, কি যন্ত্রণা, তাহা এক ভগবান জানেন। তাহা আমার প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। ধূধূ মরুভূমি—অসীম অনন্ত জন্ম জন্মব্যাপী তাহার নিদারুণ দহন—কোন পথ নাই—শুধে ঘুরে মরা—চক্ষু অন্ধ হয় না—তাহাতে অশ্রু আসে না—দিবানিশি বিষের ছুরিতে সে ক্ষত বিক্ষত। মৃত্যু নাই, মরিবার সাধ্য নাই, অথচ জীবনের কোন প্রমাণ নাই। একি হাসি?

রৌদ্রতপ্ত বালুকার ঝলক! একি সুখ? ঘূর্ণীবায়ুর প্রবল উচ্ছ্বাসে শুষ্ক তৃণগুচ্ছের অচিন্ত্য আন্দোলন! তবু তুই সন্তান, তোর মায়া।

দেবলা। তুমি মরিতে পার না—এই তোমার সুখ; আমি মরিতে পারিব। তুমি কিছু করিতে পার না, এই তোমার শক্তি, আমি কিছু করিতে পারিব। আমি কাঁটা তুলিতেছি, নিজের অঙ্গে বিঁধে, ক্ষতি নাই অপরকে অক্ষত ফিরিতে দিব না। আমার সুখ আমি ভাগ করিয়া দিব।

কমলা। বাছা, মার কথা শোন। আর দুঃখ দিস্ না। মহা বিপদ উপস্থিত হবে। আমার অদৃষ্টে যা ছিল, তা হয়েছে, তোর কোন দুঃখ হবে না। তুই এখনো বালিকা, মনে কর—

দেবলা। মনে করবো, আমার বাপ মা কেউ ছিল না, বনের পশু আমায় পালন করেছে, মনে করবো আমার স্বামী ছিল না,—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিল তিল করে আমার প্রাণটুকু আমি কাহারো প্রাণে মিশাই নাই, জল বুদবুদের মত আমি দিল্লীর বেগম হবো বলে ভেসে উঠেছি। মনে করবো আমার কোন দেশ ছিল না! সেখানে দিনের পর রাতি নাই, আকাশে তারা নাই, বাতাসে গাছের পাতা কাঁপে না, নদীতে জল নাই, পথে মানুষ নাই, চ'খে কিছু দেখে না, কাণে কিছু শুনে না, মন্দিরে শঙ্খধ্বনি নাই, প্রজার মুখে জয়ধ্বনি নাই, কাঙ্গালের আশীর্ব্বাদ নাই—সেথায় পাহাড়ের গায় মেঘ ভাসে না, পাখীর রবে ঘুম ভাঙ্গে না, ধানের ক্ষেতে হাওয়া বহে না, সেথায় প্রাণে কিছুই দাগ পড়ে না। মা, যাও! তোমারও প্রাণ আছে, আমারও প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের বাঁধন ছুটিয়াছে। তুমি তোমার কাজ কর, আমি আমার কাজ করি।

কমলা। বিপদ, মহা বিপদ!

দেবলা। এখনো বিপদ! এখনো মরতে ভয় হয়! এখনো বাঁচতে সাধ হয়! মা, আমি বুঝি তোর মেয়ে নই! কেউ তোর মেয়ে নয়! তোর পেটে মানুষের স্থান হয় না।

(প্রস্থান)

কমলা। যাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরেছি, সেও আমাকে মা বলতে চায় না। ভগবান সকলি তোমার ইচ্ছা। যদি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে আমায় নিষ্কৃতি দেও। প্রভু, তুমি মহাবল, এ অবলায় আর কেন ছলনা কর! যে দুঃখ দিয়াছ, তার চেয়ে দুঃখ অসম্ভব। যদি থাকে, তবে আমায় তাহা পরজন্মের প্রায়শ্চিত্তে দেও! আজ তোমার পায় লও, ভগবান! আর আমি বাঁচিতে পারি না।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আবদুল ও মাহাবু

আবদুল। জাঁহাপনা, সংবাদ ভাল। একজন গেছে দেবগিরি, আর একজন প্রায় মরে। মালেকজীরও ভাব যেন কেমন কেমন। আর কি? এইবার আপনার দুঃখ দূর হলো।

মাহাবু। আবদুল, তুমি আমার কে? এত লোক আছে, বাদশা কতজনকে কত দিয়েছিলেন, কেউ ত আমার নয়! তুমি' বোধ হয় তোমার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত পাও নাই, তাই আয়াসলব্ধ ধন তোমাকে নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু তোমার সব যত্নই বৃথা! আমাতে আর জীবনীশক্তি নাই, তোমারও আর অর্থ নাই, হয় রোগে না হয় অনাহারে মরিতে হইবে! তা হোক, এ মরণে তৃপ্তি আছে।

আবদুল। আপনার মুখে এ সব কথা আমার কিছুতেই ভাল লাগে না। আমি দিন মজুরি খাটিলে দুইজন কেন দশজনকে পালন করিতে পারি। তার জন্য ভাবনা? যদি খোদা ভাল করেন, তবে আপনার রোগ আরাম হতে কতক্ষণ!

মাহাবু। আমার জন্য কত নরহত্যা হবে, আমার জন্য যুদ্ধ করে কত প্রজার হাহাকার হবে, দেশের অর্থ নষ্ট হবে, দুর্ভিক্ষ হবে, তবু শেষ কি হবে কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু আমি এ জগতের কি করিব? আমার

জন্য যত অনিষ্ট হইবে, তাহার শতাংশের এক অংশ পূর্ণ করাও কি সম্ভব? আত্মপ্রসাদ লাভ হইতে পারে, প্রতিহিংসা লওয়া যাইতে পারে, কাহারো দর্প নষ্ট হইবে, কাহারো গর্ব্ব বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু আমার কি? পাপ বই পুণ্য নাই! জীবনে আর কখনো শান্তি পাইব না। জ্বরের কি আর এমন অধিক উত্তাপ! রোগের আর কি কষ্ট! এক দিন ত বাদশার ছেলে ছিলাম! এই নির্জ্জন আবাসে চিন্তাকে একমাত্র সহচর করিয়া দেখিতেছি—কত ভুল, কত দোষ করিয়াছি। দারিদ্র্যের প্রতি ঘৃণাকে বলিয়াছি, দয়া; আত্মাভিমানের স্পর্দ্ধাকে বলিযাছি, সত্য; ছলনার রূপান্তরকে বলিয়াছি, সততা! ধিক্ ধিক্—ইহাই মানুষের জীবন! আবদুল, একটু জল দেও—বড় পিপাসা!

আবদুল। আপনি ঘরে চলুন, আপনার জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মাহাবু। এইখানেই থাকিতে দেও। এই আকাশ তলে বসিয়া একবার দেখি পৃথিবী কেমন সুন্দর! কোথাও মিথ্যা নাই। গাছের ফল পাকিয়া শেষ হইলে, লোকে ডাল কাটিয়া লয়—আগুনে পোড়াইতে!

আবদুল। আর ওসব চিন্তা করবেন না। দোহাই আপনার! খোদা কেন আপনাকে এত ভাল করে সৃষ্টি করেছিলেন! এই দুর্দ্দশার জন্য? না, না, খোদা ভাল করবেন। আপনার কথা মালেকজীকে জানিয়েছি, তিনি আসবেন।

মাহাবু। করেছ কি?

আবদুল। এখন ভাবছি যে কি হবে? সেই জন্যই ভয়ে ভয়ে আপনাকে এতক্ষণ কিছু বলি নাই। জামাইদের ত্যাগ করে কি আপনাকে রাখবে? তা, না রাখুক, দেখুন না কি হয়? কিন্তু মালেকজী প্রতারণা না করেন! তাহলে উপায়! হায়, হায়—কি করেছি! সর্ব্বনাশ হলো! পালাতে হবে, দেখা দেওয়া হবে না!

মাহাবু। কি পাগল? আমি ভাবছিলাম যে এই রোগক্লিষ্ট দেহখানি পরে তিনি যে তুমুল কাণ্ড করবেন, তাহা কি এ সহিতে পারিবে?

আবদুল। এখনো পালান যায়?

মাহাবু। খোদা রক্ষা করিবার কর্ত্তা, তাঁর বিধান কেহ অমান্য করিতে পারিবে না।

আবদুল। আপনি ঘরে যান, ঘরে যান—মালেকজী আসছেন—আমার একটা কথা শুনন—আমি একবার তাঁর ভাবটা বুঝি—

মাহাবু। বেশ— (প্রস্থান)

আবদুল। বড় লোকের কথা বিশ্বাস করতে নাই। আমার প্রভু কখনো ফকির, কখনো উজীর—আমার ত ভয় হয় যে কখন ফকির হয়ে যান। মালেকজী বড় লোক, তবে লোক ভাল—হোক—বিশ্বাস নাই—আমিও একটু আড়ালে যাই। (প্রস্থান)

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। কার কাছে জিজ্ঞাসা করি? এই ত সেই গাছ—এই লোকটাকে ডাকবো? কারো চক্রান্ত নয় ত? স্থানটী নির্জ্জন বটে, তবে শত্রুতা সাধনের উপযুক্ত নয়। তুমি কে হে? শোন? সামান্য আশাসূত্র পাইয়া আমি কি বুদ্ধি হারাইলাম। মাহাবুর বেঁচে থাকা অসম্ভব। এ কথাটী আমি এ পর্য্যন্ত একবারও চিন্তা করি নাই। আশার কি মোহিনী শক্তি, স্বার্থের কি নির্ব্বুদ্ধিতা।

(আবদুলের পুনঃ প্রবেশ)

আবদুল। জনাব, কি আজ্ঞা? কি চান, জনাব?

কাফুর। কি চাই? তাই ত?

আবদুল। হুজুর! কি চাই?

কাফুর। কি চাই? একি বলিবার কথা? যাহা চাই, কে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে? কি চাই তাহা বলিবার উপায় নাই।

আবদুল। জনাব, এ আপনার কেমন কথা?

কাফুর। যাও, তুমি যাও।

(আবদুলের প্রস্থান)

কি আশ্চর্য্য! আমি কি ক্ষিপ্ত হইলাম। আমি কি চাই তাহা কাহাকেও না বলিলে, কে সন্ধান বলিয়া দিবে? আমার প্রয়োজন মত পথ কি আমার গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইবে? জীবনে এমন বিপদ ত কখনো হয় নাই। আর ত কাহাকেও দেখা যায় না। দেখিলেই বা কি বলিব? কেন? একি বিপদের ভয়, না উপহাসের ভয়? মাহাবু—মাহাবু—তুমি কোথায়? এই বিজন প্রান্তরে শুধুই প্রতিধ্বনির উপহাস। তবে কি সব মিথ্যা—একি আমার ভ্রান্তি, মস্তিষ্কের অলীক চিন্তা! মাহাবু—মাহাবু—

(খসরুর প্রবেশ)

খসরু। কোথায় মাহাবু? মালেকজী আপনি এখানে কেন? ঘরে চলুন, আপনার ভাব দেখিয়া আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি। আপনার সহিত কিছু কথা ছিল। আপনাকে উন্মত্তভাবে গৃহ হইতে বাহির হইতে দেখিলাম, আমি সম্মুখেই ছিলাম, আপনি কোন কথা বলিলেন না, সমস্ত পথ অনুসরণ করিয়াছি। কোথায় মাহাবু? আপনার কি হয়েছে?

কাফুর। তাহা তুমি বুঝিবে না।

খসরু। এত দিন বুঝিতাম, আজ বুঝিব না কেন? এত দিন বিশ্বাস করিয়াছেন, আজ এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনার বিরাগ ভাজন হইলাম।

কাফুর। আমি মাহাবুকে চাই।

খসরু। সে মৃত, তাহাকে কোথায় পাইবেন ?

কাফুর। যদি তাহাকে না পাই, তবে হয় ত তোমাকেই চাহিব।

খসরু। আমি তবে আসি।

কাফুর। তুমি ত অনেক পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছ। যদি নিজের উন্নতি করিতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই, আমি তাহাতে দুঃখিত হইব না। তোমার সহিত কোন মনোমালিন্য ঘটিবার পূর্ব্বেই পরস্পরের বিদায় গ্রহণ করা উচিত। আলাউদ্দিন আমার প্রতিপালক, আজ আমি তাহার ঘোর শত্রু, যদি অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা না হইত তবে আজ আমাকে অকৃতজ্ঞ হইতে হইত না। নিজের স্বার্থ ও নিজের কর্ত্তব্য ইহাতে কোন বিবাদ বাধিত না। তুমি যদি কোন সুবিধা পাইয়া থাক, তবে তাহা ত্যাগ করিও না।

খসরু। তাহাতে আপনাকে ত্যাগ করিতে হয়। তাহা আমি পারিতেছি না।

কাফুর। অসম্ভব! তোমার ও আমার স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার বোধ হয় আসমানি তোমাতে অনুরক্ত, কিন্তু তুমি ক্ষমতাপন্ন হইলেই তাহাকে পায় ঠেলিবে। রাজকুমারীকে তুমি ভুলিতে পার নাই।

খসরু। ভুলিয়াছি।

কাফুর। যদি তাহা সম্ভব হয় তবে তোমার সব মিথ্যা। যাহার জন্য তুমি দেশ ছাড়া, ধর্ম্ম হারা; যার কথা মনে রাখিয়া তুমি অতি দীন অবস্থাতেও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন; যে কথা মনে রাখিয়া তুমি স্পর্দ্ধাযুক্ত; আজ যদি তাহা তুমি ভুলিতে পার, তবে জানিব যে তোমাতে আর কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ নাই। তুমি কোন বিরাট ব্যাপারের উপযুক্ত নও।

খসরু। আপনি কি আমাকে সেই পাপের পথে থাকিতে বলেন ?

কাফুর। না। কিন্তু তুমি কি তাহা পাপ বলিয়া ত্যাগ করিতেছ ?

লালসার প্রাণে, রূপের প্রলোভনে নিত্য নবীন আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয়। ইহাই তোমার চরিত্রের বিশেষত্ব; তুমি আমার কার্য্যের উপযোগী নও।

খসরু। তবে বিদায়।

(প্রস্থান)

কাফুর। আশীর্ব্বাদ করি খসরু সুখী হোক! মাহাবুকে যদি না পাই তবে আসমানির শেষ ভরসাও ত্যাগ করিলাম। যদি জয়লাভ করিতে পারি তবে কোন ক্ষতি হইবে না, আর যদি সব নষ্ট হয়, তবে তাহাদের মৃত্যু ভিন্ন আর গতি নাই! যাহা হয় হোক, কিছুতেই আর মতি স্থির নাই। আর এখানে থাকা বৃথা—

(মাহাবু ও আবদুলের প্রবেশ)

মাহাবু। মালেকজী!

কাফুর। খোদা তুমি মঙ্গলময়! মাহাবু, তুমি মরা মানুষ, ফিরে এলে কেমন করে! এ কি তোমার নরদেহ? তুমি জীবিত? এ রক্তমাংসের শরীর কি সত্যই বাদশা জালালুদ্দিনের পুত্র মাহাবুর? প্রতারণা? না—না—সেই মুখ সেই মাহাবু! হয় হোক প্রতারণা— আজ শুধু মাহাবুর নামের জন্য আমি প্রলয়ের সৃষ্টিনাশ আনিতে পারি। বল, তুমি কে? তুমি যে মৃত! কে তুমি?

মাহাবু। আমি মরি নাই! সেদিন কারাগারে আপনার অকস্মাৎ উপস্থিতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া আলিফ খাঁ আমাকে এই সিপাহীর কাছে রাখিয়া প্রস্থান করে। সেই অবসরে গোলযোগের মধ্যে আমাকে লইয়া এই বিশ্বস্ত বন্ধু পলায়ন করে। তদবধি আমি এই নির্জ্জন স্থানে ইহার আশ্রয়ে বাঁচিয়া আছি।

কাফুর। তুমি কে সদাশয় প্রভুভক্ত ভৃত্য! এস, এস, তোমার পুণ্য আলিঙ্গনে আমি পবিত্র হই। আজ আমি সব পারি। আজ আমার নবীন বলের সঞ্চার হইয়াছে, আজ আমার নূতন সাহস হইয়াছে। আজ দেখিতেছি খোদার ইচ্ছা থাকিলে একজন সামান্য সিপাহী কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে! আর এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। আমরা সন্ধ্যা হইলেই নগরে যাইব।

আবদুল। লড়াই করা আমার পৈতৃক ব্যবসা, আমার যাহা কাজ তাহা আমি এখনো একটু পারিব। আপনি যাহা চান, তাহা আপনাকে আনিয়া দিলাম, আপনার কাজ করুন। জাঁহাপনা, এখন একবার হাসিয়া কথা কও—আর মুখ ভার করোনা!

মাহাবু। মালেকজী, আমার কোন ভরসা করিবেন না, আমার জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছে।

আবদুল। আর কি কোন কথা নাই। কিছু না পারেন, খোদার নাম করুন।

কাফুর। এস বন্ধু, কিছুক্ষণ তোমার গৃহেই অপেক্ষা করি! আপনার শরীরে কিছু থাকুক, আর নাই থাকুক—আমি শুধু আপনার নামটী চাই। তুমি সত্যই বলিয়াছ, এখন আমায় কাজ করিতে হইবে। জানিনা, ন্যায়পরায়ণ বাদশা জালালউদ্দিনের হত্যার অভিশাপ কবে শান্ত হইবে। এই ত দুর্দ্দশার আরম্ভ, যদি তাঁর পুত্র তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করিলে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত হয়, নতুবা আর এ সাম্রাজ্যের মঙ্গল নাই!

মবারক। মালেকজী, প্রকৃতির অভিশাপ অত শীঘ্র নিরস্ত হয় না।

কাফুর। না হোক। আমি যেমন বুঝিয়াছি একবার তেমন চেষ্টা করিয়া দেখি।

মবারক। যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এখন জল ঢালিলে তাহার প্রখরতা আরো বৃদ্ধি হইবে।

আবদুল। জনাব, আমার একটী কথা শুনুন! আপনারা যদি এই রকম কেতাব পড়তে থাকেন তবে এ কেতাব আর বন্ধ হবে না।

কাফুর। তোমার কথা বড় মিছা নয়—এস, দেখে আসি এখনি তোমাকে লইয়া নগরে যাইতে পারি কি না?

আবদুল। জাঁহাপনা দোহাই খোদার, আপনার মুখটী বন্ধ হলে বুকটী খোলসা হবে।

কাফুর। বন্ধু, সার্থক তোমার বুদ্ধিবৃত্তি!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাঁদশার শয়ন কক্ষ

(শয্যোপরি আলাউদ্দিন ও পার্শ্বে আলিফ খাঁ)

আলিফ। আপনি উঠিবেন না—শান্ত হইয়া থাকুন।

আলা। উহু-হু—বড় ব্যথা—আলিফ খাঁ, হকিম বেটারা করে কি? এই বাতের ব্যথাটা সারাতে পারে না!

আলিফ। দাওয়াই দিতেছ, আরাম হবে।

আলা। আমি মরিলে কি আরাম হবে? বুকটা বড় কাঁপছে! এত ব্যাধি কোথায় ছিল। দেও, আর একটু সরাব দেও! কাফুর কোথায়? কি করে?

আলিফ। শুনেছি তার বড়ই আস্ফালন হচ্ছে।

আলা। রাখ না! একটু ভাল হই, তার মুণ্ডচ্ছেদ না করে আর সরাব খাবো না। উহু-হু বড় ব্যথা, মাথাটায় হয়েছে কি? কেবল কট্ কট্ কট্ কট্—বল দেখি রাণী পদ্মিনী কেমন হতো! কাফুরের দোষে সব গেল। উহু-হু হকিম বেটারা করে কি? গায়ে এত জ্বালা কেন? একটু সরাব দেও!

আলিফ। শুধু রোগের ভাবনা ভাবলে কি রোগ আরাম হয়। একটু আমোদ করুন, নাচ গান শুনুন।

আলা। ঠিক বলেছ, ইয়ার। বড় ব্যথা! গান বাজনা গেল কোথায়? বড় জ্বালা—

আলিফ। আমি সংবাদ দিয়েছি, এখনি বাঁদীরা আস্‌বে।

আলা। কই, আসে কই? বাঁদীগুলো পুরান হয়েছে, বেগমগুলো একটাও ভদ্রতার উপযুক্ত নয়। দেখতে, যদি আনতে পারতাম। কাফুর বেটা, নিমক্‌হারাম! উঃ, আলিফ খাঁ পেটে বড় ব্যথা!

আলিফ। আর একটু সরাব দেব? আপনি দেশে ছিলেন না—আমীর ওমরা কি মদ আর বাঁদী রেখেছে! ভদ্রলোক ত পথে বাহির হতে পারে নাই।

আলা। বটে! আমি দেখবো! এত মদ খাচ্ছি, তবু পেটে ব্যথা! ও! বাবা! বুকটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল! ঐ যে ঝুম ঝুম বাজে।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

আলিফ। এস, এস—

আলা। গুজরাটী বেগম কই? আর একটু সরাব দেও! নাচ, গাও। আলিফ খাঁ বড় ব্যথা—গাহিতে বল।

(নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত)

আলা। কই গুজরাটী বেগম কই?

(প্রথম বাঁদীর প্রবেশ)

১ম বাঁদী। জাঁহাপনা সর্ব্বনাশ, গুজরাটী বেগম আত্মহত্যা করেছেন।

আলা। বেশ করেছে! বিষ খেয়েছে, না খুন করেছে?

১ম বাঁদী। বিষ খেয়েছেন।

আলা। বেশ করেছে! এর চেয়ে ভাল খাবার আর তার নাই। একটু সরাব দেও! বুকটা এত কাঁপে কেন? নাচ, গাও।

(দ্বিতীয় বাঁদীর প্রবেশ)

২য় বাঁদী। জাঁহাপনা, দাক্ষিণাত্য হতে সংবাদ এসেছে।

আলা। কেন, আর কেউ বিষ খেয়েছে? না স্থান পূর্ণ করবে বলে আসছে? কে সংবাদ এনেছে? ডাকো।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জাঁহাপনা, গুজরাট বিদ্রোহী হয়েছে। সব প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে হত্যা করেছে। দেবগিরিও আবার বিদ্রোহী হয়েছে।

আলা। আলিফ খাঁ, নাচ গান বন্ধ কর। মবারককে সংবাদ দেও সে মালব হতে গুজরাটে যাক্। আমি কি মৃত? তোমায় ত বলেছিলাম আমার অসুখের কথা গোপন রাখতে!

আলিফ। আপনি বিচলিত হবেন না। সাহাজাদাকে আর কিছু সৈন্য পাঠান যাক্। সিংহ দেখলে শেয়ালের দল সব পালাবে।

আলা। বড় ব্যথা, সামান্য বাতের ব্যথা—হকিম বেটারা করে কি? একটু সরাব দেও! শঙ্করদেব ত মরেছে, তবে কে বিদ্রোহী হয়!

সৈনিক। হরপাল দেব।

আলা। তার মুণ্ডচ্ছেদ কর।

আলিফ। গাও একটা গান গাও—নাচ, নাচ।

(নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও গীত)

(সৈনিকের পুনঃ প্রবেশ)

সৈনিক। জাঁহাপনা, আবার সংবাদ আছে। খাণ্ডেশ, মালোয়া সব বিদ্রোহী হয়েছে। সাহাজাদা পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ফিরে আসছেন!

আলা। আর ফিরে আসার কি দরকার? লজ্জা নাই? এরা একদিন বাদশা হবে? এরা রাজ্য শাসন করবে? আলিফ খাঁ, আমায় ধর—কোন চিন্তা নাই, আমি ত মরি নাই, এখনো আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আর কোন ব্যথা নাই, আর কোন জ্বালা নাই। তুমি ভাবিতেছ, আমার দাঁড়াইবার সাধ্য নাই! একবার আমাকে আমার অশ্বে উঠাইয়া দেও। একবার আমার প্রিয় সৈন্যগণের কাছে লইয়া চল! আমি এখনো বিশ্ব জয় করিতে পারি। কই, তোমরা সব নির্ব্বাক কেন? ভীরু, কাপুরুষ, কেবল বিলাসিতা জান?

(দ্বিতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈনিক। জাঁহাপনা, মাহাবু—

আলা। কি? কি? আলিফ খাঁ, ও কি? উহাকে আমার সম্মুখে আসিতে দেও? কি? মাহাবুর কি?

আলিফ। জাঁহাপনা, এ ব্যক্তি পাগল।

আলা। কেন? কেন? পাগল একটা এখানে আসিবে কেমন করে? কি বলে? তুমি আমার সম্মুখে এস!

২য় সৈনিক। মাহাবুকে পাওয়া গিয়াছে।

আলা। তার মৃত দেহ? না, তের প্রেত!

২য় সৈনিক। না, তিনি জীবিত। মালেকজী তাঁর নামে পথে পথে জয়ধ্বনি তুলেছেন।

আলা। আলিফ খাঁ এস, আগে তোমায় নিপাত করি। তুমি না তাকে হত্যা করেছিলে?

আলিফ। জাঁহাপনা এ কোন জাল মাহাবু!

(হাসিনার প্রবেশ)

হাসিনা। জাঁহাপনা সর্ব্বনাশ! রক্ষা করুন! সাহাজাদার মুমূর্ষু অবস্থা! একবার দেখুন—হায় হায়, জাঁহাপনা সর্ব্বনাশ হলো!

আলা। হয়েছে কি? সমস্ত পৃথিবী আজ পাগল হয়ে উঠেছে! আজ কেহ আমার নয়? হায় খোদা, কখনো তোমার নাম করি নাই—তাই এ শাস্তি—হায় হায় কি হলো কি হলো—(নিজের কেশ উৎপাটন)

হাসিনা। হায় হায়, আমি কি করবো?

(প্রস্থান)

আলিফ। ও কি করছেন, নিজের চুল নিজে ছিঁড়ছেন—আপনি কি ক্ষিপ্ত হলেন?

আলা। চুল ছিঁড়ছি? না—না—প্রাণ ছিঁড়ে বের করবো!

(নিজের গাত্র দংশন)

আলিফ। জাঁহাপনা, জাঁহাপনা—কি দুর্দ্দৈব! নিজের অঙ্গ নিজে ছিঁড়ে ফেলছেন—পাগল হলেন?

আলা। পাগল কেমন করে হয়? এ জীবনে কি করেছি! যিনি আমার পরমাত্মীয় তাঁকে হত্যাকরে রাজ্যলাভ, সম্পর্ক বিচার না করে রমণীর সতীত্বনাশ, সামান্য বিলাসিতার জন্য কত প্রজার প্রাণ দণ্ড করে নিজে সদাই পাপাচারে মগ্ন থাকা, দেশ জয় করে শুধু ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠন নয় রমণী নিগ্রহ, কি না করেছি! আর কেমন করে পাগল হয় জানি না! নিজেকে দ্বিতীয় আলেকজণ্ডার বলে প্রচার করেছি, আর আজ শেষ বয়সে সমস্ত সাম্রাজ্যের নষ্ট সম্ভাবনা। তাও তুচ্ছ

করি! কোথায় আমার খিজির! কোথায় সে! সে কি মরেছে? সে কি আর বেঁচে নাই! যাও, প্রাণ আজ মুক্ত হও; অনেক আনন্দ করেছ, যাও, আর সহে না। তোমাকে আমি বুক চিরে বের করবো।

(পুনঃ গাত্র দংশন)

আলিফ। তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া কি দেখ? ধর ধর, আমি একা পারি না—এ শরীরে অসুরের শক্তি!

আলা। তোমরা কেহ কিছু শুন নাই—বৃদ্ধ বাদশা কি অভিশাপ দিচ্ছে—কিছু না—কিছু না—মানুষের কথায় কারো ক্ষতি হয়! কাফুর! তুমি ভীরু! পাপের আবার ভয় কি? তার আবার অভিশাপ কি! অগ্রসর হও, ঘন ঘন রণবাদ্য বাজাও, আর চিন্তা নাই। ঐ যে কাফুর! তার মুণ্ড চাই, জীবন্ত ধর। আমি নিজে হত্যা করবো। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! খাণ্ডেশ উচ্ছন্ন করবো। কোন মায়া মমতা নাই, সব কাটো, সব শেষ করো, এখনো রক্ত স্রোত ভালরূপে বহে নাই! কোথায় শঙ্করদেব! জীবন্ত চাই, অঙ্গের ছাল ছাড়িয়ে নেও। বেশ হয়েছে। গুজরাট সমুদ্রে ডুবায়ে দেও! ও কে—ও কে এ আর্ত্তনাদ কোথা হতে আসে! কি হয়েছে! তুমি কাফুরের কন্যা! আজ আমারও যে শোক, তোমারও সেই শোক! তোমার স্বামী গেল, আমার পুত্র গেল! আমিও যাবো! ছাড়, ছাড়! কে হাসে, কে হাসে! এমন সময় কে আনন্দে নাচে? এ কাহার অভিশাপ! ছাড়, ছাড়— আমি একবার দেখবো—আমার রাজত্ব যায়—আমার পুত্র যায়—আমার সব যায়—! যাক্ সব যাক্—আমিও সাথে যাবো!—

(পতন ও মৃত্যু)

সকলে। কি হ'লো—কি হ'লো!

(ভয় ও বিস্ময়ে সকলের ইতস্ততঃ ধাবন)

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর পথ

জনতা

১ম। সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! দোষ থাকুক আর যাই হোক, প্রজার বন্ধু ছিলেন।

২য়। আমীর ওমরার অত্যাচারে এখন প্রাণ বাঁচান দায় হবে।

৩য়। যাহাই বল, অত অত্যাচার সহিবে কেন?

(কতিপয় আমীর ও ওমরাহের প্রবেশ)

১ম আমীর। হাড় জুড়ালো, বাঁচা গেল! তোরা ভেউ ভেউ কচ্ছিস্ কেন?

২য় আমীর। দিনকতক বেটাদের বড় বৃদ্ধি হয়েছিল!

১ম আমীর। এবার গলার টুঁটি ধরবো, আর মারবো।

৩য় আমীর। বাবা, ঘরের টাকাগুলি হাঁপ ছেড়ে বাঁচুক।

১ম আমীর। একটু সরাব খেয়ে বাঁচি।

৩য় আমীর। ইয়ার, চল! এমন আনন্দের দিনে আর সময় নষ্ট করা চলে না।

২য় আমীর। পীর পৈগম্বর যেখানে যা আছে সব সিন্নী মেনে রেখেছি। (প্রস্থান)

১ম। আর বাঁচবো না! চাচা এই বেলা চল, দেশ ছেড়ে পালাই!

৩য়। ওরে, অত ভয় নাই। দুদিন সবুর কর। কোন বাদশাই বড় লোকের পক্ষে থাকবে না।

২য়। কে যে বাদশা হবে তাইত ঠিক নাই।

(কতিপয় লোকের প্রবেশ)

৪র্থ। কে বাদশা হবে? এ যে মহাগণ্ডগোল বাধলো!

৫ম। আমাদেরই সর্ব্বনাশ।

৬ষ্ঠ। বড়ই বিপদ—বড়ই বিপদ—(সকলের গোলযোগ)

(কাফুর ও মাহাবুর প্রবেশ)

কাফুর। তোমরা গোল কর কেন? আর দুঃখ নাই। আমি তোমাদের বাদশা এনেছি।

৩য়। আর বাদশার ছেলে?

কাফুর। শঠ, লম্পট, অত্যাচারী, কৃতঘ্ন আলাউদ্দিনের পুত্র? যে প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে রণস্থল হতে পলায়ন করে এসেছে, সে দিল্লীর বাদশা! কোথায় তোমাদের সাম্রাজ্য? আবার মোগল আসিতেছে! রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহ, কোথায় তোমাদের রাজ্য? ভয় নাই, চিন্তা নাই! আমি সে বিদ্রোহ দমন করিব, আমি মোগলদিগকে বিতাড়িত করিব।

সকলে। জয় মালেকজীর জয়!

কাফুর। শুন! দয়ার আধার যে জালালুদ্দিন বাদশা, প্রাতঃ স্মরণীয় যাঁর কীর্ত্তি, যিনি প্রজার বন্ধু ছিলেন, যিনি দরিদ্রের অন্নদাতা ছিলেন, সেই ন্যায়বান দয়াবান বাদশার পুত্র মাহাবু আমাদের বাদশা! কি দেখ, খোদার অনুগ্রহ নহিলে মরা মানুষ কি করিয়া আসে।

সকলে। জয় বাদশার জয়! এই আমাদের বাদশা।

কাফুর। পাঠান কোন দিন যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে!

সকলে। তাইত! এই প্রথম!

কাফুর। এই প্রথম। এখনো শেষ হয় নাই। আরো অনেক অপমান সইতে হবে। মোগল এসে দেশ ছারখার করবে। কে রক্ষা করবে? এই ভীরু বাদশা? সহস্র সহস্র সৈন্যের মৃত্যু দেখে যে রাজা নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালায়, সে কি রাজা? সে কি বাদশা?

সকলে। জয় মালেকজীর জয়। আমরা এমন বাদশা চাহি না।

কাফুর। এখন বাদশা করবেন বিলাসভোগ, আর—আমরা মরবো তার জন্য লড়াই করে। আমরা খেটে মরবো তার বিলাসের ব্যয় বহন করতে! প্রজারই রাজ্য, সে প্রজার প্রাণ গেলে, কিসের—রাজা? কি চাও?

সকলে। তা হবে না, তা হবে না—দূর করে দাও।

১ম। দেখ না, এইমাত্র নবাবের বাচ্চারা বলে গেল—আমাদের টুঁটি ধরবে আর মারবে।

কাফুর। কার সাধ্য, একজন প্রজার গায় কেহ হাত দেয়। এই তোমাদের বাদশা! খোদার কাছে প্রার্থনা কর, ইনি দীর্ঘজীবি হউন। একবার আমাকে সুস্থ হতে দেও, আমি রাজ্যের সমস্ত শত্রু বিনষ্ট করে দেব। কোন চিন্তা নাই, কোন ভয় নাই।

সকলে। জয় মাহাবু বাদশার জয়! জয় মালেকজীর জয়!

কাফুর। তোমাদের বাদশাকে সাথে লয়ে আমি পথে পথে প্রতি পল্লীতে প্রজাদের ভয় নিবারণ করে দিচ্ছি, তোমরা অপেক্ষা কর—আমি সমস্ত নগর ভ্রমণ করিব।

সকলে। পথ ছাড়, পথ ছাড়, জয় বাদশার জয়।

(কাফুর ও মাহাবুর প্রস্থান)

১ম। এখন বেটাদের টুঁটি আমরাই ধরবো!

৩য়। দূর করে দেও, সাহাজাদাকে। ও পাপের মহল ভেঙ্গে দেও।

২য়। পুড়িয়ে ফেল, ছারখার করে দেও।

৪র্থ। পাঠান কখনো লড়াই করে হারে নাই।

৫ম। এমন বাদশা চাই না। কেটে ফেল, মেরে ফেল, জীবন্ত কবর দেও।

(মবারকের প্রবেশ)

মবারক। কে আমায় কবর দিবে? দেও? আমার সাথে কেহ নাই, এই মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে ফিরে এসেছি। আমার প্রজা আমায় কবর দিবে? দিক্! আমি কার? বাদশা কার? আমি তোমাদের বাদশা—আর কেহ নয়—আমায় যদি হত্যা করিয়া আমার প্রজা সুখী হয়, তবে আমার আপত্তি কি? একটু অপেক্ষা কর। আমার ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, আমার প্রজার অভাব মিটিয়াছে কি না দেখিয়া মরিতে দেও। কারাগার হইতে সব বন্দী মুক্ত করিয়া দিয়াছি, আমার প্রজার ঘরে ঘরে আনন্দ হইয়াছে কি না—তাই দেখিয়া মরিতে দেও।

সকলে। আমরা কি নির্ব্বোধ? বাদশা কি বলেন?

মবারক। সমস্ত লুঠের ভাগ সৈন্য দলে বিতরণ করিয়া দিয়াছি, আমার সৈন্যেরা সুখী হইয়াছে দেখিয়া মরিতে দেও। পাঁচ বৎসরের জন্য খাজনা মাপ করিয়াছি, আমার সেই প্রজার সম্মুখে আমায় হত্যা কর। রাজাকে প্রজা হত্যা করিবে! এ আর বেশী কি? এস, কে আমাকে কবরে লইবে! এর চেয়ে আর সুখের মৃত্যু নাই।

সকলে। কেহ না—কেহ না—অপরাধ হয়েছে। এমন বাদশা! এই আমাদের বাদশা।

মবারক। মোগল এসেছে, দেশ বিদ্রোহী হয়েছে,—আমি কি কিছু

করিতে পারি না? তোমরা আমায় হত্যা করিবে, না আমি তোমাদের বিপদ নষ্ট করিবার উপায় করিব। কি চাও? মালেকজী কি চিরদিন বাঁচিবে? তবে কি মালেকজী মরিলে আমাদের রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না? কি লজ্জা! কে তামাদের মালেকজী? সামান্য ক্রীতদাস? কে তোমার কাফুর? কে এই অকৃতজ্ঞ নরাধম যে আমার প্রজাকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

সকলে। তাকে মেরে ফেল, তাকে কেটে ফেল।

মবারক। মালেকজী আজ সাধু। আর এত দিন? যদি কিছু বলিবার কথা ছিল, তবে এত দিন বলে নাই কেন? যদি কিছু করিবার সাধ্য ছিল, তবে এত দিন করে নাই কেন? কে তোমাদের মাহাবু? তোমাদের এমনই বিশ্বাস। তোমাদের দোষ কি? সয়তানের কথা কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে না। আজ জালালুদ্দিনের পুত্রের আবিষ্কার হলো। কে জানে তার কথা? সে কোথায় ছিল? আজ ছেলে এল, ইহাতেও যদি কিছু না হয়, তবে হয় ত বাদশা জালালুদ্দিনই চলে আস্‌বেন। (সকলের উচ্চ হাস্য) এস, এস—এরা সব দস্যু।

সকলে। এই আমাদের বাদশা। দস্যুদের কাটো—মেরে ফেল—আমরা আপনার সাথে যাবো।

মবারক। এস ভাণ্ডার আজ উন্মুক্ত। দীন দুঃখী, ধনী নির্ধনী—সকলেই সমান ভাগ পাবে।

সকলে। এই বাদশা। জয় বাদশার জয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাফুরের গৃহ

আসমানি ও মাহাবু

মহাবু। আসমানি, তোমারও এই মত! রমণী হৃদয়ের কোমলতা তোমাতে কিছুমাত্র নাই। তুমি ভালবাসা শিখিয়াছিলে কেন? বাদশার বেগম হওয়াই কি জীবনের একমাত্র মহৎ কার্য্য! হতে পারে, মানুষ উচ্চ পদ লাভ করে জগতের অনেক উপকার করিতে পারে; কিন্তু এত তা নয়? যার প্রথমেই এত অমঙ্গল, যার প্রথমেই এত রক্তপাত, দ্বেষাদ্বেষি বন্ধু বিচ্ছেদ—তাহাতে কি মঙ্গল সাধনা করিবে? পাপে যাহার আয়, পাপেই তাহার ব্যয়। যে ক্ষমতার প্রলোভনে মানুষের এত ভ্রান্তি, কে জানে এক দিন সে তোমায় আমায় বিচ্ছেদ ঘটাইবে না!

আসমানি। এই জন্য তোমার নিমিত্ত প্রাণপাত করিতেছি। তোমারি জন্য না আমার এত কলঙ্ক, তোমারি জন্য না আমি নির্লজ্জ! তোমারি জন্য আমি বাঁচিয়া আছি!

মাহাবু। রাগ করিও না। তুমি আমার জন্য বাঁচিয়া নও, তোমার গর্ব্ব তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তুমি আমাকে ভালবাস, আমার জন্য তোমাকে অনেক সহিতে হইয়াছে, আমি তোমার ভালবাসাই চাই—আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট, আর অধিক চাহি না। আমি পিপাসিত, সামান্য পাত্রে একটু জল পাইলেই আমার পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তোমার সে জন্য রত্নশোভিত সুবর্ণপাত্রের আয়োজন করিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি,

অতিথির পিপাসা নিবৃত্তি করা অপেক্ষা গৃহস্থের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করাই অধিক চেষ্টা।

আসমানি। সকলেই জানিত, তোমার মৃত্যু হইয়াছে, তুমি আবার দেখা দিলে কেন? আমি কি কোন জন্মে তোমার শত্রু ছিলাম, যে আমাকে কষ্ট দিবার জন্যই তুমি বাঁচিয়া উঠিয়াছ। আমার মাহাবু ত এমন ছিল না, আমি কার জন্য মরি।

মাহাবু। আসমানি, তুমি কাঁদিও না। সমস্ত জগতের বাদশা হইতে পারিলে যে সুখ, এক দণ্ড তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আমার তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ হয়। কিন্তু আমি আমার নিজের প্রাণের কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আমি সুখ চাই, শান্তি চাই, কিন্তু মানব জীবনের তৃপ্তি চাই। এই তৃপ্তির আবাস আমার প্রাণের বাহিরে কোথাও নাই। যদি সংগ্রাম করিতে হয়, প্রাণেই করিতে হইবে। এই যুদ্ধে জয়ী হইতে না পারিলে, অন্য মানুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয়ে কোনই লাভ নাই।

আসমানি। তবে ফকির হইয়া বনে যাও।

মাহাবু। চিন্তা ও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ফকীরের অভাব গৃহস্থের চেয়ে অনেক বেশী। ফকিরের জীবননির্ব্বাহ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, আর আমি মাত্র আমার ভৃত্য। তোমার এ সব কথা বুঝিবার ইচ্ছা নাই, নতুবা আমায় ব্যঙ্গ করিবে কেন?

আসমানি। আমি ব্যঙ্গ করিতেছি, না তুমি তোমার অভিষ্টসিদ্ধির পথে আসিয়া আমাকে অবহেলা করিবার সুযোগ দেখিতেছ।

মাহাবু। এই তোমার বুদ্ধি! দারুণ অভিমানে তোমাকে অন্ধ করিয়াছে। এখানে আসিয়াছি কেন? আমি ভাবিয়াছিলাম যে তুমি আমার কথা বুঝিবে। হয় ত তুমি আমার এই পুণ্য ব্রতে সাথী হইবে।

আমারই ভুল! মানুষ নিজের কোন আশা ত্যাগ করিতে চাহে না। এই যে আমার অতি দীন হইবার ইচ্ছা—আমি ত এ আশা ত্যাগ করিতে পারি না, তোমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তুমি সহজে ত্যাগ করিতে পারিবে কেন?

আসমানি। দুর্দ্দান্ত আলাউদ্দিন তোমার পিতা ও অন্যান্য জ্ঞাতি-বর্গকে নিহত করিয়াও কোন্ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমাকে রক্ষা করিয়াছিল। তুমি বাদশার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলে কেন? কেন তুমি বার বার নিশ্চিৎ মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছ? তোমার দ্বারা কোন ইষ্ট সাধন করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত! তিনি তোমাকে বাদশা করিয়াছেন, তুমি ফকির হইতে চাও কেবল তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

মাহাবু। ইহাই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা! তোমাকে এ যুক্তি কে শিখাইল? যদি তাঁহার এমনই ইচ্ছা হয়, তবে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার নিজের যাহা ইচ্ছা তাহা অনেক কারণে করিতে পারিতেছি না। তুমি অবলা, তুমি যদি বল পাইয়া থাক, তবে আমি দুর্ব্বল হইব কেন? কে জানে এ কি বিষম প্রমাদ! মুসলমান রাজ্য পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, যদি আমার রক্তপাতে সে স্রোত বন্ধ হয়, তবে অশেষ মঙ্গলের কারণ হইবে।

আসমানি। তুমি এত মরিতে চাও কেন?

মাহাবু। নিষ্কর্ম্ম চিন্তাশীল জীবনের বুঝি এই একমাত্র কাজ।

আসমানি। আমার মনেও তাই বোধ হয়। কাজ কর; কেবল ভাবিও না। তোমার শরীর অনুস্থ বলিয়া আমি জিদ্ করিয়া তোমাকে ঘরে রাখিয়াছি, আর, কোন বিপদের মধ্যে যেতে দিতেও আমার প্রাণ কেঁপে উঠে।

মাহাবু। নিজের বাপ মরে, তাহাতে ক্ষতি নাই; যাহার সাথে দুই দিনের আলাপ সে না মরে! আসমানি, এই তোমার সংসার! যে আমার উপকার করিয়াছে তাহাকে চাহি না, নূতন কাহাকেও চাই—সে আমার কিছু করুক আর নাই করুক। এই জন্যই মানুষের পতন। অতীতের আদর নাই দেখিয়া মানুষ অতীতের কর্ত্তব্য বর্ত্তমানে লইয়া আসে, আবার ভবিষ্যতের আদর দেখিয়া সেইখানে টানিয়া লয়, কালের এমনি আশ্চর্য্য চক্র, যে কর্ত্তব্য সাধনার সময় আর হয় না। আসমানি, তোমার বাবা বাদশা হলে তুমি কয়দিন ধৈর্য্য ধরিতে পার?

আসমানি। তুমি তামাসাই কর, আর যাই বল,—বাবার কি এখন বাদশা হওয়া সাজে, লোকে কি বলিবে? ও কথা যাক্! আমার সাথে যার আলাপ হয়, সেই দেখছি বক্তা হয়ে পড়ে, কোথা হতে তার যত দুনিয়ার সৃষ্টিছাড়া ভাব তর্ক জুটে আসে। তোমরা পুরুষ, এত অনর্থক চিন্তাও করিতে পার!

মাহাবু। যাহাকে কাজ করিতে হয়, তাহাকেই ভাবিতে হয়।

আসমানি। আমাদের কি কাজ নাই?

মাহাবু। আমাদের ভাব-সমুদ্রে তরঙ্গ তুলিয়া কুলে বসিয়া শুধু তামাসা দেখা।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। আমি একটী বিষম ভুল করিয়াছি। নাগরিকদিগকে উত্তেজিত করিয়া আমার সঙ্গে রাখা উচিত ছিল, আর বোধ হয় প্রথমেই সাহাজাদাকে বন্দী করিলে ভাল হইত। অর্থের লোভ দিয়া মবারক প্রায় সকলকেই বশ করিয়াছে। আমারই ভুল, আমিই তাহাকে সুযোগ দিয়াছি। মাহাবু, কিছু উপায় স্থির করিতে পার?

মাহাবু। আপনার সরল প্রাণে যে ভুল করিয়াছেন, তাহার আর উপায় নাই। একি কাজীর বিচারালয়, যে এক পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া অপর পক্ষ ধীরভাবে উত্তর দিবে? যাহা হইবার হইয়াছে। আপনার সৈন্যবল কিরূপ?

কাফুর। ঊর্দ্ধ সংখ্যা পাঁচ হাজার।

মাহাবু। নগরে বিপক্ষের সৈন্য সংখ্যা কত?

কাফুর। অন্যূন ত্রিশ হাজার।

মাহাবু। আপনার সৈন্য নিশ্চয়ই বিশ্বাসী ও যুদ্ধনিপুণ, কেননা যাহারা আপনাকে এখনো ত্যাগ করে নাই, তাহারা সত্যই প্রভুভক্ত। আমার বোধ হয় এই সৈন্যই যথেষ্ট।

কাফুর। কি করিবে?

মাহাবু। আর সময় নষ্ট না করিয়া এখনি মবারককে বন্দী করুন।

কাফুর। পাগল!

মাহাবু। শুনিয়াছি আলাউদ্দিন আমাকে পাগল ভাবিয়া, আর আপনার কথায়, আমার জীবন নষ্ট করে নাই। সেই পাগল আজ বাদশা হইতে চাহে! এত দূর অগ্রসর হইয়া এখন ফিরিতে হইলে লোকে শুধু পাগল বলিয়া ক্ষান্ত হইবে না, এ সংসারে আর পাগলামী করিবার সুযোগ রাখিবে না। আপনি কি সাহস পান না?

কাফুর। সাহস যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমার অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল। হাসিনা এখনো মরে নাই।

আসমানি। মবারককে আপনার করায়ত্ব করিতে পারিলেই সকল ব্যবস্থা আপনার ইচ্ছানুরূপ করিতে পারিবেন।

কাফুর। তাহাকে বন্দী করিয়া অধিকক্ষণ রাখিতে পারিব না। তাহাকে হত্যা করিতে হয়। তাহা পারিব না। অসম্ভব, অসম্ভব!

আমার সর্ব্বস্বও যদি যায় তবু পারিব না। আমার ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্য দুই কন্যার মধ্যে বিভাগ করিয়া দিব। মবারক আমার প্রস্তাবে স্বীকার করিবে কেন? তাহাকে হত্যা! ও! আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।

মাহাবু। ওকথা আর বলিবেন না। আপনি ত পারিবেনই না, আমি জীবিত থাকা পর্য্যন্ত তাহা করিতে দিব না।

কাফুর। কোন কৌশলে তাহাকে বন্দী করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রস্তাবের কথা তাহাকে জানাইবার পূর্ব্বেই তাহার সৈন্যদল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। সে গতিরোধ করিবার সাধ্য আমার নাই। আলিফ খাঁর অভিসন্ধি ভাল নয়, আবার খসরুও আছে—

আসমানি। খসরু?

কাফুর। এখন সে সর্ব্বস্ব কর্ত্তা। আমি তাহাতে দুঃখিত নই।

আসমানি। আমি এমন কথা জানি যাহাতে খসরুর দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

কাফুর। ছিঃ, আসমানি—তুমি সব জানিয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে আপত্তি কর নাই। ছলনা করিয়া কার্য্যোদ্ধারের অবসর নাই। আমাদের কথা তাহারা এখন বিশ্বাস করিবে কেন? আর তাহাতে আমাদের কি লাভ! যে যার পাপের ফল পাইবে।

মাহাবু। আপনার যখন অন্য উপায় নাই, তখন অনর্থক চিন্তা কেন? যুদ্ধের সাজ পরুন, দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে নিন—যাহা অদৃষ্টে থাকে হইবে।

কাফুর। তাই হোক! আসমানি, তোদের কি গতি হবে? এ সম্পদে কি সুখ! এ ক্ষমতায় কি সার্থকতা! জন্ম জন্ম ক্রীতদাস থাকা ইহা অপেক্ষা ভাল। তাহাতে প্রাপ্তি নাই, হারাইতে হয় না;

উন্নতি নাই, পতনও হয় না ; এমন করিয়া নিজের সন্তানকে বলি দিতে হয় না !

আসমানি। আপনি ওসব ভাবেন কেন ? আপনার পরাজয় হইবে না।

কাফুর। যদি হয়।

আসমানি। যাহা হয় হইবে, তার জন্য আপনার চিন্তা নাই।

কাফুর। আমার চিন্তায় কিছু হইবে না, খোদা—যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই দেখিবেন। তোমরা অপেক্ষা কর, একবার আমি তাঁহার নাম লইয়া আসি।

(লায়লা ও রফির প্রবেশ)

রফি। জনাব, রক্ষা করুন, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। আপনার দয়া হলে আমরা প্রাণে বাঁচতে পারি। ছেলে দুটোকে বোধ হয় এতক্ষণ কেটে ফেলেছে—হায়—হায়—কি হলো !

লায়লা। বাবা, তুমি কেঁদো না—ইনি বড় দয়ালু—

কাফুর। কে তোমরা—এখানে তোমাদের কে এনেছে ! তোমাদের কি বিপদ ?

রফি। জনাব, ছেলে দুটী সরকারী কাজ করে—তা আপনাদেরই দয়া—ছেলে দুটীও ভাল, নবাব সাহেব খুব পছন্দ করেন। চারিদিকেই গোলমাল, কে বাদশা হবে তাই নিয়ে আমরা গরীব দুঃখী প্রাণে মরে গেলাম—খোদার ঝড়ে বড় বড় গাছ ভাঙ্গে, বড় লোকের ঝড়ে আগেই আমরা মরি।

লায়লা। বাবা—ও সব কি কথা !

রফি। জনাব, মাপ করবেন ! ও, বাবা, কি গোল বেধেছে !

কাফুর। তুমি না পার তোমার মেয়েকে বলিতে দাও।

রফি। আমিই বলি—ওর একটু সরম হতে পারে! ছেলেরা এসে বল্লে, চারিদিকে বড় গোলমাল, আমাদের নিয়ে একেবারে বাদশার মহলে নবাব সাহেবের কাছে রেখে আসবে, তাদের'ও লড়াই করতে হবে, সে আবার এক চিন্তা, খোদা এতগুলি দিয়ে রেখেছেন শুধু ওই দুটি—তাহোক —ছেলে দুটি বড় ভাল।

কাফুর। তোমার ছেলে দুটি কোথায়?

রফি। তারা কি এতক্ষণ আছে! জনাব, কেটে ফেলেছে।

আসমানি। বাবা, আমি সব বল্‌ছি। খসরু ইহাকেই বিবাহ করিবে। এরা তার কাছেই যাচ্ছে, পথে বোধ হয় আমাদের সিপাহী আটক করেছে।

রফি। ঠিক, ঠিক—

কাফুর। সেখজী, তোমার ছেলেদের কোন ভয় নাই। তোমাদেরও কোন ভয় নাই।

মাহারু। খসরু কি তোমাদের নিতে পাঠিয়েছিল, না তোমরা নিজেরাই ইচ্ছা করে যাচ্ছিলে?

রফি। জনাব, তিনি হলেন বড়লোক। খোদা আপনার ভাল করবেন, ছেলে দুটোকে বাঁচান।

কাফুব। আমি খসরুকে পত্র দিচ্ছি, তার মত জানি, ততক্ষণ তোমরা আমার বাড়ীতেই থাকো।

(জনৈক সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জাঁহাপনা, আপনার জয় হোক। যে সমস্ত সৈন্য সীমান্তে ছিল তারা আপনারই পক্ষে হয়েছে। চিতোরের সৈন্যও আপনার নামে জয় জয় করেছে। বোধ হয় ২।১ দিনের মধ্যে সকলে এসে পৌঁছিবে। অনেকে এসেছে।

কাফুর। কত জন?

সৈনিক। পাঁচ হাজারের কম হবে না।

আসমানি। বাবা, আর বোধ হয় চিন্তা নাই।

কাফুর। তাহারা কোথায়?

সৈনিক। আমাদেরই সাথে মিশেছে। আপনার বিনানুমতিতে কোন উল্লাস করিতে সাহস পায় নাই।

কাফুর। পথে কেহ বাধা দেয় নাই?

সৈনিক। বাধা পাইয়া আপনার সিপাহীরা দুর্ব্বল হয় না।

কাফুর। এই বৃদ্ধের পুত্র দুটিকে পাঠাইয়া দেও। খোদার কি ইচ্ছা জানি না! সাহাজাদার এত অর্থ, তবু আমাকে এত সৈন্য এখনো ভালবাসে! খোদার কি মহিমা! তোমারই নাম লায়লা? বেশ! তুমি আমার মেয়ের কাছে থাক! সেখজি! তুমি আমার সাথে এস, অন্য স্থানে বিশ্রাম কর। আসমানি, যে পরের অনিষ্ট করে, খোদা শেষে তার ভাল করেন না। মাহাবু—

রফি। জনাব, আপনার বড় দয়া! লায়লা তুই এখানে থাক্—এ বড় মানুষের বাড়ী—তুই ত আদব কায়দা জানিস না—আমিও জানি না, খোদা যা করেন।

কাফুর। মাহাবু, এস। যদি এ সিপাহীর সংবাদ সত্য হয়, তবে আমাদের কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

রফি। জনাব, যদি ছেলে দুটো বাঁচে, তবে আপনারই গোলাম হয়ে থাকবে। একবার তাদের জ্যান্ত দেখতে পারলে হয়!

কাফুর। জগতের কি রহস্য! কেউ ছেলের জন্য পাগল, কেউ মেয়ের জন্য পাগল, নিজের জন্য কেউ এমন করে পাগল হয় না। এস, তোমার ভয় নাই। (রফি ও কাফুরের প্রস্থান)

মাহাবু। আসমানি, এবার তোমায় ফাঁকি দেব!

আসমানি। তুমি যা দেবে, তাই নেব।

মাহাবু। এমনি তোমার দৈন্যতা!

আসমানি। তাহা কে করিয়াছে, মাহাবু?

মাহাবু। আমি নই—খসরু।

(প্রস্থান)

আসমানি। লায়লা, খসরুকে তুমি ভালবাস!

লায়লা। বাসি বই কি! আপনারা তাঁকে জানেন?

আসমানি। জানি না? কেন, আমাদের কথা কি তিনি কখনো তোমায় বলেন নাই? তিনি যে আমাদের বাড়ীতেই থাকতেন।

লায়লা। আপনিই মালেকজীর মেয়ে? আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেয়েছি। আপনার বড় সুখ্যাতি করেন!

আসমানি। তুমি তাঁকে খুব ভালবাস?

লায়লা। ভালবাসা কি একটুতে প্রাণ ভরে?

আসমানি। এই কয়দিনে তুমি এত ভালবেসেছ? তোমার প্রাণটা খুব সরল।

লায়লা। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে কেউ ভাল না বেসে পারে?

আসমানি। আমরা পারি কেমন করে?

লায়লা। যে ভাল তাকে সকলেই ভালবাসে!

আসমানি। আমিও তাকে ভালবাসি, তা বলে আমার সাথে ত তার বিয়ে হবে না!

লায়লা। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমার ইচ্ছা করে সব সময় তাঁর কাছে থাকি, তাই তিনি বিয়ে করবেন বলেছেন। আপনিও বল্লে হতো।

আসমানি। যদি তাই হয়, তবে তোমার কষ্ট হবে না?

লায়লা। তা হবে কেন? তাঁর যেমন খুসী!

আসমানি। তুমি কোনই কষ্ট পাবে না?

লায়লা। আপনি তাঁর নামে দোষ দেবেন না। তিনি আমার খুব ভালবাসেন, কত কাজ ফেলেও ছুটে আসেন। আমার সাথে কত গল্প হয়, কত কথা হয়। আমি বাগানে পাখী তাড়াই, আর তিনি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমান; তাঁর ঘুম ভাঙ্গলে, তিনি পাখী তাড়ান—আমি ঘুমাই। এখন তাঁর সময় খুব কম, তবু তিনি একবার আসেন—আমি ঠিক বুঝতে পারি কখন তিনি আস্‌বেন।

আসমানি। তুমি ত খুব ভালবাসতে জান। যদি তিনি বিয়ে না করেন, তবে একটুও রাগ হবে না।

লায়লা। তাঁর উপর রাগ করিবার আমার কি সাধ্য আছে। তাঁর ইচ্ছা যদি তিনি ফিরিয়ে নেন, আমার কিছু বলিবার নাই। আমার দুঃখ হবে, কষ্ট হবে, আমার মন কেমন করবে! তা'বলে কি করবো! আমরা গরীব মানুষ, যদি কোন জিনিষ দেখে লোভ হয়, দুই এক দিন মনটা কেমন করে, তারপর সব সয়ে যায়।

আসমানি। খসরু বড়লোক, সে তোমাকে কখনো নেবে না। তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমায় একটি ভাল বিয়ে দিয়ে দেব।

লায়লা। তিনি যদি আমায় না নেন, তবে বাপ মা আছে তাঁদের সেবা করবো, ভায়েদের কাজ করবো।

আসমানি। তবু বিয়ে করবে না!

লায়লা। এমন করে কাকে ভালবাসা যায় না। যাকে ভালবাসবো না তার সাথে কেমন করে থাকবো? আমাদের পাড়ায় কত বাড়ীতে দিনরাত ঝগড়া হয়। ঝগড়া করবার জন্য কি বিয়ে করবো!

আমি কারো কাল মুখ দেখতে পারি না। বাবার যখন দুঃখ হয়, দাদার যখন দুঃখ হয়, তখন তারা মুখ আঁধার করে বসে থাকে। আমি জানি তখন তাদের বিরক্ত না করলে, একটু পরে তারা হেসে উঠে।

আসমানি। বালিকা, তুমি নিতান্ত সরলা। আমার কথা বিশ্বাস কর। খসরু তোমায় কিছুতেই বিবাহ করবে না। আর তার কাছে যেও না, শুধু অপমান হবে। শেষে কেঁদে কুল পাবে না। সে তোমাকে আদর করবে না।

লায়লা। যার জিনিষ সে যদি না দেয়, তবে কি লড়াই করবো?

আসমানি। তোমার অপমান হবে না?

লায়লা। আমাদের কি মান আছে যে নষ্ট হবে?

আসমানি। আমি হলে তার প্রতিশোধ লই।

লায়লা। বাবা বলেন যে, খোদা-ই মানুষের সব শোধ নেবার কর্ত্তা।

আসমানি। তুমি কেমন মেয়ে গো! তুমি বুঝ সব, অথচ তোমার মত বোকা মেয়ে আর দেখি নাই।

(মজিদের প্রবেশ)

মজিদ। লায়লা, আর কি বলবো! মালেকজী যে পত্র দিয়েছিলেন, তা বাদশা ঘৃণা করে ফেলে দিয়েছেন, পড়েও দেখেন নাই, তিনি ভেবেছেন এ বুঝি মালেকজীর কোন চাতুরী। কি হবে!

আসমানি। লায়লা, আমার কাছেই থাক! তোমাদের কাজ যদি যায়, বাবার কাছেই কাজ করতে পারবে। সেজন্য এত ভয় কেন? এতে বাদশার কোন দোষ নাই। খসরু এখন বাদশা, সে একে বিয়ে করবে! তোমরা এত বোকা!

লায়লা। চল দাদা, বাবার কাছে যাই। তিনি বলেছেন কোরাণে আছে—খোদা ভালবাসেন বলে মানুষকে ভালবাসতে হবে, তার জন্য কোন ফলাফল চাহিতে নাই—তা খোদাই পাবেন।

মজিদ। নবাব সাহেব ত কিছু জানেন না। তাঁর কোন দোষ নাই। এখন এখানেই থাকি, যেমন করেই হোক তাঁর সাথে দেখা হবে?

লায়লা। চল দাদা, বাবার কাছে যাই।

আসমানি। লায়লা, তোমার মা কোথায়?

মজিদ। তিনি আমার মামাবাড়ী গেছেন। চল লয়লা—

আসমানি। চল, আমিও যাবো—দেখি তোমার কেমন বাবা।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সম্রাটের প্রাসাদ

দেবলা

দেবলা। একটা মরেছে—দুটো মরেছে—আর একটা—আর একটা—তারপর আমার কাজ শেষ। এক ভয় আছে মালেক কাফুর! যদি মাহাবুকে বাদশা করতে পারে তবেই আমার বিপদ। তাহলে আমার কোন সাধ মিটিবে না। না হোক, আমার যতটুকু সাধ্য তাহাতে কোন কাতরতা নাই, তাহাতে কোন মায়া মমতা নাই। এ সংসারে কেহ আমার নয়—বাঁচুক, মরুক, যাহা হয় হোক, আমার কি? আমার আত্মীয়স্বজন মরিবার সময় কাঁদিতে পারি নাই, এখন পরের জন্য কাঁদিব কেন? হাসিনা আস্‌ছে। কাঁদতে কাঁদতে কবে সে মরে যাবে,

তার কান্না দেখে আমারও কান্না আসে, কিন্তু এ হৃদয় পাষাণ করেছি। এ পৃথিবীর সকলেই আমার শত্রু, কে ভাল কে মন্দ, কোন বিচার নাই। আমি চেষ্টা করেও পরের কান্নায় হাসবো।

(হাসিনার প্রবেশ)

হাসিনা। দিদি, আর কেন মিছে আমায় ধরে রাখো। আমাকে ছেড়ে দেও, দয়া করে তুমিই আমাকে এনেছিলে—তুমিই দয়া করে আমাকে যেতে দেও। তুমিই আমাকে বড় করেছিলে, তোমার পায় ধরি, তুমি আমাকে বিদায় দেও! আমার সব সাধ মিটেছে, আমাকে আর ধরে রাখা কেন? একবার আমার বাবার কাছে যেতে দেও। তুমি ইচ্ছা করিলে সব পার। আমার সাথে তোমাদের সব সম্বন্ধ দূর হয়েছে, এ হতভাগিনী তোমার শত্রু মিত্র কিছুই নয়, আমার কোন পক্ষ নাই—আমায় যেতে দেও—আমায় একটু ভাল করে কাঁদতে দেও।

দেবলা। আর কত কাঁদিবে? কাঁদিলে কি পাওয়া যায়?

হাসিনা। কাঁদিলে দুঃখ কম হয়, বড় শান্তি পাই।

দেবলা। যাকে ভালবেসেছিস, তার জন্য যে দুঃখ, তা যদি দূর করেই দিতে হয়, তবে সে কেমন ভালবাসা! যদি তার কথা ভাল করে ভুলে যাবার জন্যই কাঁদতে হয়, তবে ভালবেসেছিলি কেন? যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মন হতে মুছে দিতে হয়, তবে সে তোর কেমন মন!

হাসিনা। আমি না কাঁদিয়া পারি না। আমার, প্রাণ কেমন কাঁদতে চায়। তার জন্য যতক্ষণ কাঁদি, তার কথা যতক্ষণ ভাবি, ততক্ষণ সে যেন আমার প্রাণের মধ্যেই থাকে। আমায় ছেড়ে দেও, দিদি, বাবার কাছে যাই, দিদির কাছে যাই। যে কান্না আমি ভালবাসি আমি তার সাথী পাবো। কই, কেহ ত তার নাম করে না, কেহ ত

তার কথা বলে না, কেহ ত তাঁর জন্য কাঁদে না। সে যেন কেউ নয়। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত। পথে একটা ফকির মরিলেও লোকে চেয়ে দেখে, বাড়ীর একটা প্রাণী মরিলেও দুদণ্ড তার কথা হয়, গাছের একটা ডাল ভাঙ্গলেও বিদেশী পথিক একবার তার পথের মাঝে দাঁড়ায়—আর এ যেন কি!

দেবলা। হাসিনা, বড় কষ্ট পেয়েছিস! একজনকে ভালবাসিতাম, আর তোকে ভালবাসি। আয়, যদি আমার বুকের মধ্যে এসে তোর দুঃখ জুড়ায়, তবে আয়। যদি সত্যি ভালবেসে থাকিস, তবে কোথাও গিয়ে প্রাণ জুড়াবে না। প্রাণের বোঝা কেউ নেবে না। যা প্রাণের সাথে মিশান, প্রাণ থাকতে কি তা দূর করা যায়? তবু মানুষ সব ভুলিতে পারে, সব সহিতে পারে। জীবনের স্রোতে কত জিনিষ নিয়ে আসবে, যা ভাসাতে পারবে না তা ঢেকে দিয়ে যাবে।

হাসিনা। এ জীবন রেখে লাভ কি?

দেবলা। তা বলে ত কেউ মরে না।

হাসিনা। কেন দিদি!

দেবলা। বলিতে পারি না। ভাঙ্গা নৌকার এক দিক ডুবে গেলে লোকে যতক্ষণ পারে আর এক দিক ধরে থাকে।

হাসিনা। আমার ত আর কোন দিকই নাই। আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিলাম, সেই পাপেই বুঝি আমার সব গেছে। স্বামীর সকলটুকু আদর তোমায় ফাঁকি দিয়ে যেন আমিই অধিকার করেছিলাম, তাই আমার কপাল ভেঙ্গেছে।

দেবলা। তোমার কোনই দোষ নাই, আমিই ইচ্ছা করিয়া তোমাকে সব দিয়াছিলাম। স্বামীর সুখ আমার ভাগ্যে নাই, তা যদি থাকিত তবে আজ আমার এমন দশা হবে কেন? এখন কি করিবে?

এখানেই থাক, দেখ না কি হয়! কারো বাপ মা চিরদিন বাঁচবে না, সেখানে গিয়ে কি হবে!

হাসিনা। তবু একবার দেখতাম! আমার মনে কোনই প্রবোধ মানে না। আমার জন্য এত করেছ, আর এই একটু দয়া!

দেবলা। আমি চেষ্টা করিব।

হাসিনা। তুমি চেষ্টা করিলে নিশ্চয় হবে। তোমাকে ছাড়তেও বড় কষ্ট হয়, তুমি আমায় বড় ভালবাসো, তুমি না থাকলে যে আমার কি দশা হতো! কিন্তু আমার কথাটী ভুলো না, আমার আর কেউ নাই, তুমি চেষ্টা করলেই হবে। আমি কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াবো বুঝি না। তাঁর ঘরখানিতে সব আছে, শুধু প্রাণ নাই। কোথায় গেলে সেই প্রাণ পাওয়া যায়, কোথায় গেলে সেই প্রাণে প্রাণ দেওয়া যায়! যাই আর একবার দেখে আসি! দিদি, ভুলো না, আর আমায় ধরে রোখা না!

(প্রস্থান)

দেবলা। যার বাপ আছে সে বাপের কাছে যায়, যার মা আছে সে মার কাছে যায়, আমার কে আছে! বিষবৃক্ষেয় ফল ধরেছে, যেদিন এ ফল পাকবে, সেই দিন আমি জন্মের মত যাবো।

(মবারকের প্রবেশ)

মবারক! রাজকুমারী, একবার ফিরে চাও! একবার হাসি মুখে কথা কও! তোমার যুদ্ধে জয়ী হতে না পারিলে, আমার কোন যুদ্ধে জয়ের আশা নাই! ও মুখের একটু হাসিতে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের শাণিত অসির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে, ও মুখের একটী কথায় লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি আমার গৌরবের সাথী হইবে, ওই আঁখি প্রসন্ন হইলে সকল আঁধার নষ্ট হইবে! একবার ফিরে চাও, একবার কথা কও!

দেবলা। যে আমার স্বামীঘাতক, তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ!

মবারক। মিথ্যা দোষারোপ করিও না, আমি তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলাম না, শুনিয়াছি সৈন্যেরা তাহাকে অধিক কষ্ট দেয় নাই। তুমি আমার প্রতি সেজন্য যথেষ্ট প্রতিশোধ লইতেছ, সে মরিয়া সকল কষ্ট দূর করিয়াছে, আর আমি দিবানিশি মরণাতীত জ্বালা সহিতেছি। তোমারি জ্ঞান, তোমারি ধ্যান, তোমারি রূপ, তোমারি কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার দুর্দ্দশার সীমা নাই। তার কাছে মৃত্যু সামান্য।

দেবলা। তবে মরনা কেন?

মবারক। শুধু তোমার জন্য।

দেবলা। তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর জগতে কেহ আছে কিনা সন্দেহ! তোমার ভায়ের জন্যও তোমার একটু দুঃখ হয় না?

মবারক। দুঃখ করিবার সময় কই? তোমাকে চাই প্রাণে স্থাপন করিতে, আর কাফুরের মুণ্ড চাই পায় দলন করিতে! পুরুষের দুঃখ করিবার সময় নাই। যাহা গিয়াছে তাহা আর আসিবে না, যাহা আছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে ত! একবার আমায় নিশ্চিন্ত হইতে দেও, বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত সমাধি প্রস্তুত করিয়া মৃতের সম্মান রক্ষা করিব। তোমাকে না পাইলে প্রাণ শান্ত হয় না, কোন বিবাদে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছি না, নহিলে শক্তি একাগ্রচিত্ত হইতেছে না।

দেবলা। আমাকে চাও? রাজত্ব ত্যাগ করিতে পার?

মবারক। সমস্ত রাজত্ব তোমার পায়ে অর্পণ করিয়া আমি তোমার হৃদয়রাজ্যে ফকির হইব। ঈশ্বর কি তোমাকে দীনদুঃখীর উপভোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? গোলাপ কি পথে ঘাটে আবর্জ্জনার মাঝে ফুটিতে চাহে! হীরকের স্থান বাদশার মুকুটে, কোন কুটীরে তোমার অসীম সৌন্দর্য্যের স্থান নাই!

দেবলা। আপনি কথায় সুচতুর তাহা জানি। আমাকে আর কষ্ট দিবেন না, আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি। আমি আপনার অধীন বলিয়া—আমার প্রাণের উপর কাহারো অধিকার নাই! আপনার রাজ্যে অনেক সুন্দরী আছে, যিনি হিন্দুস্থানের অধীশ্বর তাঁহার বিলাসিতার উপকরণের অভাব হইবে না। শোকে তাপে জর্জ্জরিত এ দুঃখিনী আপনাকে কোন আনন্দ দিতে পারিবে না।

মবারক। বিলাসিতা কে চায়? সম্পদের কোন স্পৃহা নাই। আমি তোমাতে লয় হইতে চাই! আমি কি শুধুই নির্দ্দয়, আমার প্রাণ কি ভালবাসিতে পারে না?

দেবলা। যদি ভালবাসা চান, হাসিনাকে নিন্!

মবারক। যে তোমায় দেখিয়া ভুলিয়াছে, সে আর কিছুতেই শান্তি পাইবে না। আমি বাদশা, তবু আজ তোমার কাছে ভিখারী। যে রত্নভাণ্ডার আমি ইচ্ছা করিলেই অধিকার করিতে পারি, তাহার দ্বারদেশে আমি ভিখারী। কেন? কোন বল প্রকাশ করিতে চাহি না, তাহা হইলে এত সাধ্যসাধনার প্রয়োজন ছিল না। তোমাকে ভালবাসিয়া বাধ্য করিব।

দেবলা। আর যদি না পারেন?

মবারক। সেকথা কখনো আমার মনে আসে নাই, এবং কখনো তাহা আমার মনে স্থান দিব না। তুমিই ত আমাকে এ প্রলোভন দিয়াছ। আমি ত ভুলিয়াও কখনো তোমাকে দেখিতাম না, তুমিই ত আমাকে দেখিতে দিয়াছ, তুমিই ত আমাকে প্রলুব্ধ করিয়াছ! একদিন দুই দিন নয়, তোমার মুগ্ধনেত্র আমাকে প্রতিদিন উন্মত্ত করিয়াছে। খোদার ইচ্ছায় আজ আমি বাদশা, নতুবা তোমার ভ্রূভঙ্গে আমার মস্তিষ্ক যেরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল, একদিন তোমাকে লাভ করিবার

জন্য আমি প্রকাশ্যে আমার ভাইএর প্রাণ লইতে কুণ্ঠিত হইতাম না। দোষ কাহার ?

দেবলা। দোষ আমার, আমাকে ক্ষমা করুন।

মবারক। তোমাকে বক্ষে ধরিয়া তোমাকে শুধু ক্ষমা করিব, তাহা নয়—তোমাকে আমার জীবনসর্ব্বস্ব করিব।

দেবলা। জাঁহাপনা, আমি আপনার যোগ্য নহি। আমার অদৃষ্ট মন্দ, আপনার অমঙ্গল হইবে !

[নেপথ্যে—জাঁহাপনা আপনার দর্শন চাই, বিষম বিপদ]

দেবলা। ওই শুনুন !

মবারক। কে, খসরু ? কিসের বিপদ ?

দেবলা। আমি অন্তরালে যাই ! (প্রস্থান)

মবারক। খসরু, তুমি আসিতে পার।

(খসরু ও আলিফ খাঁর প্রবেশ)

কি সংবাদ ! এত ব্যস্ত কেন ?

খসরু। মালেকজীর সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। শুনিতেছি, মহল অধিকার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য !

আলিফ। আর বিপক্ষকে অবহেলা করা উচিত নয়। এখনো আমাদেরই সৈন্যবল অধিক আছে !

খসরু। আপনি মহল রক্ষা করুন, আমরা অগ্রসর হই।

মবারক। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, কাফুরের প্রতি নির্দ্দয় হইতে পারিবে না। আমি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা না করিলে আমার মান থাকিবে না, সৈন্যেরাও নিরুৎসাহ হইবে।

আলিফ। উত্তম কথা। আমরা সকলেই প্রস্তুত !

মবারক। আপনি অশ্বারোহীর ভার লউন। খসরু, তোমার অধিক

সৈন্যের আবশ্যকতা নাই। আমি বাহির হইয়াছি জানিলে আর কেহ এদিকে আসিবে না। কাফুর কোথায় থাকে এইটি আপনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, আমি পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিতে চাই।

আলিফ। যাহাই কর, বিশেষ সাবধান, নগরে পথে পথে যুদ্ধের অনেক অসুবিধা!

খসরু। মিনারের উপর হইতে বিপক্ষের অবস্থানাদি পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি!

আলিফ। উত্তম পরামর্শ।

মবারক। তবে আসুন! আর কালবিলম্বে কাজ নাই!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

দুইজন সৈনিক

১ম। নবাবসাহেবকে খবর দেও, ঠিক যে কি হলো তা তো জান্‌তে পারি নাই।

২য়। বাদশা ধরা পড়বেন—এ যে অসম্ভব কথা।

(তৃতীয় সৈনিকের প্রবেশ)

৩য়। বাদশাকে বন্দী করে নিয়ে গেল। তাঁর সাথে বেশী লোক ছিল না, আমাদের পৌঁছিবার অপেক্ষা না করেই তিনি মালেকজীকে আক্রমণ করে ছিলেন। কি হবে? কি হবে!

১ম। এখন কি ভাবিবার সময়? তুমি মহলে খবর দেও, শীঘ্র যাও, আমরা নবাবসাহেবকে খবর দিচ্ছি। তিনি এখনো কিছু জানেন না। (ব্যস্ত ভাবে সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

কাফুরের গৃহ

লায়লা ও আসমানি

আসমানি। এখনো তোমার ভ্রম গেল না?

লায়লা। আমিত কিছুই ভুল করি নাই। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য কে না ভালবাসে, তাই বলে কি আকাশের চাঁদ ধরতে পারা যায়! তিনি ইচ্ছা হয় আমাকে নেবেন, না হয় আমি আমারই থাকবো—তা বলে তাঁকে দোষ দেব কেন? আপনি কি আমার মন পরীক্ষা করেন?

আসমানি। তোমার মন পরীক্ষা করা আমার সাধ্য নয়। যার মান অপমানের জ্ঞান নাই, যার দ্বেষহিংসার বোধ নাই, যার সুখ দুঃখের ভেদ নাই, তাকে বুঝানো আমার কাজ নয়। শেষে কষ্ট পাবে!

লায়লা। আমি তাঁর জন্য এক দিনও কোন কষ্ট পাই নাই। আপনার কথা আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে আপনারত কোন সুখ দেখি না। আপনার যা দরকার, আমার তাহা দরকার নাই। আপনি বড় লোক!

আসমানি। তুমিওত সেই বড় লোক চাও!

লায়লা। সাহাজাদি, খোদা অদৃষ্টে যা লিখিছেন তাই হবে! এখনো দাদার সাথে তাঁর দেখা হলো না!

আসমানি। আর হবেও না।

লায়লা। নাই যদি হয় তবে কি করবো!

আসমানি। যদি ইহাকে না পাও তবে ত আর বিবাহ করিবে না, তুমি এক দায় বাঁচিলে!

লায়লা। যদি এমন মানুষ পাই, তবে পারি। এত দিন ত এমন একটী মানুষের দেখা পাই নাই, এমন কি সহজে মিলে! আর আমার মনের মত কি সবই মিলিবে? পৃথিবীতে যে যাহা চায়, তাহাই কি পায়? তবে আমি না চেয়েও পেয়েছিলাম, হয়ত আমারি দোষে তা যাবে!

আসমানি। নিজেকে অত মন্দ ভাবিতে নাই। তোমার রূপ আছে, গুণ আছে, ভাল বর পাইবার আশা তোমার অন্যায় হয় নাই। বাদশার কত বেগম ছিল, তারা তোমার তুলনায় ধূলায়ও স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

লায়লা। আমরা যা শুনি তাহাতে ত বেগমদের বড় কষ্ট, তারা বাদশার কোন কাজ করতে পায় না, দিনের মধ্যে একবারও তাঁর দেখা পায় না। শুধু কি খেতে পেলেই সুখ? আমরা যেদিন এক বেলা এক মুঠা চানা খেয়ে থাকি, সে দিন কোন কষ্ট হয় না, যেদিন সকলে এক ঠাঁই না থাকতে পাই, সেই দিন বড় কষ্ট হয়। আজ যদি মা আমাদের সঙ্গে থাকতেন তবে আমাদের কোন কষ্টই বোধ হতো না। তিনি যে কেমন আছেন, তাই ভেবেই আমরা সকলে পাগল।

আসমানি। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ মরে তবে কষ্ট হয় না?

লায়লা। আমার অনেকগুলি ভাই বোন মরেছে। এক জন আমার বাড়ী মরে ছিল, তাকে আমরা দেখতে পাই নাই, সেই সব চেয়ে বেশী দুঃখ দিয়েছে।

আসমানি। খুব কেঁদেছিলে!

লায়লা। কাঁদলে আমার কাজ করবে কে? তবু, না কেঁদে কি পারি?

আসমানি। তোমার সাথে প্রথম যার বিয়ে হয়েছিল, তার কথা কি মনে আছে?

লায়লা। খুব আছে। সে আমায় বড় ভালবাস্‌তো। কুল গাছ হতে রেশমের গুটী পেড়ে দিত, আমার জন্য কত ফল আনতো! সকলে হাসিত, আমিও খুব হাসিতাম। সে যখন মরে গেল তাও মনে আছে। এক দিন গম তুলে নিয়ে এসে দুপর রোদে "আর পারি না" বলে শুয়ে পড়লো! কেউ জানে না, কি হয়েছে! মা তার গায় খুব করে তেল মালিশ করে দিলেন, বাবা এসে কি একটা বাসন বেচে হকিম ডাকতে গেলেন—রাত্রের মধ্যে সব শেষ! আমার সাথী হারালো বলে কত কাঁদলাম। সে অনেক দিনের কথা। সে যেন ঠিক আমার একটী ভাই ছিল।

আসমানি। আর খসরু?

লায়লা। তাকে কখনো লজ্জা করি নাই, বোধ হয় তখন আমার লজ্জা ছিল না। এখন হয়েছে।

আসমানি। কেমন লজ্জা!

লায়লা। সে আমার জন্য চুপে চুপে যা আনতো সকলকে বলে দিতাম আর হাসিতাম। ইহার কথা নিজের মনে মনে যত্ন করে রাখি, আর আনন্দে আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।

আসমানি। এবার তুমি মরেছ!

লায়লা। আপনি কি বেঁচে আছেন?

আসমানি। অতি সত্য কথা বলিয়াছ, লায়লা। আমি তোমাকে কত বিদ্রূপ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমার রাগ দেখিলাম না। আমি তোমার চেয়ে বেশী মরে আছি। আমার কোন স্থিরতা নাই। আমি সব চাই, কিছুই পাই না। যাহা পাই তাহাতেও আমার তৃপ্তি নাই। আমি যে কি চাই তাহা যেন সৃষ্টি হয় নাই! লায়লা, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি যদি তোমার মত একটী প্রাণ পেতাম! তাহাতে

বুঝি আমার সুখ নাই। তোমার আর আমার জীবনে অনেক প্রভেদ। তুমি আমার দুঃখ বুঝিবে না, আমিও তোমার সুখ বুঝিব না। তবু, লায়লা, তোমাকে বড় ভাল লাগিয়াছে। তোমার মত রূপসী দেখি নাই! এ সাধ্য সাধনার রূপ নহে, এ রূপের অপচয় নাই। এ রূপে কোন মলিনতা নাই। নীল আকাশের মত তোমার কান্তি অতি স্নিগ্ধ। এমন কোমলতা আমি কোথাও পাই নাই, তাই তোমাকে দেখিয়া আমার দেখিবার সাধ ফুরায় না। বিধির কি বিচিত্র বিধান, এ কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়াছে। লায়লা, কেন তুমি তোমারি মত গরীব একজনকে ভালবাস নাই।

লায়লা। আমি যা করেছি, তাতে নিজের মনে কোন গোল বাধে নাই—তাই আমি ভাবি, আমি যা করেছি বুঝি ভালই করেছি!

আসমানি। লায়লা, লায়লা—এ আমাদেরই সৈন্যের জয়ধ্বনি। যদি মবারককে পাই—তবে তার দর্প চূর্ণ করি!

লায়লা। মানুষ কি কারো কিছু করতে পারে? যুদ্ধে জয় হলে আপনার যত লাভ হবে বলছেন, তার জন্য কি এওটুকু দুষ্টু লোভ ত্যাগ করতে পারবেন না? মড়া মানুষ খুন করে কি গৌরব বৃদ্ধি হবে!

আসমানি। চুপ কর! তুমি ইহার কি বুঝিবে! এত জয়োল্লাস কেন? কিছুই ত দেখা যায় না—আর কিছুই ত শোনা যায় না—শুধুই কোলাহল। লায়লা, তুমি বসো, আমি দেখে আসি।

(কাফুর ও মবারকের প্রবেশ)

কাফুর। আসমানি, বাদশা আজ দয়া করে গরীবখানায় এসেছেন, তাঁর কোন কষ্ট না হয়—এ ভার তোমার উপর!

আসমানি। আমাদের গরীবখানায় কি আছে যে তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিব। আমাদের অপরাধ বাদশা নিজগুণেই ক্ষমা করিবেন।

মবারক। আমি ইচ্ছা করিয়া এখানে আসি নাই, তোমাদের যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।

কাফুর। আপনি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে সব দিকেই মঙ্গল হয়।

মবারক। আমায় মঙ্গল দেখিবার আপনার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই।

কাফুর। আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তার পর উত্তর দিবেন।

মবারক। আমার কোন বিবেচনা নাই। আমি জীবিত থাকিতে সূচ্যগ্র পরিমিত স্থানও কাহাকে দিব না, চিরপ্রথামত আপনি আমায় হত্যা করিতে পারেন। যে সমগ্র হিন্দুস্থানের বাদশা হইবে সেই আপনার দুটী কন্যার ভার লইবে। আমি বাদশার পুত্র বাদশা,—ক্রীতদাসের সন্তান নহি!

আসমানি। অনেক ক্রীতদাস দিল্লীতে রাজত্ব করেছেন।

মবারক। শৃগাল সিংহের আলয়ে কখনো কখনো প্রবেশ করিয়া থাকে। তাই বলিয়া সিংহ শৃগালের গর্ত্তে পলায় না?

আসমানি। আমারি গৃহে আমি একথা শুনিতে সম্পূর্ণ অসম্মত।

মবারক। সিংহ শিশু পাশবদ্ধ হইলে ভীত হয় না।

কাফুর। আপনার এই নির্ভীকতা বিশেষ প্রীতিকর!

আসমানি। বাবা যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন, নতুবা আমার পায় জীবন ভিক্ষা লইতে হইত!

কাফুর। আসমানি চুপ কর! মবারক?

মবারক। আলাউদ্দিন খিলজীর পুত্র কাফুরের নিকট হইতে সামান্য কয়টী প্রদেশ ভিক্ষা লইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছে এ কথার চেয়ে অশেষ

যন্ত্রনায় মৃত্যুও শ্রেয়ঃ! যদি মবারক দিল্লীর বাদশা না হইতে পারে তবে খিলজী বংশের আর কেহ তাহাতে স্থান পাইবে না, ইহা নিশ্চিত!

কাফুর। এখনো আপনার স্পর্দ্ধা দূর হয় নাই? আপনার আর কি সাধ্য আছে তাহাতো জানি না!

মবারক। আপনার উপদেশ আমি গ্রাহ্য করিতে পারিলাম না, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

কাফুর। যদি আমার হাসিনা না থাকিত তবে তাহাই করিতাম। আপনি এখনো বুঝুন। দিল্লীর সিংহাসন মাহাবুর পৈতৃক সম্পত্তি, যাহা আপনার পিতা ও আমি জয় করিয়াছি তাহা আপনি ভোগ করুন!

মবারক। আমার বক্তব্য আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি!

আসমানি। বাবা, আপনি হাসিনার জন্য ভাবিবেন না, হাসিনাকে আমার সাথী করবো!

মবারক। আমি তোমার কার্য্যে পূর্ব্বেও একবার সহায়তা করিয়াছিলাম, এখনো এ সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। তোমার হাসিনা ও মাহাবুকে লইয়া তোমরা পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রস্থান করিতে পার, তাহাতে আমার কোনই আপত্তি হইবে না। মোগলের গতিরোধ করিতে আপনিও বোধ হয় যথেষ্ট কাজ পাইবেন!

কাফুর। তুমি বালক, তাই এখনো নিজের দুর্দ্দশার অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছ না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জাঁহাপনা—নবাবসাহেব আলিফ খাঁ সসৈন্যে আমাদের শিবির পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন।

কাফুর। তুমি এখানেই প্রহরীর কার্য্য কর, আরো কয়জন

পাঠাইয়া দিব। মবারক, এইবার আলিফ খাঁ তোমাকে সুবুদ্ধি দিবেন। আসমানি, বাদশার কোন অযত্ন না হয়।

(প্রস্থান)

মবারক। আসমানি—এ মেয়েটী কে? এ যেন চিনি!

আসমানি। ও! কি লড়াই! আপনি এখনো ভেবে দেখুন! বাবাকে এখনো ফিরান যায়—আপনার দোষে কত লোকের সর্ব্বনাশ হবে!

মবারক। যাদের অনিষ্ট হবে, তুমি বেগম হয়ে তাদের ইষ্ট করো। আসমানি, শুনছো?

আসমানি। আপনার নাম! এবার আর আপনার নিস্তার নাই। আপনি এখনো বুঝুন, এখনো আপনার সুমতি হোক। এখনো বলুন—প্রহরী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, এখনো সংবাদ দেওয়া যায়।

মবারক। কিসের সংবাদ! আমার পিতার রক্তে যাহার রক্ত, আমারি পিতার অর্থে যাহার উন্নতি, আমারি পিতা যাহার দাসত্ব মোচন করে আমীরত্ব দিয়াছেন—সে আজ আমার বিপক্ষ। কি শুনিব, কি বুঝিব! এই কি কৃতজ্ঞতা! এই কি ঋণ পরিশোধ!

আসমানি। আমার পিতা যদি কৃতজ্ঞ না হতেন, তবে আপনাকে কেহ এতক্ষণ জীবিত দেখিত না।

মবারক। এই ত কৃতজ্ঞতা! আমি যাহাকে উন্নত করিয়াছি, সে আমাকে অবনত করিবে, আমি যাহাকে মুক্তি দিয়াছি, সে আমাকে আবদ্ধ করিবে! আর ভয় নাই, আর ভয় নাই! আসমানি, যুদ্ধ বোধ হয় ক্ষান্ত হইয়াছে। সব নিস্তব্ধ। ওই যে, আমারি নামের জয়ধ্বনি! খসরুর কথা শুনছি—

আসমানি। খসরু আপনার ঘোর শত্রু—আমি সব জানি শুনুন—

(আলিফ খাঁ ও খসরুর প্রবেশ)

খসরু। জাঁহাপনা আপনার জয়—

আলিফ। এস—তোমার দুষমনের ছিন্ন মুণ্ড দেখবে!

আসমানি। বাবা বাবা কি হলো!

(বেগে প্রস্থান)

খসরু। জাঁহাপনা, আসুন।

আলিফ। এস, দেখবে, কেমন করে তোমার শত্রু নিপাত হয়েছে। এস এস তোমাকে দেখতে সকলে পাগলের মত হয়েছে।

মবারক। চলুন—চলুন—

লায়লা। জাঁহাপনা!

মবারক। কে তুমি?

খসরু। আপনি আসুন। ইহার বিষয় আমি দেখিব। লায়লা—

মবারক। লায়লা তাই ত! এরই বিষয় কাফুর পত্র দিয়াছিল। এস তুমিও এস—এ আনন্দের দিনে কেহ নিরানন্দে রহিবে না—

লায়লা। আপনার জয় হোক—

খসরু। ওই শুনুন সকলে আপনাকে দেখবে বলে কেমন কোলাহল ক'চ্ছে!

মবারক। চল, আমিও যথেষ্ট অদৃষ্টের পরিহাস ভোগ করেছি!

আলিফ। এস—এস—

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

খসরুর আবাস

খসরু। এখনো উন্নতির শিখরে উঠিতে পারি নাই। তবে, অনেক পথ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। এখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই, হয় উঠিতে হইবে, না হয় অপঘাত মৃত্যু! দেখা যাক্ অদৃষ্টে কি আছে! এ যাবৎ আমাকে নিজের কোন চেষ্টা করিতে হয় নাই, সৌভাগ্যের ঘটনাচক্র আমাকে ক্রমশই স্পর্দ্ধাযুক্ত করিতেছে। এ চক্রের পতনও আছে, কিন্তু আমি যদি ততদিন ইহার ক্ষমতার বহির্ভূত স্থানে আরোহণ করিতে পারি, তবে আর আমার ভয় নাই। সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। রমণীর রূপে আর আমার প্রলোভন নাই, অর্থ ও ক্ষমতা থাকিলে ইহা পাইবার জন্য কাহাকেও কষ্ট করিতে হয় না। দরিদ্রের অন্য কোন সুখ নাই বলিয়া, অন্য কোন কাজের অভাবে প্রেম প্রেম করিয়া মরে; প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের অভাবে চিত্তবৃত্তির আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি জন্য শুধু কাল্পনিক মায়ার সৃষ্টি। যৌবনের প্রথম অবস্থায় একখানি মুখ একবার দেখিতে পাইলে ভাবিতাম স্বর্গলাভ হইল, এখন দেখি সেই সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার পদতলে পড়িয়া আছে। ইহাতে কিসের তৃপ্তি! আর তাহাতে ভুলিব না। যে ক্ষমতা লাভে আমি সব পাইতে পারি—তাহাই চাই।

(লায়লার প্রবেশ)

লায়লা। আপনার এখন এত কি কাজ হয়েছে যে দিনের মধ্যে একবারও আপনাকে দেখিতে পাই না!

খসরু। তুমি এখানে কেন? অন্দরে যাও, অন্দরে যাও—এখানে সদাসর্ব্বদা লোকজন আসে, তুমি এখান হতে যাও।

লায়লা। আমি ভিতরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখেছি, এখানে ত কেউ আসে নাই—আর কোন দিকে ত কাওকে দেখা যায় না। আমি অনেকক্ষণ ভেবেছি যে এখানে আস্‌বো কি না। দূর হতে আপনাকে দেখে দেখে আমার আর ধৈর্য্য রহিল না—তাই কাছে এসেছি! আপনার এত কাজ কেন?

খসরু। বাঃ! আমার কাজে তোমার খোঁজ কি?

লায়লা। আপনি রাগ করেছেন? আগে ত আপনার রাগ দেখি নাই! এখানে আসা অবধি কারো সাথে কথা বলতে পাই না, কাউকে চিনি না, কেউ মন খুলে আলাপ করে না, আমাকে দেখে কেমন সরে সরে যায়। এই নাকি সম্মান করা! আমি তা চাই না! আমার মান দিয়ে কাজ কি? যারা মান করে, তারা আদর করে না।

খসরু। এখনো যদি সুখী না হইয়া থাক, তবে তোমাকে সুখী করিবার সাধ্য আমার নাই। তুমি অতি দীনদুঃখীর সন্তান, এখন তোমার বাপ মা ও নবাব হয়ে পড়েছে। ভাই একজন মরেছে, কিন্তু আর একজন সুদশুদ্ধ তার দাম উঠিয়ে নিয়েছে! আর কি চাও! অতুল ঐশ্বর্য্য, অসংখ্য দাসদাসী—তবু তোমার মনস্তুষ্টি নাই! যাও, যাও ভিতরে যাও—যদি মান সম্ভ্রম সহিতে না পার তবে বাপের বাড়ী যাও!

লায়লা। তাই চলুন, এখানে আমি কারো সাথে মিশিতে পারি না। আমাদের বাড়ীই চলুন, এখন ত আমাদের খেটে খেতে হবে না!

খসরু। কি নির্ব্বোধ! তুমি যাবে, যাও; আমি কোথায় যাবো? তুমিই বুঝি আমার সব! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে পাইয়াছ, আমার তাহাতে দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি?

লায়লা! আপনিই ত বলেছেন আমায় পেলে আপনি গরীব গৃহস্থ হতেও রাজী আছেন? এখন ত আর আমরা গরীব নই, এখন ত আপনার অনেক টাকা, আর এখানে থাকবেন কেন?

খসরু। তোমার আর কত বুদ্ধি হবে! আজই তোমায় পাঠিয়ে দেব। তুমি যাও, আমার একটু মান সম্ভ্রম আছে ত!

লায়লা। আমি আপনার কাছে থাকলে কি তা নষ্ট হয়ে যাবে? আমার জন্য বাদশা ত আপনাকে কিছু মন্দ বলেন নাই, বরং তিনি আমায় কত ভাল বলেছেন!

খসরু। তবে তুমি সেই বাদশার কাছে যাও, আমাকে আর বিরক্ত করো না।

লায়লা। তাঁদের কাছেও ত যাই, কিন্তু তাঁরা হলেন বড়লোক, একদিন না হয় ভালমুখে কথা বলেছেন, রোজ কেন বলবেন? আপনি যেমন ভালবাসেন, তাঁরা তা বাসবেন কেন? আপনাকে একটু দেখবো বলে কত আশা করি, পাছে আপনার কাজের ক্ষতি হয় বলে, বেশী সাহস করি না। যতক্ষণ আপনাকে না দেখি, ততক্ষণ কত পুরাতন কথা ভাবি! ভেবে ভেবে যখন আর কিছু থাকে না, তখন আপনার কাছে ছুটে আসি। দূর হতে আপনাকে দেখলেই আমার প্রাণ কেমন পাগল হয়ে উঠে, কাছে আসতে ভয় হয়, কি বলিব—আপনি হয়ত রাগ করিবেন। যা বলিবার নিজের মনের

মধ্যেই বলি। যখন আর থাকতে পারি না, তখন কাছে আসি। আপনার গায় একটু হাত দিতে পারলেও যেন আমার সারা অঙ্গ আনন্দে অবশ হয়ে আসে।

খসরু। তুমি আমার কাছে থাকলে আমার কার্য্য নষ্ট হবে! মানুষের কি রূপান্তর! উন্নতির পথে পদে পদে কি আশ্চর্য্য বাধা! ইহার কথা শুনিলে আর কোন সম্পদে অভিলাষ থাকে না। এই অবোধ বালিকার দুটী কথা শুনিয়াই কি আমার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিব? কঠোর কর্ত্তব্যের পথে উত্তপ্ত দেহ জুড়াইবার জন্য দুই এক দণ্ডের নিমিত্ত ইহাকে ভালবাসা যায়! কিন্তু আজীবন কে হিমরাজ্যে বাস করিতে পারে? আমি কি ইহাতেই আবদ্ধ রহিব? অসম্ভব কথা! এ আমার পথে কণ্টকস্বরূপ! লায়লা, তুমি বাপের বাড়ী যাইবে?

লায়লা। আপনি প্রত্যহ একবার সেখানে যাবেন?

খসরু। যাবো।

লায়লা। আর, যদি কখনো আমি না থাকিতে পারি, তবে চলিয়া আসিব?

খসরু। পূর্ব্বে সংবাদ দিও?

লায়লা। আমাকে কখন পাঠাইবেন?

খসরু। যখনই যাইতে চাও!

লায়লা। এখনই?

খসরু। ভাল, তাই যাও।

লায়লা। না, তাহা পারি না। আপনাকে ছেড়ে এখন যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে, আর একটু থাকি!

খসরু। কি বিপদ! লায়লা, পালাও পালাও যাও বাদশা—

লায়লা। তাইত! আমি যাই। দূরে দাঁড়িয়ে দেখবো।

খসরু। শীঘ্র যাও, সব সময় তোমায় ভাল লাগে না—যাও—

লায়লা। সব সময় দেখলেও তবু আমার প্রাণ ভরে না।

(প্রস্থান)

খসরু। সময় নাই, অসময় নাই! না! বড়ই বিরক্ত করে তুলেছে! জাঁহাপনা, বড়ই সৌভাগ্য—এ গোলামের প্রতি দয়া।

(প্রস্থান ও মবারকের সহিত পুনঃপ্রবেশ)

মবারক। আঃ, এ আর বেশী কি—এতে আর দোষ কি?

খসরু। আমি আপনার ভৃত্য, এ সবই আপনার, যদি দয়া করে এসেছেন—তবে একটু বিশ্রাম করুন।

মবারক। আমি বেশ আছি। সত্যই তোমার এ দৌলতখানা? এমন করিয়া কে সাজাইয়াছে? ফুলের গন্ধ বড়ই তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। এত সুন্দর সখ কার?

খসরু। আপনি যাহাকে দিয়াছেন।

মবারক। লায়লা? তোমার সৌভাগ্য! তুমি সুখী হইবে।

খসরু। সে এখানে কাজকর্ম্ম করিতে পায় না বলিয়া বাড়ী যাইতে চায়!

মবারক। কেন, তার বাপ ত এখন নবাব! তার ভাই আমাদের বড়ই উপকার করেছিল, কাফুরকে অত শীঘ্র নিপাত করা তোমাদের সম্ভব হতো না। আহা, বেচারী আমার জন্যই প্রাণ হারালো।

খসরু। আপনি সেজন্য যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করেছেন!

মবারক। অর্থে কি প্রাণের বিনিময় সম্ভব! এখন অন্য কথা আছে। আবার মোগলেরা আস্‌ছে, পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গাঁজিখাঁর অভিসন্ধি ভাল নয়, ভাণ্ডারে অর্থ নাই, দাক্ষিণাত্য আবার বিদ্রোহী

হইবার চেষ্টা করিতেছে। বিদ্রোহ দমন যেরূপ আবশ্যক, ভাণ্ডারে অর্থও তেমনি নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

খসরু। গাঁজিখাঁকে কর্ম্মচ্যুত করুন।

মবারক। সীমান্তের সব সৈন্য তাহার পক্ষে। আর কাকেই বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করি ?

খসরু। কেন নবাবসাহেব আলিফ খাঁ যোগ্য ব্যক্তি।

মবারক। উপযুক্ত বটে ; কিন্তু তিনি না থাকিলে আমাকে কে দেখে ? আমার এমন নিঃস্বার্থ আত্মীয় আর নাই।

খসরু। আমি কিছু মন্দভাবে বলিতেছি না, তবে বাদশার আত্মীয় যতদূরে থাকে ততই ভাল।

মবারক। কথাটী বিবেচনার বিষয় বটে! একটু সাবধান হওয়া ভাল। তাঁহাকেই পাঠাইব। তুমি তবে অন্য দিকে যাও। ভাণ্ডার যে একেবারে শূন্য !

খসরু। গোলামের কসুর মাপ করিবেন। সৈন্যেরা বেতন পায় নাই, আমীর ওমরার অত্যন্ত প্রশ্রয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, আপনি প্রজার খাজনা মাপ করিয়াছেন—আর—

মবারক। আর আমি নিজেও অত্যন্ত ব্যয় করিতেছি ? খসরু, বাদশা হইয়াছি কি ফকিরি করিতে ?

খসরু। আমার কথা আপনি বুঝেন নাই। আপনার নিজের আর এমন কি ব্যয় ? আপনার চেয়ে একজন আমীরের ব্যয় অধিক! তাহারা নূতন নূতন জায়গীর পাইয়া প্রজা শোষণ করিতেছে, আর আপনি অর্থাভাবে কাতর!

মবারক। যাহাদিগকে নূতন জায়গীর দিয়াছি, অল্পাধিক সেলামী লও। খাজনা মাপ বন্ধ কর। তুমি এ সব দেখিয়া শুনিয়া কর না

কেন ? তুমিই উজীর, তুমিই সেনাপতি, যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে।

খসরু। ভাল মন্দ অনেক বিচার করিতেছি। প্রজাগণ বিদ্রোহী না হয়। এক কাজ করিলে হয়। সৈন্যদের বেতন দিন। আর কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য থাকিবে না। আপনার যাহাতে কুনাম না হয় তাহাও দেখা দরকার। যত দোষ আমার নামে দিবেন।

মবারক। উত্তম কথা! লোকে আর তোমার কি করিবে ? তোমার যাহা ইচ্ছা কর, আমাকে একটু আরাম করিতে দেও।

(আলিফ খাঁর প্রবেশ)

আলিফ। হাসিনা মরে !

মবারক। তবে মরুক। যে বাঁচিতে চাহে না—তার মরণে লাভ বই ক্ষতি নাই।

আলিফ। এমন কথা বলো না। যার সাথে শত্রুতা, সে ত নাই—মেয়েটীর দোষ কি ? তুমি একবার চল।

মবারক। আমি গিয়া কি করিব ?

আলিফ। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন কোন কথার ধার ধারে না ; মরিবার সময় দুটী কথা শুনিতে চায়, তার নিজের জন্য নয়—যে বলে তার আশীর্ব্বাদ লাভ হয়।

মবারক। আপনি যাহা বলেন, তাহাই শুনি। চল, খসরু, দেখে আসি।

খসরু। নবাবসাহেবকে যদি যেতে হয় তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?

আলিফ। কোথায় ?

মবারক। লাহোরে, গাজিখাঁকে কার্য্যচ্যুত করিলাম। আপনি আপাততঃ তাহার স্থানে যাইতে পারিলে ভাল হয়।

আলিফ। তুমি যা বলবে তাই করবো। তবে এত ব্যস্ত কেন?

খসরু। তার কি ইচ্ছা ঠিক বুঝা যায় না। মোগল তাহারই আহ্বানে আবার সীমান্তে আসিয়াছে।

আলিফ। কে বলে?

মবারক। সংবাদ পাইয়াছি।

আলিফ। তবে কোন কার্য্য ছলনায় তাহাকে এখানে আনো।

খসরু। সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে সে আর আমি দুজনে মিলিয়া মালবে যাইব। ততদিন তাহার সহকারী তাহার স্থানে কার্য্য করিবে, আপনার কোন কথা উল্লেখ করিব না। আপনি ভিন্ন পথে লাহোর যাত্রা করুন, সে নগর ত্যাগ করিলেই আপনি সেখানে বাদশার অন্য আদেশ লইয়া উপস্থিত হইবেন।

আলিফ। যুক্তিটী বড় সুবিধা হইল না। তবে, তোমাদের যেমন ইচ্ছা!

খসরু। আপনি প্রস্তুত থাকুন। খসরু, তুমি আবশ্যকীয় পরোয়ানা পাঠাও, আর নবাবসাহেবের যাত্রার উদ্যোগ কর। আসুন, আপনার হাসিনাকে দেখিয়া আসি। আপনার বিচিত্র লীলা, এ মেয়ে দুটীর সর্ব্বনাশের মূল আপনি, আবার আপনিই তাদের বন্ধু!

আলিফ। যাহা করি তোমাদের জন্যই করি!

মবারক। খসরু, তুমিও এখন সঙ্গে এস। পরে কাজ করিও।

খসরু। যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ—হাসিনার কক্ষ

(হাসিনা শায়িতা ও পার্শ্বে দেবলা)

হাসিনা। তুমি কোন সংবাদই জান না ?

দেবলা। চুপ করে শুয়ে থাকো, বেশী কথা বল তো আমি চলে যাবো।

হাসিনা। আমিই যখন যাচ্ছি, তখন তুমি যাবে না কেন ? এখন একে একে সকলেই যাবে। একটা কথা কও, তার পর যেয়ো। একাই এসেছি, একাই যাবো—তুমি যদি একটু আগেই যাও তবে কি ধরে রাখতে পারবো ! দিদি, যাবে যাও, একটা কথা বলে যাও।

দেবলা। এখনো যুদ্ধ চল্‌ছে, আবার কখনো কখনো বিবাদ মিটবার কথাও হচ্ছে, কিছুই ঠিক নাই !

হাসিনা। তুমি মিথ্যা বলছো !

দেবলা। কেন ? তুমি কি আমায় অবিশ্বাস করো ?

হাসিনা। মানুষ যখন জন্মে তখন সকলে মিথ্যা করে হাসে, আর যখন মরে তখন মিথ্যা করে কাঁদে। এস, আর একটু কাছে এস, একবার তোমায় ভাল করে দেখি আর আমার সত্য মিথ্যা কাজ নাই দিদি। তুমি কি এত শীঘ্র যাবে ?

দেবলা। আমি ত তোমার কাছেই বসে আছি, কোথাও যাবো না।

হাসিনা। তবে বসো। তুমি কোথা হতে এসে আমার এমন সুহৃদ হলে ! আমার নিজের দিদি আমার কাছে বোধ হয় এমন করে বোস্‌ত না ! তার দোষ কি, আমিই তাকে ফাঁকি দিয়েছি। একবার যদি

বাদশার দেখা পাই, তবে তাঁর পায়ে ধরে বলি যে এ জন্মের শোধ একবার আমার বাবার কাছে যেতে দিন। আমার মরা মুখ দেখেও কি বাবা বিবাদে ক্ষান্ত হবেন না?

দেবলা। তুমি শুয়ে থাক তো! আমি নিজে তোমায় সেবা করবো বলে তোমার কাছে কোন বাঁদী কি আর কাওকেও আসতে দি' না। তুমি যদি আমার কথা না শুনে অসুখ বৃদ্ধি কর, তবে আমার বড় কষ্ট হবে।

হাসিনা। তোমাকে কষ্ট দিব ন', এই শুই, আর যেন উঠিতে না হয়।

দেবলা। ছি, তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

হাসিনা। তাহাতে লাভ! আমার দ্বারা জগতের কোন কাজ হবে? দেখি যদি মৃত্যুর ওপারে কিছু থাকে, যদি সেথায় কিছু পাই!

দেবলা। মানুষের এত ভালবাস্‌তে নাই।

হাসিনা। তবে নারী হয়েছিলাম কেন?

(আসমানির প্রবেশ)

আসমানি। হাসিনা, তুই নাকি মরছিস?

দেবলা। আসমানি—সাবধান!

হাসিনা। দিদি, দিদি! তুমি এসেছ, বাবা কই? বিবাদ কি মিটেছে? কি হয়েছে? বল, আমি কিছু জানি না।

দেবলা। তুমি শান্ত হও। আসমানি?

আসমানি। বাবার বিবাদ মিটেছে, তোর বিবাদও মিটবে, এক আমার বিবাদ নিয়ে এখনো অপেক্ষায় আছি।

হাসিনা। তুই যাকে চাস্‌ তাকেই ত পেয়েছিস, আমি তোকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই ফাঁকে পড়েছি, আমার উপর রাগ করিস না।

দেবলা। আসমানি, তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে আসিতে দিয়াছে? তুমি এখন যাও।

আসমানি। যাই। হাসিনা, তুই আমাকে সত্যি ফাঁকি দিলি। যা, তোর ভালই হয়েছে, তোর জন্য আমার কোন দুঃখ নাই। আমি যা চাই, তা এখনো পাই নাই, তাই এখনো যেতে পারি না। রাজকুমারী, একে বুঝি কিছু বল নাই? তোমাদের বড় মায়া! দুঃখীর উপর তোমাদের বড় দয়া! হাসিনা—বাবা নাই, মাহাবু নাই। আমি আছি, তুই থাকবি? বড় কষ্ট, বড় দুঃখ, বড় জ্বালা—তুই সইতে পারবি না।

হাসিনা। দিদি—দিদি—বাবা কোথায়—কি হয়েছে।

আসমানি। সব গেছে, তুইও যা। একা আমি আছি, দেখি আর কে থাকে! তুই যে যাচ্ছিস এ সুখের কথাটী আমায় কেউ জানায় নাই—আজ শুনেছি—তাই এসেছি—তাই তোকে বিদায় দিতে এসেছি। বাবার কাটা মুণ্ড এখনো প্রাচীরে ঝুলছে, এখনো তাতে রক্ত আছে, এখনো সে মুখ বিকট হয়নি। দেখবি? যাকে অন্ন দিয়ে পালন করেছেন, তার হাতেই মৃত্যু হয়েছে; দেখবি!

দেবলা। হাসিনা, এ সব মিথ্যা কথা—তোমার দিদি পাগল হয়েছে! তুমি উঠো না—

আসমানি। হাসিনা, একবার উঠ্‌তে পারবি? একবার দেখবি? এখনো যাত্রীরা পথে সেই কাটা মুণ্ড দেখে সেলাম করে। এখনো দেখবার সময় আছে! এমন করে আমাদের ভুলে আছিস! এখানে এত সুখ পেয়েছিস!

(মবারক, খসরু ও বাঁদীগণের প্রবেশ)

মবারক। আসমানি, তুমি? এসেছ, বেশ হয়েছে।

আসমানি। এখনো বেশ হয় নাই, এখনো হাসিনা বেঁচে আছে, এখনো আমি মরি নাই, তুমি মর নাই, এখনো খসরু তোমায় হত্যা করে নাই।

মবারক। একি উন্মাদিনী?

হাসিনা। দিদি, আমি যাই! (মৃত্যু)

দেবলা। জাঁহাপনা, সব শেষ হলো।

আসমানি। দেখি, দেখি, মরেছে! বাবার অর্দ্ধেক ভাবনা গেছে! আমি আছি, আর খসরু, তুমি আছ।

মবারক। খসরু তুমি ইহাকে লইয়া যাও, শান্ত কর!

খসরু। আসমানি, এস।

আসমানি। চল, তোমার সাথে কিছু কথা আছে। তুমি খসরু? মালেক কাফুর তোমাকেই পুত্রবৎ পালন করেছিলেন!

খসরু। তোমার সমস্ত তিরস্কার বহন করিলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। এস, আসমানি—

(আসমানির হস্ত ধরিয়া প্রস্থান)

মবারক। দেবলা, কাঁদিও না!

দেবলা। আমার এখনি মরিতে বাসনা হয়, তবে তেমন অদৃষ্ট নাই।

মবারক। আমি জীবিত থাকিতে ওকথা মুখে আনিও না। এস, তুমি তোমার যথাসাধ্য করিয়াছ। এ পবিত্র দেহের সমাধি তোমার ইচ্ছানুরূপ হইবে। এখানে থাকিলে তুমি আরো কাঁদিবে—তাহা হইবে না। তোমরা এই দেহ রক্ষা কর আমি সত্বরই উপযুক্ত সমাধির আয়োজন করিব।

(দেবলাকে লইয়া প্রস্থান ও অন্য সকলের তথায় অবস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

খসরুর গৃহ

খসরু ও আসমানি

আসমানি। খসরু, আমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে কে? মালেক কাফুরের নাম এ জগৎ হইতে লুপ্ত করিয়াছে কে? অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন! তুমি আমাকে শান্ত হইতে বল! আমি পাগল হই নাই। পাগল হইব কেন? তুমি আমার অনিষ্ট করিয়াছ, আমার যতটুকু অনিষ্ট করিবার শক্তি আছে তাহা পাগল হইয়া নষ্ট করিব কেন? তুমি আমাকে শান্ত হইতে বলিও না!

খসরু। তোমার কথার উত্তর দিবার সাধ্য নাই, কপট ক্ষমা চাহিবার ধৃষ্টতাও আমার নাই। তুমি আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া যদি প্রাণের দুঃখ কিছুমাত্র নিবৃত্ত করিতে পার, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অসন্তোষের কারণ হইবে না, বরং আমার প্রাণের ভার লাঘব হইবে।

আসমানি। মিথ্যাবাদী, তোমার প্রাণের ভার লাঘব করিবার কি এই শ্রেষ্ঠ উপায়! একবারও ভাবিলে না, একবারও দেখিলে না! যার জন্য তোমার সব, কেমন করিয়া তাহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করিলে! বাঘেরও লজ্জা আছে, মানুষ মরলেও তার লজ্জা থাকে, চোরেরও ধর্ম্ম আছে, সয়তান যে সেও রূপ পরিবর্ত্তন না করে কিছু অন্যায় করে না! আর তুমি—

খসরু। আমি মালেকজীর প্রাণ বাঁচাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার প্রকৃত ইচ্ছা ছিল, কৌশলে যদি তাহাকে স্থানান্তরিত

করিতে পারি, তবে সব বিবাদ মিটিয়া যায়। লায়লার ভাই আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই, সে অকস্মাৎ আলিফ খাঁকে কখন সংবাদ দিয়াছে, জানি না; যখন দেখিলাম আমার উদ্দেশ্য বিফল হইল, যখন দেখিলাম মালেকজী জীবন্তই বন্দী হইবেন, যখন দেখিলাম আমার দুর্বুদ্ধিতে এই নিষ্কলঙ্ক বীরের নামে কলঙ্ক আসিল—তখন আমি তাঁহাকে নিজে ইচ্ছা করিয়াই হত্যা করিয়াছি। তাঁহার পক্ষে আর কোন সম্মানের পথ পাইলাম না। তিনি নিশ্চল ভাবে আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াছেন। আর একটু সময় পাইলে, অন্ততঃ মাহাবুকে লইয়া পালাইতে পারিতাম—কিন্তু সবই খোদার ইচ্ছা!

আসমানি। মানুষের ইচ্ছা! তুমি ইচ্ছা করিলেই আমাদের পক্ষে আসিতে পারিতে, তুমি ইচ্ছা করিলেই আমাদের জয় হইত! তোমার যাহা পাইবার জন্য এত, তাহা সহজেই পাইতে।

খসরু। আসমানি, ওই কথাটা বলিও না।

আসমানি। প্রাণে ব্যথা পাও? আর কারো প্রাণে ব্যথা নাই? খসরু, কিছুই মনে পড়ে না? তুমি আমায় বলেছিলে আমি কাহাকেও ভালবাসি না—তুমি কাহাকেও ভালবাস কি?

খসরু। না। ভালবাসা মিছা কথা!

আসমানি। তবে কি সত্য!

খসরু। কিছুই সত্য নয়। যে নারী ভালবাসিবার মত তাহার প্রাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আসমানি। আর যে পুরুষ ভালবাসিবার মত সে অত্যন্ত আত্মাভিমানী, কপট, ঘোর স্বার্থপর! তোমাকে আর কিছু বলিব না। তুমি জান না, তুমি আমাকে কি কষ্ট দিয়াছ! প্রাণ হইতে সব ব্যথা মুছিতে পারিয়াছি, কেবল একটী ব্যথা যায় না।

খসরু। সে ব্যথা কার জন্য ?

আসমানি। সে ব্যথা তোমার জন্য। আর তোমার পথে বাধা দিব না। আমার ব্যথা আমি সহিব, অপরে সহিবে কেন ? যাহা কিছু করি, যাহা কিছু ভাবি—সে সব কাজ—সে সব চিন্তার মধ্যে তুমি আছ ! কোথায় যে তুমি লুকাইয়া আছ, খুঁজিয়া পাই না ; হয় ত খুঁজিয়াও দেখি না, কিন্তু বুঝিতে পারি যে, তুমি যেন আছ ! আমারই দোষ, আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত না জানিয়া কেন তোমার সহিত ঘনিষ্টতা করিয়াছিলাম। আমারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

খসরু। কখনো তোমার প্রকৃতি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। আমি অগ্রসর হইলেই তুমি দূরে সরিয়া যাইতে ; নিজে যখন কাছে আসিয়াছ, তখন আমি লাঞ্ছনার কাতরতায় ম্রিয়মান থাকিতাম, হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখিতাম, তুমি আবার বহু দূরে ! আমার সব আশা ত্যাগ করিয়া তোমার আশায় জীবন পণ করিয়াছিলাম। সে আশা দূর হইলেও তোমার সহিত বিশেষ সখ্যতা রাখিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। 'তুমি এত মধুর, তুমি এত বিষময় !

আসমানি। খসরু ! রাজকুমারী আর তোমার কেহ নয়, লায়লাতে তুমি সুখ পাও নাই—একটী কথা বলিব ?

খসরু। তোমার নিজের কথা ?

আসমানি। যদি দারিদ্র্যে শান্তি চাও, প্রস্তুত আছি ; যদি বাদশা হইতে চাও, তাহাতেও তোমার জন্য সব কবিতে পারি। আমার আর গতি নাই, আমি মৃত্যু চাহি না। সব ভুলিতে সম্মত আছি।

খসরু। কেন ?

আসমানি। তোমার আশা আছে বলিয়া তুমি সব পাপ করিতে প্রস্তুত, আমারও আশা আছে বলিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। যদি সে

আশা পূর্ণ না হয়, তবে নূতন আশার সৃষ্টি করিব। নতুবা মরণে শান্তি নাই। সাগরে বাতাস উঠিয়াছে, ঢেউ বহিতেছে, এমন কোন মন্ত্র নাই যাহাতে অকস্মাৎ সব নিবৃত্তি হইতে পারে। বাধা পাইলে আরো ঢেউ উঠিবে; বাতাস না থাকিলেও ঢেউ থামে না; কূলে গিয়া যতক্ষণ না নিজের প্রাণ বিন্দু বিন্দু করিয়া ভাঙ্গিতে পারে, ততক্ষণ কিছুই শেষ হয় না। আমিও কিছু শেষ না দেখিয়া ফিরিব না। আমার মনে মনে বোধ হয় যে আমাকে এই মুহূর্ত্তে হত্যা করিলেও বুঝি আমি মরি না। মৃত্যুর শক্তি অপেক্ষা আমার অস্থিরতার শক্তি অধিক। খসরু, আমায় ফিরাইও না। তুমি বাদশা হইবে? তাই হও! আমি তোমার বেগম হইতে চাহি না, কিছু না করিয়া মরিতে পারিব না শুধু এইজন্য আমার এই মিনতি।

খসরু। তুমি এখন শান্ত হয়ে থাকো, আমি বিবেচনা করে দেখি!

আসমানি। খসরু, এখনো দেখ—এখনো আমায় রক্ষা কর—তুমি ভিন্ন আমায় আর কেহ শান্ত করিতে পারিবে না।

খসরু। এত ব্যস্ত কেন? বাদশার অনুমতি চাই।

আসমানি। তিনি অমত করিবেন না। মিত্রকে শত্রুর সাথে আবদ্ধ করাই বাদশাহের চিরপ্রথা!

খসরু। আমি একবার জিজ্ঞাসা করি।

আসমানি! খসরু, খসরু—এখনো ছলনা! আমি তোমার কি না জানি? তুমি কিছুই পাইবে না। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিতে চলিলাম।

খসরু। (আসমানিকে বাধা দিয়া) তোমার বিষ দাঁত না ভাঙ্গিলে আমার রক্ষা নাই। তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দিতে পারিলাম না। তবে এমন স্থানে তোমায় রাখিব যে আর কখনো দংশনের ভয় দেখাইতে

পারিবে না। আজ তোমার শেষ—আর কথা বলিও না—চাৎকার করিও না—এই দেখ ছুরি—যদি অবাধ্যতা কর তবে এখনি তোমায় হত্যা করিব—বলিব যে তুমি আমাকে হত্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলে—চুপ কর—কোন কথা বলিও না—এস! যদি কখনো বাদশা হইতে পারি, আর যদি তুমি ততদিন বাঁচিয়া থাক, তবে তোমার কথা মনে করিব।

আসমানি। খসরু!

খসরু। চুপ! পাপের পথে চলিয়াছি, পাপে আর ভয় নাই। রক্তপাত করিয়াছি, আর তাহাতে সঙ্কোচ নাই। যদি গোল না কর তবে আপাততঃ তোমার জীবনের ভয় নাই।

আসমানি। আমার মৃত্যু নাই খসরু! এখনো ভাবিয়া দেখ।

খসরু। অনেক ভাবিয়াছি, এখন কাজ করিব। আমার সঙ্গে এস।

আসমানি। লায়লা? লায়লা?

খসরু। তবে!

(বলপূর্ব্বক লইয়া প্রস্থান)

(লায়লার প্রবেশ)

লায়লা। কে ডাকিল? এ যেন আসমানির কথা? ভয় পেয়েছে? কই, কোথায় গেল? সে বলেছিল একবার আমার সাথে গোপনে দেখা করবে। কোথায় লুকিয়ে আছে কি? তবে আমিও লুকিয়ে দেখি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

রফির নূতন গৃহ

(রফি ও মজিদের প্রবেশ)

রফি। আয় বাপ! একটু আরাম করে বসি। এ তাল আর ভাল লাগে না! কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, মেহনত নাই, ফুরসুত নাই, এ কি আমাদের সয়? দালানে যেন হাপ্‌সি ওঠে! আর এই পোষাকগুলো, এ কি বাপু গায়ে রাখা যায়? দে, খুলে দে; এগুলো পরতেও যেমন কষ্ট, খুলতেও তেমনি, গায় রাখা ত পাপের ভোগ! তোর একটু অভ্যাস হয়েছে, আর তোরা হলি ছেলেমানুষ, আমাদের হাড়ে একটু বাতাস না লাগলে বাঁচি না। এখানেই বোস—দে, এগুলো খুলে দে।

মজিদ। আপনি একটু অভ্যাস করুন, নইলে নবাবসাহেবের মান থাকবে না। যদি কখনো লায়লাকে দেখতে যান, তখন কি করবেন? একটু অভ্যাস করতে হবে!

রফি। তা বাপু যাই বল, আমার দ্বারা হবে না। আমি না হয় কোথাও যাবো না। আর এই যে একখান তরোয়াল লটকে দিয়েছিস্ —এ ত আর এক জ্বালা! এত কাল মাটী খুঁড়েছি, এখন কি মানুষ কুড়তে হবে! আর দেখ! বিবিকে ডাক, কেউ যেন ঠিক না পায়— সকলকে ফাঁকি দিয়ে এইখানে চুপ করে বসে, আয়, আমরা একটু সুখ দুঃখের কথা বলি।

মজিদ। আর দুঃখের কথা কেন?

রফি। তোদের সুখ আমি বুঝলাম না। আমার তো কিছুই খেতে

ভাল লাগে না। আর এই যে কি বলে মসল্লা—আমি ত পেটের ব্যথায় বাঁচি না। বড় লোকের বাড়ীর পথে যেতে ওর গন্ধ নেওয়াই ভাল, নিজে খাওয়া কিছু না।

মজিদ। যদি বাদশার বাড়ী নিমন্ত্রণ হয়?

রফি। খাওয়া ত বাঁচবার জন্য, তা যদি খেয়ে মরতে হয় তবে খেয়ে লাভ কি? আর দেখি দুচার দিন, নবাবসাহেবকে বলে পাঠাবো যে, আমার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করে দিক। মেহনত করে গা গরম হবে, নেয়ে ধুয়ে পেট ভরে খাবো, তা বাপু তোদের এই খোসবই জলে নেয়ে আমার ঠাণ্ডি লেগে গেল!

(ফইজান বিবির প্রবেশ)

মজিদ। ঐ যে মা! মা, তুমি করেছ কি? পোষাক খুলে ফেলেছ?

রফি। দে, আমারও খুলে দে!

ফইজান। বাপু আমার কি ও সয়? দেখলাম তোরা এখানে চুপ করে বড় আনন্দে আছিস, আমিও পালিয়ে এলাম! দেখ; মেয়েটাকে এক দিন আন্‌তে যাও।

রফি। আমি তা পারবো না। আমি এই জোব্বা টোব্বা পরে ঠিক থাকতে পারবো না—হয় ত রাস্তায় সরদি গরমি হবে।

ফইজান। তবে, বাছা—তুই যা!

মজিদ। তাকে কি এত শীঘ্র পাঠাবে?

ফইজান। নবাবসাহেবকে আমার কথা বলিস্। তিনিও আস্‌বেন। তোর দাদা ফাঁকি দিয়ে গেল—তার কাজ সে করে গেছে—যার জন্য আমাদের সব তারই কাজ করে সে মরেছে—খোদা তার ভাল করবেন। আমার কথা বুঝিয়ে বলিস।

রফি। দেখ বিবি—এই টাকা জিনিষটা বড় খারাপ। একটু

কাঁদবার যো নাই—বলে অপমান হবে—আমি ত কেবল ভাবছি কখন কি বিপদ হবে। রাতারাতি বড় মানুষ হলে কারো কপালে টিকে না।

ফইজান। অত মন্দ ভাবতে ভাবতে, খোদা কখন কি মন্দ করে বস্‌বেন। খোদা আমাদের খুব ভাল করেছেন। যেদিন এদের প্রথম চাকরী হলো সেদিন আমরা বসে বসে গল্প করেছিলাম যে, লায়লার যদি মনসবদারের সাথে বিয়ে হয় তবে আর আনন্দের সীমা থাকে না। খোদার ইচ্ছায়—আরো কত হলো। মজিদ, তুই একবার যা—যদি আন্‌তে পারিস্‌।

রফি। দেখ সেদিনের মত আর সুখের দিন হলো না। জামাই বাদশাই হোক, আর মেয়ে বেগমই হোক—তেমন দিন আর হবে না।

মজিদ। নবাবসাহেব এক দিন বাদশা হতে পারেন, এ আর বেশী কি?

ফইজান। চুপ, চুপ কে শুনবে, আর গলা কাটা যাবে।

রফি। বড় হওয়ায় এই দুঃখ যে, আরো বড় হতে ইচ্ছা করে। যা পাই, তাতে শান্তি নাই।

ফই। তুমি কি আরো ছোট হতে চাও?

রফি। বিবিজান, দায়ঠেকে! এই পিরাণটা গায়ে সয়ে গেলে যে কি হয় তা বল্‌তে পারি না। ওরে, লায়লা যে!

(লায়লার প্রবেশ)

ফইজান। তুই কার সাথে এলি?

রফি। বাঁচলাম একদায়।

লায়লা। বাবা, তোমার নাকি বড় অসুখ?

রফি। কে বল্লে? কেন রে?

লায়লা। আসমানি বল্লে, তাই আমি ছুটে এলাম। আর আজ আস্‌বো বলে সব ঠিক হয়েছিল, তোমার অসুখের কথা শুনে তাড়াতাড়ি এলাম।

রফি। কি করেছিস, বোকা মেয়ে! নবাবসাহেব জানে?

লায়লা। আসমানি বল্লে যে তুমি নাকি মর, আসমানি যাতে আমাকে সে কথা না জানাতে পারে তাই তাকে একটা ঘরে আটকে রেখে তোমার জামাই কোথায় গেছে। আমি বলে আস্‌তে পারি নাই। আর, আসমানি যে ভয় দেয়।

রফি। পাগলী, সর্ব্বনাশ করেছিস!

ফইজান। কি হবে!

মজিদ। আমি গিয়ে শুনে আসি যে কি হয়েছে!

লায়লা। তবে আমিও যাবো। বুঝেছি, বুঝেছি—আমি আমার সর্ব্বনাশ করেছি। দেখি, এখনো হয় ত আমার সব লোকজন আছে—হায় হায় আমি কি নির্ব্বোধ। (প্রস্থান)

ফইজান। তুমি যে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ?

রফি। বিবিজান, কপাল ভেঙ্গেছে! মজিদ, দেখ—মেয়েটা কি করে—

ফইজান। ওকে ফিরিয়ে আন! আমায় ভাল হবার সাধ মিটেছে, চল, এদেশ ছেড়ে পালাই—আবার গরীব হয়ে দেখবো।

(প্রস্থান)

রফি। দেখ্ এটাও বুঝি ক্ষেপেছে! (মজিদের প্রস্থান)

ফইজান। খোদা, আমি ত কিছুই চাহি নাই। তোমার যাহা ভাল লাগে তাই কর। তবে, আমাকে এখনো ফিরাও।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দেবলার কক্ষ

(দেবলা চিন্তাযুক্ত ভাবে উপবিষ্ট এবং খসরুর ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

খসরু। রাজকুমারী, সর্ব্বনাশ!

দেবলা। তুমি এখানে কেন? কে তোমায় আসিতে দিয়াছে?

খসরু। সর্ব্বনাশ হয়েছে! এখন উপায় কি? সব ধরা পড়বে! তাকে আটক করে রেখে এসেছি, কিন্তু তাকে ত একেবারে লুকাতে পারবো না! আঃ, যদি একেবারে শেষ করে দিতাম, তবে আর কোন গোল হতো না। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেই বা কি বল্‌বো, কথা তো গোপন থাকবে না!

দেবলা। পাগলের মত কি বক্‌ছো! কা'কে আটক করেছ?

খসরু। আসমানি—সে সব জানে, কখন প্রকাশ করে দেবে।

দেবলা। সে কি জানে?

খসরু। তোমার আমার কথা সে সব জানে।

দেবলা। তোমার আমার কি কথা? তাতে আমার কি?

খসরু। বাদশা শুনতে পেলে কি রক্ষা আছে?

দেবলা। তোমার শাস্তি হতে পারে, আমার কি?

খসরু। তুমি নিস্তার পাবে?

দেবলা। একটা পথের ফকির যদি আজ বাদশাকে বলে যে সে বেগমকে ভালবাসে,—তার উত্তর কি আমি দেব, না সেই ফকিরের কাটা মাথা দেবে?

খসরু। আমি তোমাকে ভালবাসতাম, তোমাকে লাভ করবার জন্যই এত করেছি—তোমার কোন দোষ হবে না ?

দেবলা। আমায় দেখে পাগল হয়ে যদি কেউ কিছু করে, তাতে আমার কি ? তুমি যাও, পালাও—পালাও—তুমি এখানে কেন এলে ? আমার অন্য বিপদ ঘটতে পারে। কেহ বিশ্বাস করবে না যে তুমি এখানে পাগলামি করতে এসেছ !

খসরু। তবে আমি নিশ্চয় যাবো না। আমার বিপদে তোমার কিছু না, শুধু তোমার নিজের বিপদ লইয়াই ব্যস্ত ! আমি যাবো না—বাদশা আসলে তাঁহাকে বলিব যে, তুমি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছ। এক সাথেই মুণ্ডপাত হোক !

দেবলা। তবে আমিই যাই !

খসরু। আমি যাইতে দিব না।

দেবলা। তবে আমি বলিয়া দিব, আসমানি তোমার ঘরে লুকান আছে। তোমার সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

খসরু। তবে আমি যাই—আগে আসমানিকে হত্যা করিয়া আসি—

দেবলা। বাদশাকে কি বলিবে ?

খসরু। সে আত্মহত্যা করিয়াছে।

দেবলা। তুমি পিশাচ !

খসরু। কাহার জন্য ? এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে দেবতা হই, পিশাচ হই, এক দিন তোমাকে লাভ করিব। আজিও সেই কথা বলিতে পারি। আজ আমি সামান্য নই, আজ আমি ইচ্ছা করিলে সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, আজ আমি তোমাকেও পায়ে ঠেলিতে পারি। কিন্তু তুমি নহিলে সবই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তুমি এমন নিঠুর যে অনায়াসে বলিতে পারিলে,—আমার জন্য তোমার কি ?

দেবলা। তুমি কি হইতে পার, না পার, তাহা আমি জানি না; আমার জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই। তোমার ধৃষ্টতা আমি যথাসাধ্য গোপনে রাখিয়াছি; তোমাকে যথেষ্ট ক্ষমা করিয়াছি, তুমি এস্থান ত্যাগ কর।

খসরু। তুমি ক্ষমা করিয়াছ ভালই। কিন্তু এমন কি করিলাম যে যাহার জন্য তোমার ক্ষমা করা আবশ্যক?

দেবলা। তুমি আমার কি না করিয়াছ! তোমারি জন্য গুজরাটের স্বাধীনতা গিয়াছে, তোমারি দোষে আমার স্বামী হারাইয়াছি, তোমারি দোষে আজ স্বর্গের কুসুম নরকে পড়িয়াছে।

খসরু। তোমাকে পাইবার জন্য আরো অনেক করিয়াছি। কোন দোষ ক্ষমা করিতে বলি না। সে দোষের জন্য কোন মনস্তাপ নাই, এমন দোষ আরো করিতে চাই। স্বর্গের কুসুম স্বর্গেই আছে, নরকের কীট স্বর্গে উঠিতে চাহে। আর বেশী পথ নাই!

দেবলা। তোমার পাপ পুণ্যের সংবাদে আমার কি? যাও, যাও— কখন বাদশা আসিবেন!

খসরু। অনেকক্ষণ পরে বাদশার কথা মনে পড়িয়াছে! আর কিছু দিন অপেক্ষা কর, কিছুই মনে থাকিবে না।

দেবলা। তুমি যাইবে না?

খসরু। রাজকুমারী, ছলনা ত্যাগ কর।

দেবলা। কোন ছলনা নয়। তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তুমি যতই বড় হও, তুমি যতই ছোট হও, তুমি আমার কে?

(প্রস্থানোদ্যত)

খসরু। দেবলা, একটু দাঁড়াও। একটু দেখি, তুমি কি সেই দেবলা! যে আমাকে এত দিন কতপ্রকারে উৎসাহিত করেছে, তুমি কি সেই

দেবলা! যার রূপ দেখে পাগল হয়েছিলাম, যার জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ করেছি, দেশ ত্যাগ করেছি, যার জন্য পাপকে পাপ বলে জ্ঞান করি নাই, যার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই যবনপুরীতে প্রবেশ করেছি—সে কি তুমি! এখনো সেই অপরূপ রূপ, এখনো সেই অবহেলা, এখনো সেই ব্যঙ্গ—এখনো সেই উপেক্ষা! এত চেষ্টা করিলে যে মানুষ ভগবানকে পায়, আর তোমাকে পাইব না!

দেবলা। পালাও ঠাকুর—বাদশা—

খসরু। বাদশা কেন, স্বয়ং ভগবান আসিলেও তাহার নিস্তার নাই।

(মবারকের প্রবেশ)

মবারক। তবে রে দুষ্মন! আসমানির কথা সত্য।

খসরু। আর উপায় নাই, আর অপেক্ষার সময় নাই—আর মায়া-মমতা কিছু নাই—বাদশা তোমার ভগবানের নাম কর—আমি দেবলাকে চাই—তুমি নিপাত যাও—

মবারক। দুষ্মন, এই জন্য তোমাকে প্রভুত্ব দিয়াছিলাম। তবে মর—(অস্ত্রাঘাত)

খসরু। আমি মরিব না। এস, এস—কোথা পালাইবে!

মবারক। কোথায় কে আছ, রক্ষা কর—

(পলায়ন ও খসরুর পশ্চাদ্ধাবন)

(অন্য পথে লায়লার প্রবেশ)

লায়লা। বেগম সাহেব, কই, কোথায় তিনি—আমি বড় ভুল করেছি!

দেবলা। পালাও, পালাও—বাপের বাড়ী যাও—যদি বাঁচতে চাও, তবে সকলকে নিয়ে যেখানে পার পালাও—

লায়লা। আর পালাবো না! আমার বুদ্ধি হয়েছে, ভুল করেছি বলে কি তিনি ক্ষমা করবেন না।

(খসরুর প্রবেশ)

খসরু। আজ আমার মন্দিরে এস, রাজকুমারী—আমিই বাদশা!

লায়লা। আমায় ক্ষমা করুন!

খসরু। তোমায় কে চাহে—যাও (পদাঘাত)

লায়লা। ও! মা! (মূর্চ্ছা)

দেবল। আ-হা—হা, কি করিলে! তুমি বাদশা—তুমি পিশাচের অধম!

খসরু। এই পিশাচের মন্দিরেই বাধ্য হইয়া তোমাকে পূজা করিতে হইবে। এর মূর্চ্ছা হয়েছে, বেশ হয়েছে—বাদশাকে হত্যা করবার উপযুক্ত কারণ পেয়েছি। কোন ভয় নাই। তুমি কাঁপ কেন? সৈন্য ও অর্থ-ভাণ্ডার আমার হাতে! তা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয়। আমি এখন যাই। বাদশা হইতে হইলে আর কত রক্তপাত করিতে হয়, দেখিয়া আসি। তুমি ত অন্য পূজা লইবে না, রক্তেই তোমার পূজা করিব।

(প্রস্থান)

দেবলা। এ নরাধমের উপযুক্ত শাস্তি হইলে তবে আমার শান্তি হয়। লায়লা! লায়লা!

লায়লা। আমি স্বপ্নে যেন কোথায় পড়ে গেছি। কে তুমি? আমাকে উঠাও! আমি এখানে কেন? আমার মনসবদার কই?

দেবলা। এত কাণ্ড হয়ে গেল, তবু একটা লোকের দেখা নাই! সবই সয়তানের বাধ্য! এর যে মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে! লায়লা, উঠতে পারবে? না—একটু থাক, আমি দেখি কাকে পাই কি না?

লায়লা। কে তুমি—যেও না—বড় ভয়—বড় ব্যথা—

দেবলা। কোন ভয় নাই—আমি আসি। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। এ রাজ্যে আর থাকা হলো না। পালাও ভাই, কখন কার প্রাণ যায়!

২য়। তাইত ভাই যাই কোথায়?

৩য়। মামু, পালিয়ে ত রক্ষা নাই! এমন দিন পড়েছে যে, না পার তোমরা তোমাদের নামাজ করতে, না পারি আমরা আমাদের সন্ধ্যা আহ্নিক কর্ত্তে! কেবলই ভয় কখন কি যেন হয়।

৪র্থ। ভাই সাহেব, কখন যে কি হবে সেই ভয়ে রাত্রেও ঘুম নাই, দিনেও খোরাক নাই।

১ম। খেটেখুটে যা আনি, খাজনা দিতে যায়, তার পর রোজই নূতন বন্দোবস্ত, আমীর ওমরার সেলামী দিতে গাই বলদ সব ত বেচে সারা হলেম! তার পর আবার নিত্য নূতন কাণ্ড!

৪র্থ। ধনেও মরেছি, প্রাণেও মরেছি—মান ইজ্জত কিসে রাখি? আমাদের কথা কে শুনে? সিপাইরা টাকা পেয়েছে বলে ভারী খুসী—আর যা ইচ্ছা তাই করছে।

২য়। সারা বছর খেটেও এক বেলা খেতে পাই না, আর একটা কোপ মারতে পারলেই বাদশা! আমরা এমন করে মরে থাকি কেন?

১ম। কি আর করবে? আমাদের ভাই, কি সাধ্য? টাকা নাই, লোক নাই—

৩য়। যারা সিপাই তারা কি আমাদের পর?

৪র্থ। টাকার জন্য নিজের ছেলে পরের হয়!

১ম। আমাদের কেউ নাই রে ভাই! এমন করে ভয়ে ভয়েই বা কত দিন থাকা যায়। পালাও ভাই, নগর ছেড়ে পালাও—গ্রামের লোকেরা আমাদের চেয়ে অনেক সুখে আছে!

(অন্য নাগরিকের প্রবেশ)

৫ম। আর রক্ষা নাই, ভাই কোথায় পালাই—কোথায় যাই, কেবল রক্ত, কেবল রক্ত—

সকলে। কি হলো ভাই—

৫ম। যে বাদশা বলে স্বীকার না করবে, তারই দফা শেষ হচ্ছে! তার সম্পত্তি সিপাইরা পাচ্ছে অর্দ্ধেক, আর বাদশা নিচ্ছেন অর্দ্ধেক। কোথায় যাই—কেবল রক্ত, পথে নদী বয়ে যাচ্ছে!

(ষষ্ঠ নাগরিকের প্রবেশ)

২য়। কোন পথে?

৬ষ্ঠ। আর পথ ঘাট নাই—ঘরে যা ভাই, ঘরে যা—যা বলে ভাই শোন— (প্রস্থান)

২য়। হবে না? ভাল লোকের অভিশাপ কখনো কি মিথ্যা হয়! আর এরই বা রাজত্ব কয়দিন।

২য়। চাচা, চুপ কর;—চল, ঘরে যাই।

৪র্থ। চল্ ভাই, কাজ কি বড় লোকের কথায়?

(প্রস্থান)

(রফি ও মজিদের প্রবেশ)

রফি। তার পর?

মজিদ। আর কিছুই জানতে পারি নাই। লায়লাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না—আর, যে গোলমাল!

রফি। তুই কেন একবার নবাবসাহেবের কাছে গেলি না?

মজিদ। চুপ্ চুপ্ বাদশা!

রফি। হাঁ—হাঁ—বাদশার সাথে দেখা করলি না কেন?

মজিদ। আমার বড় ভয় হলো।

রফি। মেয়েটার কি হলো, তা না জেনে ঘরে ফিরি কেমন করে? বড় লোকের ঐ একটা মস্ত দোষ—কোন কথা সাফ করে বলবে না—বাদশা কি অপমান করেছে বলে তাকে ত দিলি খুন করে—বেশ করেছিস! আমার মেয়েটা বেঁচে আছে না মরেছে তা একবার বল্!

মজিদ। বাবা, চলো, ওই দেখ, ওরা আস্‌ছে! আমরা নূতন বড় মানুষ হয়েছি বলে সকলেই ঠাট্টা করে!

রফি। তা বলুক, ওরা কি মিছে কথা বলে?

মজিদ। আমার ভুল হয়েছে, বাবা! বাদশার ভয়ে আর কি কেউ কিছু বলতে পারবে?

রফি। মুখে বলা ভাল, মনে মনে গালি দিলে বড় লাগে। কোন খবরই পেলাম না, খোদা যা করেন। তবে চল।

(প্রস্থান)

(দুই আমিরের প্রবেশ)

১ম। সুলতানপুরের ভাগটা আমার ভালই হয়েছে!

২য়। আমার ভাগটা তেমন হলো না, প্রজাগুলি তেমন সুবিধা নয়! অনেক মার কাট করতে হবে! আলি সাহেবই পারেন নাই! হোক্, যথা লাভ!

১ম। তা বই কি! একটা কথা বলেই যদি একটা পরগণা লাভ হয়, তবে কে বাদশা, আর কে আমীর তা জেনে আমাদের দরকার কি?

২য়। বাদশাইটা বড় সস্তায় গেল!

১ম। আমরাও সন্ধায় ভাগ পেয়েছি।

(তৃতীয় আমিরের প্রবেশ)

২য়। জনাব, কি পেলেন ?

৩য়। মেহেরপুরের অর্দ্ধেক। কতলু খাঁ অর্দ্ধেক ভাগ নিল! করি কি ?

১ম। তা হোক, আবার একটা কাণ্ড হলে ষোল আনা হয়ে যাবে।

৩য়। আবার কেড়ে না নেয়!

২য়। শীঘ্র অত সাহস হবে না!

৩য়। মোগল আসছে যে, আবার টাকা দিতে হবে।

১ম। কথাটা মিছা নয়।

২য়। ঘরে ত আর বেশী কিছু নাই।

৩য়। যাই হোক, জনাব, এখন ঘরে গিয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

১ম। আমরাও যাবো না নাকি? এখন ত আর ভয় নাই। মবারক বাদশার ত পথ ঘাট ঘর বাড়ী কিছুতেই বাধা ছিল না।

২য়। ইনি কি করবেন ?

৩য়। হাওয়াটা ভালই দিচ্ছে!

১ম। ঝড় না আসে, এই বেলা ঘরে যাই—

৩য়। চলুন—চলুন।

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

লাহোর—গাজিখাঁর আবাস

জুয়ান খাঁ ও আসমানি

জুয়ান। আসমানি, ধন্য তোমার সাহস, তুমি বড় সৌভাগ্যে আত্মরক্ষা করিয়াছ। আমি মৃগয়ার পথে ফিরিবার সময় তোমার সাথে আমার দেখা না হইলে, তোমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইত। ও ঝড় বাতাসে কি রক্ষা পাইতে! কি ভীষণ রাত্রি! মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদ—সৌদামিনীর অপূর্ব্ব ত্রাস, আসমানি, ধন্য তোমার সাহস—তোমার ভয় করে নাই!

আসমানি। ভয় করিলেই বা কি করিব? প্রাণের দায়!

জুয়ান। তোমার প্রাণের দায় নাই। যে অমন দুর্য্যোগেও রক্ষা পায়, খসরুর হাতেও যার মৃত্যু হয় নাই—তার মরণ সহজ নয়।

আসমানি। আমি যদি মরিব, তবে দুঃখ সহিবে কে?

জুয়ান। তুমি যে কোন দিন দুঃখ সহিয়াছ, ইহা ত আমার বোধ হয় না। আমিও ত দিল্লীতে ছিলাম। তোমার কথা কি আমার কিছু মনে নাই! তোমার কি কোন সংবাদ রাখি নাই! তবে আমার প্রাণে তুমি যে ক্ষত দিয়াছিলে, তাহা আর নাই, কোথাও তাহার দাগ আছে কিনা বলিতে পারি না। তবে আবার বুক পাতিয়া লইতে ইচ্ছা করে! আসমানি—তোমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

আসমানি। শুধু আশ্রয় লাভ।

জুয়ান। তার পর! এত করিয়াও যে মৃত্যুর আশ্রয় চাহে না, তাহার আশ্রয়-প্রয়াস মিথ্যা কথা!

আসমানি। আমায় কে স্থান দিবে! যদি নবাবসাহেব আলিফ খাঁ মক্কায় যান, তবে আমিও সেই সাথে যাইব।

জুয়ান। মা তোমাকে এখনো খুব ভালবাসেন; তিনি ত হিন্দুর মেয়ে, যদি তোমায় মক্কা যাইতে বলেন তবে যাইও—আর যদি—

আসমানি। সাহাজাদা, আমাকে পরিহাস করিবেন না!

জুয়ান। পরিহাস নয়, পরিশোধ! মনে পড়ে তুমি এক দিন রাগ করিয়া আমায় ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে প্রাণের ভিতরে লইতে চাই! অতি শুভক্ষণে আবার তোমার সহিত দেখা হইয়াছে। কত চিন্তা যে আমার মাথায় ভরা, উপযুক্ত সাথী না পাইলে তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। বাবা বলেন, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে! তাঁহাকে আর কিছু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। আরবী, ফারসী, ইতিহাস, ভূগোল কত কি পড়িলাম, আমার কথা কিছুতেই নাই।

আসমানি। আপনার এমন কি অদ্ভুত কথা!

জুয়ান। তুমি তাহা বুঝিবে, তুমি আমাকে সাহায্য করিতে পারিবে, আমার এ ভরসা আছে। মানুষ ছোট হইয়া থাকিবে কেন? যাহার প্রকৃত ক্ষমতা আছে, সে বড় হইবে না কেন? দুরন্ত মোগলকে পাহারা দিয়াই কি জীবনের সমস্ত সতেজতা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিবে! আমি তাহা মানিব কেন? যে উন্মাদিনী চপলার ঘোর গর্জ্জনে আবার আমাদের দেখা হইয়াছে, সে আমার চক্ষুর অন্ধতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে আমাকে তাহার শক্তি দিয়াছে, সে আমাকে দেখাইয়াছে—গৌরব ও দীপ্তির পথ সরল নহে। দেখিতেছি, দিল্লীর বাদশাগিরি বড় সস্তায় বিকাইতেছে, তোমার সে হাটে কিছু কেনা বেচা আছে, তুমি আমায় পথ দেখাইবে, তুমি আমার ম্রিয়মান প্রাণে বজ্র হানিবে।

আসমানি। সাহাজাদা, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ।

জুয়ান। যে আগুনে সব ধ্বংস করে, সেই আগুনেই অনেক কাজ হয়।

আসমানি। আমার আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

জুয়ান। তবে সেই ভস্ম গায়ে মাখিয়া লইব, আর কোন ধুলা ময়লার ভয় থাকিবে না। আর সকলের মত আমি মিথ্যা বাদশা হইতে চাহি না। এই রত্নপ্রসূ ভারতে শুধু কি দিল্লীর নর্ত্তকী লইয়া আমোদ করিলে বাদশাগিরি হয়! আমার মনে যে কত কি আছে! তিব্বত চীন, পারস্য, তাতার—এ সব যদি কেহ পদানত না করিতে পারে তবে সে কিসের বাদশা! দিল্লী কি বাসের উপযুক্ত স্থান! দিল্লী কি বাদশার উপযুক্ত স্থান! অর্থ, অর্থ বলিয়া কত বাদশা কাতর। বাদশার অর্থ মুখে! এক মুষ্টি ধূলিকে যদি অর্থ বলিয়া কোন বাদশার প্রজা সম্মান না করে, তবে তার কিসের ক্ষমতা! আসমানি, কত বলিব। যদি তোমাকে পাই, তবে একবার ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য, অর্থ, রাজত্ব সব বিষয়ের কল্পনাকে জীবন্তরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারি।

আসমানি। সাহাজাদা, সাবধান—! এখনো খসরু বাদশা, এখনো আপনার পিতা বর্ত্তমান।

জুয়ান। আলাউদ্দীন খিলজীর মৃত্যুর পরই আমি বাবাকে বলিয়াছিলাম যে, আর অপেক্ষায় কাজ নাই। তিনি ত কিছুতেই আমার কথা শুনিবেন না। এখন আমারই পথে যাইতে হইতেছে! আমাদের কার্য্যসফলতা সম্বন্ধে তোমার কিছুই আশঙ্কা করিবার নাই। তার পর—তার পর—তুমি আছ।

আসমানি। সাহাজাদা, আমি অতি সামান্যা;

জুয়ান। আমি তোমায় চিনি, আসমানি!

আসমানি। যদি দয়া করিয়া পায়ে রাখেন, তবে আমার পিতৃহন্তার প্রতিশোধ লইতে পারিলেই আমার যথেষ্ট শান্তি লাভ হইবে। এই আশায় এখনো মরি নাই।

জুয়ান। তুমি বাদশার বেগম না হইয়া মরিবে না—তাহা আমি বেশ জানি। বাবা এই দিকেই আসছেন।

আসমানি। আমার যাহা কিছু বলিবার তাহা এখন বলিতে পারিলাম না—যদি কখনো দিন পাই তবে বলিব এ প্রাণে কি সম্ভব।

(প্রস্থান)

জুয়ান। কেতাব কোরাণে একটী কথা লিখা বাদ ছিল, তাহা আলাউদ্দীন খিলজী লিখিয়া গিয়াছে। আমারও উত্তেজিত চিন্তারাশি আর প্রচ্ছন্ন থাকিতে চাহে না।

(গাজিখাঁ, আলিফ খাঁ ও কতিপয় ওমরাহের প্রবেশ)

আলিফ। আপনি আমাকে যে ভাবে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত। আমার আর কেহ নাই। রাজত্বে আমার কোন প্রলোভন নাই। যে পাপ করিয়াছি, নিজে যে সব দুষ্কৃতি করিয়াছি তাহার যথেষ্ট শাস্তি পাইয়াছি। কোন দিনই কোন বিষয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করি নাই, অনর্থক দিন কাটাইতে পারি নাই বলিয়াই সময় সময় কোন কোন কার্য্যের ভার লইয়াছি। কোন পাপ পুণ্য বিচার করি নাই, তাহার প্রতিফল বেশ হইয়াছে। খোদার ন্যায়বিচারে আমার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে।

গাজি। আমি অকপটচিত্তে বলিতে পারি, আপনি বাদশা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।

আলিফ। আর প্রলোভন চাহি না। সত্যই যদি আপনি আমার বন্ধু হইয়া থাকেন, তবে আমাকে আর কোন পার্থিব বিষয়ের মায়া দেখাইবেন না। এই নরপিশাচ খসরুকে নিপাত করিতে যাহা বলিবেন তাহাই মাত্র করিতে পারি, তারপর আমি আমার পথ দেখিব। যদিও মনে ভাবি যে এই দুরাত্মা নিজের পাপেই বিনষ্ট হইবে, তবুও

কোনরূপেই মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। মানুষের এ দুর্ব্বলতার কোন প্রতিকার নাই।

১ম আমির। সকলেই আপনাকে ভক্তি করে। এত পাপাচার করিয়াছি, কিন্তু একমাত্র আপনাকে দেখিয়াই লজ্জা পাইয়াছি। আপনি বাদশা হইলে বোধ হয় সকলেই সুখী হইত।

আলিফ। নবাবসাহেব গাজিখাঁর ধর্ম্মপ্রাণে আপনারা আরো সুখী হইবেন।

২য় আমির। তবে আপনার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হউক।

গাজি। কিন্তু এখনো খসরু বাদশা!

জুয়ান। তাহাকে নিপাত করিতে কোন কষ্ট হইবে না। আর তাহা যদি না পারেন, তবে বোধ হয় আপনাদের অনেকেরই আত্মহত্যা ভিন্ন অন্য গতি থাকিবে না।

১ম আমির। আমাদের জয়ের সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা নাই। আরো অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের পক্ষে আসিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়াছি।

গাজি। আমাদের সৈন্য সংখ্যা কি যথেষ্ট হইবে?

৩য় আমির। আপনার ও নবাবসাহেবের নামে আরো অনেক সৈন্য আসিবে।

আলিফ। আসুক, না আসুক—অধর্ম্মের জয় হইবে না।

জুয়ান। এ পৃথিবীতে ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কি আছে তাহা বুঝি না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশল আবশ্যক। আপনারা কিছু সৈন্য লইয়া খসরুর সহিত যুদ্ধ করুন, আমি গোপনে অন্য পথে দিল্লী যাত্রা করি। একবার নগর অধিকার করিতে পারিলে আমাকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না।

১ম আমির। তবে আর কাল-বিলম্বে প্রয়োজন কি?

গাজি। নবাবসাহেবের কি মত ?

আলিফ। খসরু যদি নগর পরিত্যাগ না করে, তবে বোধ হয় সহজে আমাদের অভিষ্টলাভ হইবে না।

জুয়ান। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা তাহার বিপক্ষে অগ্রসর হইতেছি জানিলে সে কখনো নগরে বদ্ধ রহিবে না।

গাজি। একথা ঠিক।

২য় আমির। আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট দেখিলে হয় ত অন্য যে সমস্ত আমীর ওমরা আমাদের পক্ষে আসিবার সংকল্প করিতেছেন, তাঁহারা নিরুৎসাহ হইবেন।

আলিফ। আলস্যে সময় ক্ষেপণ করিবার অবসর আর নাই।

গাজি। তবে আসুন, যথাবিহিত উদ্যোগ করা যাক্—

(সকলের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

শিবির

খসরু

খসরু। কি আশ্চর্য্য, ইহাদের কিছুতেই তৃপ্তি নাই! কি চায় ?—রাজভাণ্ডার, মালেক কাফুরের গুপ্তধনাগার—সব ত সৈন্য মধ্যে বিতরণ করেছি, তবু বলে কিছু নাই! আমীরদের যথেষ্ট জায়গীর দিয়েছি, তবু তারা আমাকে অর্থ সাহায্য করিবে না! যত পাপাচার আছে, সব বিষয়ে অনুমতি দিয়েছি, নিজেও সে সাথে নষ্ট হয়েছি, তবু বলে আমাতে কোন স্ফূর্ত্তি নাই! পৃথিবীর এত আকাঙ্ক্ষা, এত অতৃপ্তি!

যাহাকে যত দেও, সে আরো তত চায়! সব যেন ব্যবসাদারী! সব ধারে বিক্রয়! এভাবে কত দিন কাহার মূলধন থাকে! আর পারি না! যে আমার পক্ষে থাকে, থাকুক, না হয় যা ইচ্ছা করুক! না, না, তাহলে যে আমার সব যায়! যা কিছু অর্থবিত্ত আছে, কিছু কিছু এখন না দিলে গাজির্খাঁ আমার সর্ব্বনাশ করিবে। একবার এই শত্রুকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, পরে দেশ জয় করিয়া আবার অর্থলাভ করিতে পারিব। মন, নিরুৎসাহ হও কেন? বিশাল সাম্রাজ্য আমার করগত, আমার চিন্তা কি?

(রফিউদ্দিনের প্রবেশ)

রফি। জাঁহাপনা—রক্ষা করুন! কিছু চাই না, টাকা কড়ি, নবাবী হাকিমী ধন দৌলত সব নিন্—আমার মেয়েটিকে আমায় দিন! যে কুঁড়ে ঘরে তাকে মানুষ করেছি, সেই ঘরে তাকে মরতে দিন! দোহাই আপনার—আমার সর্ব্বস্ব নিন্—আমাকে পথের ফকির করুন—আমার মেয়েটীকে দিন্!

খসরু। কি নির্ব্বোধ! যাও, দূর হও!

রফি। খুব দূরে যাবো—আর কখনো আমায় দেখতে পাবেন না—আমার মেয়ে—এই গরীবের মেয়ে—যা দিয়েছেন সব নিন্—বেশী চান আমার প্রাণ দেব—আমার মেয়েটী দিন্! আমাকে কাঙ্গাল করুন—আমি একবার প্রাণ ভরে খোদার নাম করি।

(জনৈক সিপাহির প্রবেশ)

সিপাহি। জাঁহাপনা, পাঞ্জাবী সিপাহি নদী পার হ'বার চেষ্টা করছে!

খসরু। এই চাষাকে দূর করিয়া দেও!

(প্রস্থান)

রফি। যে পাপের ধন এক দিনও ভোগ করে, শেষে তার এমনি দুর্দ্দশা হয়! হায়, খোদা, তোমার মানুষের রাজ্যে আর আমায় রেখো না—তুমি দয়াল, তুমি সব জান—একবার আমায় তোমার কাছে ডেকে নেও!

সিপাহি। কি বকছো, বুড়ো তুমি শীঘ্র যাও!

রফি। খোদা কি এত শীঘ্র যেতে দেবেন?

(প্রস্থান)

নবম দৃশ্য

দেবলার কক্ষ

দেবলা

দেবলা। এ পাষণ্ডের মৃত্যু না দেখে মরিতে পারি না। কবে পৃথিবীর ভার ঘুচবে! কবে পৃথিবী শান্ত হবে, কবে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অবসান হবে! কেমন করে এর হাতে নিস্তার পাবো! রাজকার্য্য নিয়ে মত্ত আছে, তাই রক্ষা পেয়েছি! আহা, ভগবানের ইচ্ছায় যদি এ না ফিরে আসে, যদি এবার যুদ্ধে এর নিপাত হয় তবে সুখে মরতে পারি। বিষ ত সঙ্গেই আছে। আত্মহত্যা ভিন্ন আর আমার উপায় কি! আমাকে ঘরে এনে আলাউদ্দিনের বংশ নির্ব্বংশ হয়েছে—কত পাপ করেছি ভগবান কি দয়া করবেন না—তাঁর চরণ প্রান্তে কি স্থান পাব না—পাপীর কি মুক্তি নাই! শাস্তি! তাও সহিতে প্রস্তুত আছি। এই বয়সে কতই সয়েছি, আরো পারবো! তখন আমার দেহে রক্ত থাকবে না, মোহলিপ্সা থাকবে না, দ্বেশ হিংসা সব ভুলে যাবো—যা শাস্তি বহিতে হয় আনন্দেই বহিতে পারিব! এত দিন জীবনের কোন

দিক লক্ষ্য করি নাই। কি ছিলাম, কি হয়েছি—কে ছিল—কেই বা নেই—কিছুই ভাবি নাই। আর এখনো কিছু ভাবিবার নাই। দুর্ভেদ্য ভবিষ্যতের তিমিরে জীবনের অপর পারে আলো থাকুক, আঁধার থাকুক—যিনি পথের নিয়ন্তা তিনি যে পথে নেবেন—সেই পথেই যাবো। সুখে হোক, দুঃখে হোক—এক দিন আমার মুক্তি আছে! সেদিন কবে হবে—ভগবান, যেদিন সব অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে তোমার আশীর্ব্বাদ পাবো।

(উন্মত্তভাবে লায়লার প্রবেশ)

লায়লা। দিদি, গাছতলায় মনসবদার এসে বসে আছেন—আমি দেখে আসি—তুমি আমার সাথে যেও না—তাঁর সবটুকু কথা তাহলে আমি একা শুনতে পাবো না।

দেবলা। পাগলী, এমন করে কেন ভালবেসেছিলি! আমি কেন, কেউ তোর সাথে যাবে না। এ সংসারে কেউ কারো কোন সুখ দুঃখের সাথী নয়—যা কিছু নেওয়া দেওয়া দেখিস্ সবই এক যাদুকরের খেলা! চোখের ভুল, মনের ভুল! লায়লা—তুই শেষে পাগল হলি!

লায়লা। ওই শোন দিদি, ওই শোন—ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি বুঝি চলে গেলেন—তুমি কেন আমাকে আটকে রাখলে! আচ্ছা, দৌড়ে ছুটে গিয়ে ধরা যায় না? ওই ঘোড়ার পায়ের তলে পড়ে মরলেও কি তিনি দেখবেন না!

দেবলা। তাতে কি তোর বুকখানি জুড়াবে? দেখা শুনায় কি হবে বোন!

লায়লা। ওই যে পাহাড়ের গায়ে মেঘ জড়িয়ে আছে, ওই যে গাছের গায়ে লতায় ফুল ধরেছে, ওই যে নদী বয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে—দিদি ওদের ত কেউ বাধা দেয় না! আমি একবার একটু পায়ে ধরে থাকবো তাত তোমাদের সইবে না!

দেবলা। কি তোর দুরদৃষ্ট! এ বিষ কেন খেয়েছিলি? এ নেশা কেন করেছিলি! সাধ করে কেন পাগল হলি!

(লায়লার গীত)

তব পথে আমি পারি না চলিতে
তুমি ত নেবে না ধরিয়া
যদি নাহি পাই আঁধারে আলোক
তুমি ত দেবে না ভরিয়া।
দীন হীন যেন কাঙ্গালের প্রায়
রবি ডুবে যায় আকাশের গায়
শূন্য আমারি দেশ,—
নাই কি মরণ, আমার শরণ
জুড়াতে সকল ক্লেশ।

ওমা একি করলেম্—মনসবদার তোমার সামনে আমি গান গেয়ে ফেলেছি, তুমি রাগ করনি ত!

দেবলা। লায়লা, কেউ রাগ করেনি, রাগ করবার কি কারো অবসর আছে! মরণই তোর একমাত্র শরণ! বিষ খেয়ে মরবি? আর কোন কষ্ট হবে না।

লায়লা। বিষ! সে কি গো! আমি কি পাগল যে বিষ খাবো! বাদশার ঘরে কি বিষ খেতে এসেছি! আমি এত পাকা পাকা ফল খাইয়েছি, এত ঢাণ্ডা সরবত খাইয়েছি, আমার আঁচল পেতে তাকে ঘুম পাড়িয়েছি! বিষ! মনসবদার এক দিন বলেছিল, বিষ খাবে—আমি বল্লেম—যদি তুমি বিষ খাও—তবে আমি সরবৎ খেতে দেব না। সব কি ভুলে গেলাম—সেই বিষ কি আমি খেলাম!

দেবলা। তা না হলে তোর এমন দশা হবে কেন? আমিও এক

বিষ খেয়েছিলাম, তাই আজ আমার এমন দশা! মানুষ সেধে এনে এ বিষ খায়—তোর একার দোষ নয়—

লায়লা। যাই, যাই—সন্ধ্যা হলো! এ প্রাণ ত তোমাকে ছেড়ে যেতে চায় না! কি করবো? মনসবদার, পাপ করো না—ছি! এ তোমার কেমন কথা! বুঝেছি, তুমি আমায় ফাঁকি দিচ্ছ!

(উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান)

দেবলা। হায়, হায়! কি কালকীট এ কুসুমে প্রবেশ করেছে! কি যন্ত্রণা যে তার বুকে! আমাদেরও বুঝি এমন কষ্ট কোন দিন হয় নাই। মানুষ এতও জানে, এতও পারে!

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। বেগম সাহেব! বড়ই দুঃসংবাদ, বাদশার বড় বিপদ, নগরে সংবাদ আসাতে বড় গোলমাল হচ্ছে, এবার বুঝি বাদশার রক্ষা নাই—

দেবলা। তুই ঠিক্ করে বল্ কি হয়েছে!

বাঁদী। কেউ লড়ায়ের কথা ঠিক করে বলতে পাচ্ছে না। তবে শুন্‌ছি বাদশা—

দেবলা। বাদশা কি?

বাঁদী। বাদশার বোধ হয় কোন বিপদ হয়েছে! কেউ ঠিক জানে না। তবু আপনি সাবধানে থাকুবেন।

দেবলা। এইবার তুই ভাল সংবাদ দিয়েছিস্—এই নে—যা—

(বাঁদীর প্রস্থান)

তবে এবার মরতে পারি! আর কেন? আঃ! বাঁচলাম, এত দিনে কি ভগবানের দয়া হলো, এত দিনে তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন! আর আমার কোন ক্ষোভ নাই—এই বিষ পানই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ! (বিষ পান)

অনেক দিন নিদ্রা নাই, ভগবান আজ আমার সেই মহানিদ্রা এনে দেও যেন সে ঘুম আর না ভাঙ্গে। যেন আর রূপের অভিশাপের ভার বহিতে না হয়।

(খসরুর প্রবেশ)

খসরু। দেবলা—দেবলা—সব মিছা কথা—গাজি খাঁ, আলিফ খাঁ সব পালিয়েছে—আমি তাড়াতাড়ি এলাম—তোমায় নিজে সংবাদ দিতে—সিপাইরা তাদের পাছে ছুটেছে! আমি এসেছি—আমি এসেছি, রাগ করো না, তোমাকে ভুলি নাই—বাদশাগারির পাকা না করে নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারি নাই। সে তোমারি জন্য। এইবার বাদশা বেগম সব তুমি, আমি তোমার পায়ের চাকর! রাজকুমারী আর অভিমান করোনা, সব পথ নিষ্কণ্টক; আর কাহাকেও ভয় নাই, আর কোন লুকোচুরি নাই, আজ বোধ হয় আমি তোমার ভালবাসার উপযুক্ত। ওঠ, ওঠ!

দেবলা। কে তুমি? কে আমার এ শান্তি ভাঙ্গলো—কে আমার এ ঘুম ভাঙ্গালো—কে তুমি? রাঘব ঠাকুর, তুমি মর নাই, তুমি এখনো নিপাত যাও নাই—বাঁদী আমায় মিছা কথা বলেছে! হায় হায়! কেন শেষ পর্য্যন্ত না জেনে বিষ খেলাম।

খসরু। সর্ব্বনাশ, করেছ কি? মিথ্যা কথা! রাজকুমারী তোমার এত ছলনা! এস, একবার আমার বক্ষে এস, তারপর চিরজীবন পরিহাসের সময় পাওয়া যাবে!

দেবলা। পিশাচ, এখনো তুমি মর নাই! এখনো তোমার পাপের ভারে পৃথিবী কষ্ট পাবে! এখনো তোমার জয়! এ কোন ভগবানের বিচার! হায় হায় কি করবো, তোমার মরণ না দেখে আমি মরবো! তা পারবো না, কই কোথাও কিছু দেখি না—পেট চিরে বিষ বের করবো! মাথা ভেঙ্গে বিষ বের করবো—সে বিষ তোমাকে

খাওয়াবো! তুমি না মরলে এ ধরায় শান্তি নাই! আর তো পারি না, আর তো দাঁড়াতে পারি না! সাবধান, আমার কাছে এসোনা, আমায় আর স্পর্শ করো না! দয়াময় রক্ষা কর—

খসরু। কি হলো! সারাজীবনের পরিশ্রম সব বিফল হলো! এত সাহস, এত পাপ, এত ত্যাগ, এত চেষ্টা, সব শূন্যে মিলিয়ে গেল! এই কি মানুষের পরিণতি! এর জন্য এত! কোন দৈত্যের শক্তিতে শেষ রক্ষা হয় না, কোন পিশাচের উদ্দামে আশা মিটে না। কোন দেবতার ভালবাসায় ভালবাসা পাওয়া যায় না! একি মরিল? দেখি— না সাহস হয় না ত! কি ভীষণ এর মুখের আকার! কি ভয়াবহ! কই ইহাতে লাবণ্য কই, ইহাতে রূপ কই? এ যে অতি কুরূপা। না, তাও নয়। ইহা দেখিয়া ভুলিবার ত কিছুই নাই। এই মুখ, এই হাসি, এই রূপের জন্য আমি নরাধম পিশাচ হয়েছি। না, না, আমার ভুল হয়েছে, আমার কেমন মাথা ঘুরছে, আমি যেন ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি না, এখনো কি সেই রাগ, এখনো কি সেই ভ্রুকুটী! ওহো হো কোথায় যাই—কে বাদশা হইতে চায়! কোথায় সুখ! কোথায় শান্তি! একি ঘোর অভিপাশ! এর জন্য এত!

(লায়লার প্রবেশ)

খসরু। লায়লা, লায়লা, তুমি আমার বক্ষে এস। আর তোমায় কিছু বলব না।

লায়লা। দিদি, তুমি ঘুমাচ্ছ! ঘুমাও। তুমি দেখো না, বড় লজ্জা পাবো, মনসবদারকে দুটো ফল খেতে দেব, এক পেয়ালা সরবত দেব, আর একবার দেখবো। বিষ খাবো না, বিষ খাবো না, যা খেয়েছি তা যদি বিষ হয় তবে দেও আরো খাই; যে বিষে মনসবদারকে ভালবাসা যায়, সে বিষ আরো দেও।

খসরু। একি? এ যে পাগলিনী? লায়লা? তুমি অমন করে কি বক্‌ছো! আমায় চিন্‌তে পারছো না?

লায়লা। কেউ নাকি কাউকে চিন্‌তে দেয় না? তোমার সাথে কথা বলা হবে না। তুমি যাও, এপথে এলে কেন? আমার যে মনসবদার আস্‌বে। পথে লোক থাক্‌লে কি তার কোলে মাথা রেখে শোয়া যায়? যাও, যাও—

খসরু। আমার সবই গেল।

(দুইজন সিপাহির প্রবেশ)

১ম। জাঁহাপনা, পালান পালান! আপনাকে রক্ষা করতে পারবো না—

খসরু। তুমিও কি পাগল হলে? আজ কি সব পাগল হয়েছে, না আমি পাগল হয়েছি।

লায়লা। আর আমি!

সিপাই। ওই এল, ওই এল!

খসরু। কে? কে?

লায়লা। আমি নিয়ে আসি— (প্রস্থান)

২য়। পালান পালান, আর সময় নাই—আমাদের সব ভুল। সামান্য কিছু সিপাই নিয়ে নবাবসাহেব লড়াই করে আমাদের আটকে রেখেছিলেন। তাঁর ছেলে আর সব সিপাই নিয়ে এসে পড়েছে। এখনো পালান—

খসরু। কোথায় পালাবো? তোমরা কি ভীরু—চল লড়াই করব।

২য়। লড়াই করতে কেউ নাই—সকলেই দলে মিসেছে। ওই এল, ওই এল—পালান পালান—

দেবলা। কে এল! তোমায় খুন করতে আসছে! ওই যে আসমানি কথা বলছে! ওই যে বলছে,—মারো, মারো, কাটো, বাঁধো তুমি মর! আঃ! এবার তবে ঘুমাতে পারি—

১ম। সব গেল! আর পালাবার পথ নাই—ওই যে এসে পড়েছে।

খসরু। আসুক, আসতে দেও, আমায় হত্যা করতে দেও! নিজে মরবো না, তাতে জ্বালা যাবে না—আমায় খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে দেও, আমায় যত কষ্ট আছে সব দেও! কই, কই, এখনো আসে না কেন? কে আমায় হত্যা করবে কর! না না মরবো না—মরবো না—এত শীঘ্র মরলে আমার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

(লায়লার প্রবেশ)

লায়লা। মনসবদার! আসমানিকে এনেছি, এবার আর পালাতে দেবো না,—এবার তাকে দেখাবো আমি কেমন ভালবাসি—!

আসমানি। (নেপথ্যে) মেরো না, মেরো না, আমায় প্রতিশোধ নিতে দেও।

(আসমানি, জুয়ান খাঁ ও অন্যান্য সৈন্যের প্রবেশ)

জুয়ান। কই, কই সে পাষাণ্ড—

খসরু। আসমানি, তুমি! শিরে মোর বজ্রাঘাত হোক—

(নিজ বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও পতন)

লায়লা। আমায় সাথে নেও, আমায় সাথে নেও!—

যবনিকা

শিখের কথা (নাটক) মূল্য ৸০ আনা

The style and treatment of the subject is praiseworthy. The incident relates to the heroism of Sikhas in the reign of Auranzeb. Lovers of drama will find the book interesting and instructive. *I. D. News.*

SIKHER KATHA—This Bengali drama is based on historical facts relating to the misunderstanding, which existed between the Sikhs and the Moguls in the palmy days of Emperor Aurangzeb. The author has very realistically depicted the lofty character of the great Gurus of the Sikhs and has further explained in a clever manner how they implicitly followed the ideal that there was nothing greater and nobler than that of serving one's own people and country. The language is uniformly chaste while the printing is all that could be desired. The book will prove exceedingly interesting to those who take delight in dramas.

The Bengalee.

* * *

আলোচ্য নাটকখানি শিখজাতির ইতিহাসের কয়েক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চরিত্র অঙ্কনে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। গুণগুলিও বেশ সুন্দর হইয়াছে! ভাষাও বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহী। ছাপা কাগজ ভাল। আমরা এই নাটকপাঠে সন্তুষ্ট হইয়াছি। বসুমতী

*　　　　*　　　　*

শিখের কথা বলিলেই হয়ত অনেকেরই মনে আসিতে পারে আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ফলে ইহা একখানি নাটক। ইতিহাসের কিছু আছে; কিন্তু কাব্য স্থষ্টির হিসাবে বহুচিত্র স্থষ্টিতে গ্রন্থকার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শিখের সঙ্গে মুসলমান যুবতীর প্রেম মাখামাখিটা দেখাইয়া এবং জাতিভেদ লোপের পক্ষপাতিতা বুঝাইয়া গ্রন্থকার শিখতত্ত্বের নিবিড় ব্যাপার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। হিন্দু অবশ্য এরূপ প্রেমের মাখামাখি এবং জাতিভেদের বিলোপের একাকার পছন্দই করিবেন না। এরূপ প্রেম মাখামাখি ব্যাপার আধুনিক নাটকে নূতন নহে। এখনকার নাটক নভেলের এটা যেন ঢংই হইয়া পড়িয়াছে। ঢং নূতন না হউক, কিন্তু গ্রন্থকার পুরাতন ঢংয়ে নূতন বাহার খুলিয়াছেন। তাঁহার লিপি নৈপুণ্যে নাটকের প্রত্যেক চরিত্র চিত্রের কথা রঙ্গ বিকশিত হইয়াছে। ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, বর্ণনে আলোচ্যগ্রন্থ নাট্যসাহিত্যে উচ্চস্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে। এ হেন লেখক যদি পৌরাণিক চরিত্র লইয়া নাটক লেখেন তাহা হইলে হিন্দুসমাজের প্রকৃতই উপকার হয়।　　　　বঙ্গবাসী

*　　　　*　　　　*

একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে কষ্টবোধ হয়। ইহাতে প্রণিধান করিবার অনেক কথা আছে। গানগুলি বড় চিত্তাকর্ষক।

স্বরাজ

*　　　　*　　　　*

আপনার দ্বিতীয় নাটক শিখের কথা পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। নাটকখানি স্থখপাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। চরিত্র চিত্রণে আপনার ক্ষমতার বিকাশ দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল, এম, আর, এ এস।